হাদীসের সনদ-বিচার পদ্ধতি
ও
সহীহ হাদীসের আলোকে
সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম. এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

AS-SUNNAH TRUST

As-sunnah Publications
Mobile: 01730747001, 01788999968
dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust
www.assunnahtrust.org

تكبيرات العيدين في ضوء الأحاديث الصحيحة

تأليف د. خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
أستاذ قسم الحديث والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية الحكومية، كوشتيا، بنغلادش

সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

(১৯৫৮-২০১৬)

প্রকাশক: উসামা খোন্দকার
গ্রন্থস্বত্ব: আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস-টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

বিক্রয়কেন্দ্র:
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪৮ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইল: ০১৭৩০৭৪৭০০১, ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫, ০১৭১৬৪৮৯৯৭৫
আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ, মোবাইল: ০১৭১৬৪৮৫৯৬৬, ০১৭১৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
ফুরফুরা দরবার, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা, মোবাইল: ০১৮৭৩৯৩৫২৪৫, ০২-৯০০৯৭৩৮

প্রচ্ছদ: আলি মেসবাহ

প্রথম প্রকাশ: জুমাদাল আখিরা ১৪২৪ হিজরী, শ্রাবণ ১৪১০ হিজরী বঙ্গাব্দ, আগস্ট ২০০৩ ঈসায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণ: শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরী, শ্রাবণ ১৪২০ হিজরী বঙ্গাব্দ, আগস্ট ২০১৩ ঈসায়ী

তৃতীয় সংস্করণ: রজব ১৪৩৮ হিজরী, চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১৭ ঈসায়ী

মূল্য: ৮০.০০ আশি) টাকা মাত্র।

ISBN: 978-984-90053-4-6

As/Ap/2021/01/01

Sahih Hadiser Aloke Salatul Eider Otirikto Takbir (Additional Takbirs of Eid Prayer in the Light of Authentic Hadiths) by Prof. Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. 3nd eddition, April 2017. Price TK 80.00 only.

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সিদ্দীক বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর, শিরক, কুফর ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন মুজাহিদ, মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত

মাও. আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ,

আমার স্নেহাস্পদ জামাতা ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতিতে সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলোর সনদ বিচার বিষয়ে এ বইটি লিখেছে। আশা করি বইটি আমাদের দেশে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করবে। সাথে সাথে সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত বিতর্ক, দলাদলি ও বিভক্তি দূর করতে সাহায্য করবে। মুসলিম উম্মাহর জন্য এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো খুঁটিনাটি ফিকহী বা ব্যবহারিক মতভেদগুলোকে দলাদলি ও বিভক্তির মাধ্যম না বানিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঈমানী ভালবাসা, সৌহার্দ, ও সম্প্রীতির প্রসার ঘটানো এবং ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করা।

মহান আল্লাহ এ পুস্তকটি কবুল করে নিন এবং একে লেখক ও আমাদের সকলের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

AS-SUNNAH TRUST

আহকারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দিকী

(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

২য় সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

সহীহ হাদীস নির্ভর সুন্নাহ কেন্দ্রিক জীবনের দাওয়াত দিতে যেয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, সহীহ হাদীসের কথা বললেই কয়েকটি "গতানুগতিক" মানসিকতার সম্মুখীন হতে হয়। কেউ ভাবেন: লোকটি যেহেতু সহীহ হাদীসের বা সহীহ সুন্নাতের কথা বলছে সেহেতু সে মাযহাব বা বুযুর্গগণকে মানে না। অর্থাৎ আমরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাযহাব বা বুযুর্গগণকে সহীহ হাদীসের ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধে বলে ঘোষণা করছি। আবার কেউ কেউ মনে করেন সহীহ হাদীস অর্থ নির্দিষ্ট কিছু ফিকহী মতামত, এর বাইরে কোনো হাদীসই সহীহ নয়। অনেকেই ঈমান, তাওহীদ, ফরয, হারাম, বান্দার হক্ক ইত্যাদির চেয়েও "নফল" পর্যায়ের ফিকহী আমলকে বেশি গুরুত্ব দেন। এ জাতীয় একটি বিষয় "ঈদের তাকবীর"। বিষয়টির সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হাদীস-তাত্ত্বিক বিশেষণের মানসে ২০০৩ সালে এ পুস্তিকাটি লিখেছিলাম। মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফীকে পুস্তিকাটি অনেক এলাকায় গোলমাল-হানাহানি বন্ধ করেছে এবং অনেক মুমিনের চেতনাকে সংহত করেছে। প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত।

বইটির মুদ্রিত কপি কয়েক বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবে আর পুনর্মুদ্রণ করা হয়নি। ইদানিং অনেকেই বইটির পুনর্মুদ্রণের তাগাদা দিচ্ছেন। কয়েকজন বললেন, শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম সম্পাদিত 'ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল' গ্রন্থে অনেক স্থানে আপনার এ বইটির উদ্ধৃতি দেওয়া রয়েছে এবং কিছু বিষয় তিনি বিস্তারিত আলোচনা না করে আপনার বইটি দেখতে বলেছেন। এজন্য আমরা আপনার বইটি দেখতে খুবই আগ্রহী। সবদিক বিবেচনা করে তাড়াহুড়ো করে বইটির পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিলাম।

সামান্য কিছু সংশোধান ও পরিমার্জন ছাড়া প্রথম সংস্করণের মূল বক্তব্যের কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। তবে বইয়ের শেষে এ প্রসঙ্গে শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত ও ফিকহী মতভেদ বিষয়ে আলিমগণের কিছু বক্তব্য সংযোজন করেছি। আল্লাহ দয়া করে এ নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

AS-SUNNAH TRUST

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসই মুসলিম জীবনের পাথেয়। সকল মতের সকল মুসলিমই কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করতে চান এবং নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি পেশ করতে চেষ্টা করেন। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন ফিকহী মাসআলাহ বা মতামতের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রমাণাদি জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। কিন্তু পেশাগত কারণে আমি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে "হাদীস" বিভাগে শিক্ষকতা করি এবং সমাজের অনেকে আমাকে "আলিম" বলে মনে করেন, সেহেতু আমার ছাত্ররা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের দ্বীনদার মুসলিম বিভিন্ন সময়ে সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে আমাকে বারংবার প্রশ্ন করেছেন। কেউ প্রশ্ন করেছেন: আপনারা সালাতুল ঈদের ৬ তাকবীর কোথায় পেয়েছেন? কেউ প্রশ্ন করেছেন: আমরা যে ৬ তাকবীর বলি এর পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস কি আছে? কেউ প্রশ্ন করেছেন: সালাতুল ঈদের ১২ তাকবীরের হাদীস নাকি সহীহ? এ বিষয়ে আপনার মত কী? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন।

যেহেতু এ সকল প্রশ্ন মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর হাদীস বা সুন্নাত

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কেন্দ্রিক সেহেতু জ্ঞানের অভাব থাকলেও কিছু লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জ্ঞানের অনেক কল্যাণময় শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তবে আমার মত একজন "তালিব ইলম" বা শিক্ষার্থীর জন্য বেশি কিছু শেখা বা লেখা সম্ভব নয়। এজন্য ইচ্ছা পোষণ করি ও মহান প্রভুর দরবারে দোয়া করি যে, যে কয়দিন বেঁচে থাকি আমার পড়া, আমার চিন্তা ও আমার লেখা যেন তাঁর মহান রাসূল ﷺ-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এ আবেগের ফলেই এ বিষয়ে কিছু লিখলাম।

হাদীসের আলোকে কোনো বিষয় আলোচনার পূর্বে "হাদীসের সনদ বিচার" বা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি ও মাপকাঠি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এজন্য প্রথম পর্বে হাদীসের সনদ বিচার বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় হাদীসের সহীহ-যয়ীফ বিচার বিষয়ক কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। ফলে এ বিষয়ক অগণিত আরবী পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারো সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারিনি। এ সকল ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করতে আমাকে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে, শুধু আলিমগণই নন, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকগণও যাতে বইটি পড়ে মোটামুটি উপকৃত হতে পারেন।

আমার জানা মতে, বাংলা ভাষায় "ফিকহুস সুন্নাহ" বা হাদীস ভিত্তিক ফিকহ ও "আল-ফিকহুল মুকারান" বা "তুলনামূলক ফিকহ" বিষয়ক গ্রন্থাদি নেই বললেই চলে। এছাড়া "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" বা হাদীস বর্ণনাকারীগণের বিধান ও "দিরাসাতুল আসানীদ" বা 'হাদীসের সনদ বিচার' বিষয়ক গ্রন্থাদিও বাংলা ভাষায় দুষ্প্রাপ্য বা অনুপস্থিত। আশা করি এ পুস্তিকাটি দ্বারা সাধারণ পাঠক ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী শিক্ষা" বিষয়ক বিভাগগুলোতে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণ উপকৃত হবেন।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করেছি। আরবী শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূল উচ্চারণের কাছাকাছি বর্ণ, ই-কার, উ-কার, ঈ-কার, ঊ-কার ইত্যাদি ব্যবহার করেছি।

হাদীসের সনদ বিচার শাস্ত্রকে বাংলায় সংক্ষেপে উপস্থাপনায় এবং

AS-SUNNAH TRUST

সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলোর সনদ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটকু সফল হয়েছি তা পাঠকগণ বিচার করবেন। তবে সফলতা বা ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে এতটুকুই আমার সান্ত্বনা যে বইটি লিখতে যেয়ে আমি কিছু হাদীস পাঠের সুযোগ পেয়েছি। জাগতিক লোভ, ভয়, স্বার্থচিন্তা ইত্যাদিতে সর্বদা লিপ্ত আমার হৃদয় অন্তত কিছু সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের বিষয়ে চিন্তা করে কাটিয়েছে। আর তাঁদের বিষয়েই কয়েকটি কথা লিখে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র কর্মটি কবুল করে নেন। একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-পরিজন ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

صلى الله تعالى على نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين.

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- **এখানে**

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

হাদীসের সনদ বিচার/১১

প্রথমত: হাদীস পরিচিতি/১১
ক. হাদীসের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব /১১
খ. হাদীসের ‘সনদ’ ও ‘মতন’/১২
গ. সনদের ইতিহাস ও গুরুত্ব/১৩
দ্বিতীয়ত: হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা/১৪
ক. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি/১৪
খ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পর্যায়/২১
গ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ে মতভেদ /২৫
ঘ. হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ /২৭

দ্বিতীয় পর্ব

সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীস/৩২

প্রথমত: ১৩ তাকবীরের হাদীসসমূহ /৩৪
ক. মারফূ’ হাদীস/৩৪
খ. মাউকূফ হাদীস/৩৬
দ্বিতীয়ত: ১২ তাকবীরের হাদীসসমূহ/৩৮
ক. মারফূ’ হাদীস/৩৮
১. ইবনু আব্বাস ﵄-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস/৩৮
২. সা‘দ ইবনু আইয আল-কুরয ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস/৩৯
৩. আমর ইবনু আউফ আল মুযানী ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস/৪৪
৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ﵄-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস/৪৬
৫. আমর ইবনু শু‘আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে/৪৮
৬. ইবনু লাহী‘য়াহর বর্ণনা সমূহ/৫৪
ক. ইবনু লাহী‘য়াহ বর্ণিত আয়েশা ﵂-এর হাদীস/৫৫
খ. ইবনু লাহী‘য়াহ বর্ণিত আবু হুরাইরা ﵁-এর হাদীস/৫৬
গ. ইবনু লাহী‘য়াহ বর্ণিত আবু ওয়াকিদ লাইসী ﵁-এর হাদীস/৫৭

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

খ. মাউকূফ হাদীস/৬৫
১. আবু হুরাইরা ﵁-এর কর্ম/৬৬
২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-এর কর্ম/৬৭
ক. প্রথম হাদীস/৬৭
খ. দ্বিতীয় হাদীস/৬৮
গ. তৃতীয় হাদীস /৬৯
তৃতীয়তঃ ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের হাদীসসমূহ/৭০
ক. মারফূ' হাদীস/৭১
১. প্রথম হাদীস/৭১
২. দ্বিতীয় হাদীস/৭৫
৩. উপরের হাদীসদ্বয়ের পর্যালোচনা/৮০
খ. মাউকূফ হাদীস/৮২
১. ইবনু মাসউদ, হুযাইফা, আবু মূসা ও আবু মাসউদ ﵃ -এর মত ও কর্ম/৮২
ক. প্রথম হাদীস/৮২
খ. দ্বিতীয় হাদীস/৮৫
গ. তৃতীয় হাদীস/৮৮
ঘ. চতুর্থ হাদীস/৮৯
ঙ. পঞ্চম হাদীস /৯০
চ. ষষ্ঠ হাদীস/৯১
২. ইবনু আব্বাস ও মুগীরাহ ইবনু শু'বা ﵃-এর মত ও কর্ম/৯১
ক. প্রথম হাদীস/৯১
খ. দ্বিতীয় হাদীস/৯৪
৩. আনাস ইবনু মালিক ﵁-এর কর্ম/৯৪
৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﵁-এর কর্ম/৯৫

তৃতীয় পর্ব
পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত/৯৭
১. কোনো মারফূ হাদীসই পরিপূর্ণ সহীহ নয়/৯৭
২. দুটি মারফূ' হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য/৯৮

AS-SUNNAH TRUST
বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

৩. ১২, ১১, ১০ ও ৬ তাকবীর সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত/৯৯
৪. সাহাবীগণের কর্মের বৈপরীত্যের কারণ/১০০
৫. ফকীহগণের মতভেদ স্বাভাবিক/১০১
৬. ইমাম আবু হানীফা ﷬-এর মত/১০১
৭. বিভক্তি, দলাদলি ও বিদ্বেষ /১০২
৮. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত/১০৩
উপসংহার/১০৮
গ্রন্থপঞ্জি/১১৯

AS-SUNNAH TRUST

প্রথম পর্ব
হাদীসের সনদ বিচার

প্রথমত: হাদীস পরিচিতি

ক. হাদীসের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন বুঝানো হয়। এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মারফূ' হাদীস" বলা হয়। সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মাউকূফ হাদীস" বলা হয়। আর তাবিয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মাকতূ' হাদীস" বলা হয়।[১] আমরা এ আলোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম বা নির্দেশ হিসাবে বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ মারফূ' হাদীস এবং সাহাবীগণের কর্ম বা মাওকূফ হাদীস আলোচনা করব।

কুরআন কারীমের পরে হাদীস শরীফ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। বস্তুত ইসলামী শরীয়তের খুঁটিনাটি বিধান জানার ক্ষেত্রে কুরআনের চেয়ে হাদীসের উপরেই আমরা বেশি নির্ভর করি। কুরআনে সাধারণত মূলনীতি বা মূল নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ ও বিস্তারিত বিধানাবলী জানার জন্য হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো গতি নেই। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কথাই ধরুন। কুরআনে সালাতুল ঈদের সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই, বিস্তারিত বিধান বা তাকবীরের নিয়মাবলী তো দূরের কথা। কুরআনে সাধারণভাবে দৈনন্দিন সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং জুম'আর সালাতের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদের সালাতের কথা ছাড়া

[১]. বিস্তারিত দেখুন: ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬ হি.), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ৬৬-৭০, ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০), পৃ. ৫২-৬৩, সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি.), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫) ১/৮-৯, ১১৭-১৫৫, সুয়ূতী, আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বকর (৯১১ হি.), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ) ১/১৮৩-১৯৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কোনো প্রকার নফল-সুন্নাত বা ওয়াজিব সালাত বিষয়ে কোনো কিছুই বলা হয়নি। আবার সালাত আদায়ের নিয়মাবলী সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। এজন্য ঈদের সালাত বা ঈদের সালাতের তাকবীরের বিষয়ে শুধুমাত্র হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

খ. হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন'

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে দু'টি অংশের সমন্বিত রূপকে বুঝায়। **প্রথম অংশ:** হাদীসের সূত্র বা সনদ ও **দ্বিতীয় অংশ:** হাদীসের মূল বক্তব্য বা 'মতন'। হাদীস সংকলনের নিয়ম হলো সংকলনকারী নিজের উস্তাদ থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত তাঁর সূত্র উল্লেখ করতেন। যেমন ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি.) দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক। তিনি তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে হাদীস সংকলন করতে তাঁর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে ৩/৪ জন "রাবী" বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন।

একটি উদাহরণ দেখুন:

مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

"মালিক, ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রাহমান থেকে তিনি আবু হুরাইরাহ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) সালাতের রুকু পেল সে সালাত (উক্ত রাক'আত) পেল।"[২]

উপরের হাদীসের প্রথম অংশ "মালিক ইবনু শিহাব থেকে.... আবু হুরাইরা থেকে" হাদীসের সনদ বা সূত্র। শেষে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীটুকু হাদীসের "মতন" বা বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে শুধু শেষের বক্তব্যটুকুই নয় বরং সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপকেই হাদীস বলা হয়। একই বক্তব্য দু'টি পৃথক সনদে বর্ণিত হলে তাকে দু'টি হাদীস বলে গণ্য করা হয়। অনেক

[২]. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯) আল-মুআত্তা (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী) ১/১০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সময় শুধু সনদকেই হাদীস বলা হয়।[৩]

গ. সনদের ইতিহাস ও গুরুত্ব

উপরের হাদীস ও পরবর্তী পর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহ থেকে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণ সম্ভবত হাদীস লিপিবদ্ধ বা সংকলিত করে রাখতেন না, শুধুমাত্র মুখস্থ ও মৌখিক বর্ণনা করতেন। এজন্য বোধহয় মুহাদ্দিসগণ এভাবে সনদ উল্লেখ করে হাদীস সংকলিত করেছেন। বিষয়টি কখনোই তা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো সাহাবীগণ সাধারণত হাদীস মুখস্থ করতেন ও কখনো কখনো লিখেও রাখতেন। তবে তাবিয়ীগণ বা সাহাবীগণের ছাত্রগণ ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীস শুনতেন, শিখতেন, লিখতেন ও মুখস্থ করতেন। হাদীস বর্ণনা করার সময় বা শিক্ষাদানের সময় তাঁরা কখনোই মৌখিক বর্ণনা ছাড়া শুধুমাত্র লিখিত পাণ্ডুলিপি কাউকে দিতেন না। পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে বা পাণ্ডুলিপি থেকে মুখস্থ করে তা তাঁদের ছাত্রদেরকে শোনাতেন। তাঁদের ছাত্ররা শোনার সাথে সাথে তা তাদের নিজেদের পাণ্ডুলিপিতে লিখে নিতেন এবং শিক্ষকের পাণ্ডুলিপির সাথে মেলাতেন। তাবিয়ীগণের যুগ, অর্থাৎ প্রথম হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরবর্তী সকল যুগে মুহাদ্দিসগণ সাধারণত লিখিত পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ ও মৌখিক শ্রবণ উভয়ের সমন্বয় ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী বা 'রাবী' শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে বা শুধুমাত্র মুখস্থশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করতেন তাঁদের হাদীস মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমের তাদের বর্ণনায় ভুল ও বিক্ষিপ্ততা ধরা পড়ে। এ বিষয়ে তাঁদের কড়াকড়ির একটি নমুনা দেখুন। তৃতীয় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও হাদীস বিচারক ইমাম আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি.) বলেন: যদি কোনো 'রাবী' বা হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস তিনি সঠিকভাবে মুখস্থ ও বর্ণনা করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয় তাহলে তার কাছে তার পুরাতন পাণ্ডুলিপি চাইতে হবে। তিনি যদি পুরাতন পাণ্ডুলিপি দেখাতে পারেন

[৩]. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি.), লিসানুল মীযান (বৈরুত, লেবানন, মুআস্সাসাতু আল-আ'লামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬) ৩/২৫৩।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাহলে তাকে ইচ্ছাকৃত ভুলকারী বলে গণ্য করা যাবে না। আর যদি তিনি বলেন যে, আমার মূল প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে তার একটি অনুলিপি আছে তাহলে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। অথবা যদি বলেন যে, আমার পাণ্ডুলিপিটি আমি পাচ্ছি না তাহলেও তাঁর কথা গ্রহণ করা যাবে না। বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলে বুঝতে হবে।[৪]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই হাদীস লিখে মুখস্থ করা হতো। তবে হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির রেফারেন্স প্রদানের নিয়ম ছিল না। বরং বর্ণনাকারী শিক্ষকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম ছিল। শিক্ষকদের নামের তালিকাই হলো 'সনদ' বা সূত্র। যেহেতু সাহাবীগণ ব্যক্তির নাম বলে 'সনদ' বলার রীতি প্রচলন করেন এজন্য পরবর্তী যুগগুলোতে সর্বদা সনদ-সহ হাদীস বর্ণনা ও সংকলিত করা হতো।

হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচারে সনদ প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য। সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন কিনা, তাঁরা প্রত্যেকে ব্যক্তিজীবনে সৎ ও ধার্মিক কিনা এবং প্রত্যেকে শেখা হাদীস হুবহু মুখস্থ করতে ও শেখাতে পারতেন কিনা এ তিনটি বিষয় নিশ্চিত হওয়ার উপরেই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে।

দ্বিতীয়ত: হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা

আমাদের দেশে হাদীসের সনদ আলোচনার বিষয়টি একেবারেই অপরিচিত। এজন্য প্রথমে হাদীসের সনদ ও সহীহ-যয়ীফ নির্ধারণের কতিপয় মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

ক. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন: হাদীস তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, হাদীস কিভাবে বানোয়াট বা মিথ্যা হয়? কেউ বলেন: দুর্বল বা বানোয়াট হলে কি হবে নবী ﷺ-এর কথা তো, কাজেই মানতে হবে। এ সকল প্রশ্ন বা সন্দেহের কারণ হলো অজ্ঞতা। হাদীস সম্পর্কে না জানার ফলেই

[৪]. খতীব বাগদাদী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু সাবিত (৪৬৩ হি.), আল-কিফাইয়াতু ফী ইলমির রিওয়াইয়া (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ), পৃ. ১১৭।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সূচিপত্র

ভুলের মধ্যে নিপতিত হই।

বস্তুত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা কখনো দুর্বল বা মিথ্যা হতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে অনেক দুর্ভাগা মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র নামে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। এগুলোকে বানোয়াট হাদীস বলা হয়। এছাড়া অনেকে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, লিপিবদ্ধ হাদীস নষ্ট হয়ে যাওয়া, অসুস্থতা, অবহেলা ইত্যাদি কারণে হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন। অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিচার ও নিরীক্ষা পদ্ধতিতে সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেছেন। হাদীসের নির্ভরতা ও বিশুদ্ধতা বিচার প্রক্রিয়া মূলত সাহাবীগণের যুগ থেকেই শুরু হয়। আমরা প্রথমে এ বিষয়ে সাহাবীগণের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করব এবং এরপর সামগ্রিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

১. হাদীস গ্রহণ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিকে যেমন উম্মাতকে তাঁর "হাদীস" বা বাণী ও শিক্ষা হুবহু মুখস্থ করতে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন, অপরদিকে তিনি তাদেরকে তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আলী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ [يَكْذِبْ] عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।"[৫]

AS-SUNNAH TRUST

যুবাইর ইবনুল আউয়াম رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।"[৬]

সালামাহ ইবনুল আকওয়া رضي الله عنه বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

[৫]. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি.), আস-সহীহ, ফাতহুল বারী সহ (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ১/১৯৯, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), আস-সহীহ (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা) ১/৯।

[৬]. বুখারী, আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭) ১/৫২।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমি যা বলি নি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[৭]

এভাবে 'আশারায়ে মুবাশশারাহ'-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।[৮]

শুধু তাই নয়, তাঁর নামে বর্ণিত কোনো সন্দেহযুক্ত বর্ণনা গ্রহণ করতে ও বর্ণনা করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।"[৯]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে বা বলবে।"[১০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সকল নির্দেশ মোতাবেক খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ সহীহ হাদীস বেছে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন ও শুধুমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করার দু'টি পর্যায় থাকতে পারে: ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। উভয় ধরনের ভুল ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না, হাদীস বলতে ভুল করতেন না, তবুও তাঁরা সাহাবীর কোনো ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁকে বলতেন আরো সাক্ষী আনতে যারা এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে

[৭]. বুখারী, আস-সহীহ ১/৫২।

[৮]. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.) ১/৬৮, ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূ'আত (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫) ২৮-৫৬।

[৯]. মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯।

[১০]. মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

শুনেছেন। আবু বকর ﷺ-এর কাছে মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ একটি হাদীস বলেন। তিনি তাঁকে সাক্ষী আনতে নির্দেশ দেন।[১১] উমার ﷺ-এর কাছে আবু মূসা আশআরী ﷺ একটি হাদীস বলেন। উমার ﷺ তাঁকে বলেন: আপনি যদি এ হাদীসের সত্যতার উপর সাক্ষী আনতে না পারেন তাহলে আমি শাস্তি প্রদান করব।[১২] এভাবে অন্য কেউ তাঁদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তাঁরা বর্ণনাকারীর কোনো ভুল হয় নি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনে সাক্ষী চাইতেন।[১৩]

আলী ﷺ-এর নিকট কেউ হাদীস বললে তিনি তাকে শপথ করাতেন যে, তিনি ঠিকমত শুনেছেন এবং ঠিকমত মুখস্থ রেখে হুবহু বলতে পেরেছেন কি-না।[১৪] প্রয়োজনে একবার হাদীস শোনার পরে অনেকদিন পরে পুনরায় আবার তাঁকে সে হাদীস বা হাদীসগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, পরীক্ষা করে দেখতেন তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কিনা, বা দু'বারের বর্ণনার মধ্যে কোনো হেরফের হয়েছে কিনা।[১৫] এভাবেই তাঁরা সাহাবীগণের ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো হাদীস বর্ণনায় সামান্যতম ভুল ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা বলে দিতেন।[১৬] সামান্য সন্দেহ হলে তাঁরা সে হাদীস গ্রহণ করতেন না।[১৭]

অপরদিকে দ্বিতীয় প্রজন্মের কারো কারো মধ্যে যখন ইচ্ছাকৃত

[১১]. মালিক ইবনু আনাস, আল-মুআত্তা ২/৫১৩।

[১২]. বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩০৫, সহীহ মুসলিম ৩/১৬৯৫।

[১৩]. এ বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনা দেখুন: ফাতহুল বারী ১২/২৪৭, সহীহ মুসলিম ৩/১৩১১ , ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ (কাইরো, মিশর, দারুল মা'আরিফ ১৯৫৮) ৬/২১৩, নং ৪৪৫৩, বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪) ৪/২৯৮।

[১৪]. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী) ২/২৫৭-২৫৮), ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ১/৪৪৬।

[১৫]. মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/২০৫৮-২০৫৯।

[১৬]. বিস্তারিত বিভিন্ন ঘটনার জন্য দেখুন: ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), ফাতহুল বারী (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ১/২১৮, ২/৪৮৯-৪৯০, ৬/৪৩১-৪৩৩, ইমাম মালিক, আল-মুআত্তা ১/১২৩, ইবনু আদী, আব্দুল্লাহ ইবনু আদী আল-জুরজানী (৩৬৫ হি.) আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮) ১/১১৯, ১২৪, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৭৯৪।

[১৭]. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ২/২৯৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মিথ্যার প্রবণতা দেখা দিল তখন তাঁরা আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। বর্ণনাকারীর সততায় সন্দেহ হলে তার হাদীস তাঁরা শুনতেন না। কারো মিথ্যা ধরা পড়লে তার সম্পর্কে সবাইকে বলতেন, যেন কেউ তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে। তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'সনদ' বা সূত্র উল্লেখ করার রীতি প্রচলন করেন এবং কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন।[১৮]

২. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের মূলনীতি

উপরের বর্ণনা থেকে আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণ ও বিশুদ্ধতা বিচারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন একে এককথায় "তুলনামূলক নিরীক্ষা" বলা যায়। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ মূলত সাহাবীগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোর্টের বিচারক, উকিল ও জুরিগণের পদ্ধতিকে তুলনামূলক নিরীক্ষা (Cross Examine) করতেন। তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস, তাঁর উস্তাদের পরিচয়, উস্তাদের অন্যান্য ছাত্রের পরিচয়, তাঁদের বর্ণিত সকল হাদীস ইত্যাদি সব কিছুই সংগ্রহ করে সবকিছুর তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসটির সত্যাসত্য ও বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেছেন। তাঁরা দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করেছেন:

প্রথম: বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত জীবনের সততা, নিষ্ঠা ও ধার্মিকতা।

দ্বিতীয়: হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ ও নিভুল বর্ণনার ক্ষমতা।

প্রথম বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত জীবন, ধার্মিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেরা লক্ষ্য করতেন বা তাঁর এলাকার আলেম ও মুহাদ্দিসগণকে প্রশ্ন করতেন। দ্বিতীয় বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাঁরা উক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলোকে অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখতেন। এভাবেই সার্বিক নিরীক্ষা (Cross Examine) এর মাধ্যমে তাঁর বর্ণনার বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করতেন। উভয় বিষয় নিশ্চিত হলেই তাঁরা উক্ত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতি "শুধু সৎ ও পূর্ণ ধার্মিক ব্যক্তির বিশুদ্ধ বর্ণনাই গ্রহণ করা হবে।" সৎ ব্যক্তির ভুল বর্ণনা বা অসৎ ব্যক্তির শুদ্ধ বর্ণনা কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়।

[১৮]. দেখুন, মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৩-১৪, ইবনে আদী, আল-কামিল ২/৪৫১, ৬/৩৮৬।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ইমামগণ জীবনপাত করেছেন হাদীসের হেফাজতের জন্য। তাঁরা জীবনের বড় অংশ ব্যয় করে তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল শহর ও গ্রামগঞ্জ ভ্রমণ করে সকল আলেমের ও হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলিত করেছেন। এরপর সেগুলোকে একত্রিত করে তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন। পাশাপাশি সকল হাদীস বর্ণনা কারীর জীবনী, কর্ম, ধর্মজীবন, শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ ইত্যাদি সকল বিবরণ সংগ্রহ করেছেন।

এরপর তাঁরা তাদের সংকলিত এ সকল তথ্য দুই প্রকার গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। এক প্রকার গ্রন্থে সকল প্রকার বর্ণিত হাদীস তাঁরা সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্য প্রকার গ্রন্থে তাঁরা এসকল তুলনামূলক পরীক্ষার ফলাফল, হাদীসের "রাবী" বা বর্ণনাকারীগণের পরিচয়, তাদের গ্রহণযোগ্যতা, তাদের মধ্যে কারা মিথ্যা বলতেন ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

মনে করুন, আবু হুরাইরা ﵁ একজন সাহাবী। অগণিত তাবিয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু তাবিয়ী আজীবন বা দীর্ঘ দিন তাঁর সাথে থেকেছেন এবং অনেকে অল্প দিন থেকেছেন। এসকল মুহাদ্দিস ইমামগণ আবু হুরাইরার ﵁ সকল ছাত্রের বর্ণিত সকল হাদীস একত্রিত করেছেন। সাধারণত: আবু হুরাইরার ﵁ বর্ণিত সকল হাদীসই তাঁরা শুনেছেন। একই হাদীস তাঁরা সকলেই বর্ণনা করেছেন। যদি দেখা যায় যে, ৩০ জন তাবিয়ী একটি হাদীস আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করছেন, তন্মধ্যে ২০/২৫ জনের হাদীসের শব্দ একই প্রকার কিন্তু বাকী ৫/১০ জনের বাক্য অন্য রকম। তাহলে বুঝা যাবে যে, প্রথম ২০/২৫ জন হাদীসটি আবু হুরাইরা যে শব্দে বলেছেন হুবহু সেই শব্দে মুখস্ত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর বাকী কয়জন হাদীসটি ভালভাবে মুখস্ত রাখতে পারেননি। এতে তাদের মুখস্ত ও ধারণ শক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হলো।

যদি আবু হুরাইরার কোনো ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ১০০ টি হাদীস শিক্ষা করে বর্ণনা করেন এবং তন্মধ্যে সবগুলো বা অধিকাংশ হাদীসই তিনি এভাবে হুবহু মুখস্ত রেখে বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করতে পারেন তাহলে তা তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। অপরদিকে যদি এরূপ কোনো তাবিয়ী

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

১০০ টি হাদীসের মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমন ভাবে বর্ণনা করেন যে, তার বর্ণনা অন্যান্য তাবিয়ীর বর্ণনার সাথে মিলে না তাহলে বুঝা যাবে যে তিনি হাদীস ঠিকমত লিখতেন না ও মুখস্ত রাখতে পারতেন না। তিনি হাদীস শিক্ষায়, শোনায়, লেখায় ও মুখস্ত করায় অবহেলা করতেন এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনি ভুল করতেন। এ বর্ণনাকারী তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি "যয়ীফ" বা দুর্বল রাবী বা বর্ণনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হন। ভুলের পরিমাণ ও প্রকারের উপর নির্ভর করে তার দুর্বলতার মাত্রা বুঝা যায়। যদি তার কর্মজীবন ও তাঁর বর্ণিত এ সকল উল্টো পাল্টা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হতো যে তিনি ইচ্ছা পূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশি কম করেছেন অথবা ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বানোয়াট কথা বলেছেন তাহলে তাকে "মিথ্যাবাদী" রাবী (বর্ণনাকারী) বলে চিহ্নিত করা হতো। যে হাদীস শুধুমাত্র এ ধরণের "মিথ্যাবাদী" বর্ণনাকারী একাই বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে গ্রহণ করা হতো না, বরং তাকে "মিথ্যা", বানোয়াট বা "মাউদূ" হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

অপর দিকে যদি দেখা যায় যে, আবু হুরাইরার رضي الله عنه কোন ছাত্র এমন একটি বা একাধিক হাদীস বলছেন যা অন্য কোন ছাত্র বলছেন না, সেক্ষেত্রে উপরের নিয়মে পরীক্ষা করেছেন তাঁরা। যদি দেখা যায় যে, উক্ত তাবিয়ী ছাত্র আবু হুরাইরার সাহচর্যে অন্যদের চেয়ে বেশি ছিলেন, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস তিনি সঠিকভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ রাখতেন বলে তুলনামূলক নিরীক্ষা বা (Cross Examine) এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর সততা ও ধার্মিকতা সবাই স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলোকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বা হাসান (সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য) হাদীস হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

আর যদি উপরোক্ত নিরীক্ষায় প্রমাণিত হতো যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে অধিকাংশ হাদীস বা অনেক হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের বর্ণনার সাথে কমবেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে তার বর্ণিত এ অতিরিক্ত হাদীসটিও উপরের নিয়মে দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য বা মিথ্যা হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- **এখানে**

সাধারণত একজন তাবিয়ী একজন সাহাবী থেকেই হাদীস শিখতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক তাবিয়ী চেষ্টা করতেন যথা সম্ভব বেশি সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করতে। এজন্য তাঁরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যে শহরেই কোনো সাহাবী বাস করতেন সেখানেই গমন করতেন। মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে সকল সাহাবীর হাদীস, তাঁদের থেকে সকল তাবিয়ীর হাদীস, তাঁদের থেকে বর্ণিত তাবি-তাবিয়ীগণের হাদীস একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ও বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিগত জীবন, সততা, ধার্মিকতা ইত্যাদির আলোকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করতেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এ ধারা অব্যহত থাকে। একদিকে মুহাদ্দিসগণ সনদ সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কথিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। অপরদিকে বর্ণনাকারীগণের বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৯] আমরা পরবর্তী আলোচনায় ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীসের সনদ আলোচনার সময় এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

খ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পর্যায়

হাদীসের নির্ভরতার পর্যায় নির্ণয় বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের নীতি ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য বৃহদাকার গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন। বিষয়টি আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আলোচ্য বিষয় অনুধাবনের জন্য এ সম্পর্কে সামান্য ধারণা প্রদান প্রয়োজন। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, বিচারকগণের বিচারের পদ্ধতি বুঝতে পারলে আমরা সহজেই হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পর্যায় বুঝতে পারব।

মনে করুন, একজন বিচারক একজন হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি নিরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো সে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এক ব্যক্তিকে

[১৯]. রিজাল ও জারহ-তা'দীল বিষয়ক সকল গ্রন্থেই এ বিষয় বিবরণাদি সংকলিত রয়েছে। বিশেষভাবে দেখুন: মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), কিতাবুত তাময়ীয (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় প্রকাশ ১৯৯০), ইবনু আদী, আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল, ড. মুহাম্মাদ মুসতাফা আ'যামী, মানহাজুন নাকদ ইনদাল মুহাদ্দিসীন (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় প্রকাশ ১৯৯০)।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

খুন করেছে। প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তিনি সম্ভাব্য ৪ প্রকার রায় প্রদান করতে পারেন: ১. মৃত্যুদণ্ড, ২. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৩. কয়েক বছরের কারাদণ্ড বা ৪. বেকসুর খালাস। মোটামুটিভাবে হাদীসের নির্ভরতার ক্ষেত্রেও এ পর্যায়গুলো রয়েছে।

প্রথমত: সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস

যদি বিচারক লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পান যে, উভয় প্রকারে প্রদত্ত সকল সাক্ষ্য হুবহু মিলে যাচ্ছে এবং সাক্ষীগণের সততা ও নির্ভরতার বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হন তাহলে তিনি অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। আর যদি তিনি সকল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে, সে লোকটি খুন করেছে তবে প্রমাণাদির সামান্য ব্যতিক্রমের ফলে তার পরিকল্পিত হত্যার বিষয়ে বিচারকের সন্দেহ হয় তাহলে তিনি তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করবেন।

প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির বিষয়ে যতটুকু নিশ্চয়তা অনুভব করলে একজন বিচারক মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারেন, বর্ণিত হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন বলে অনুরূপভাবে নিশ্চিত হতে পারলে মুহাদ্দিসগণ একে “সহীহ” হাদীস বলে গণ্য করেন। মুহাদ্দিসগণ যখন বর্ণিত হাদীসের লিখিত ও মৌখিক বর্ণনা ও অন্য সকল মুহাদ্দিসের বর্ণনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, সত্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বা কাজটি এভাবেই বলেছেন বা করেছেন তখন সে হাদীসকে “সহীহ” অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস এ মানের নির্ভুল বা সহীহ বলে গণ্য করা হয় তাদের নির্ভরতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (ثقة، ثبت، حجة): নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

যে সকল বর্ণনাকারী বা মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই নির্ভরযোগ্য বলে তাঁদের “সহীহ” গ্রন্থদ্বয়ে গ্রহণ করেছেন তাঁদের বর্ণনা প্রথম পর্যায়ের সহীহ রূপে গণ্য করা হয়। এজন্য কোনো হাদীসের এ পর্যায়ের বিশুদ্ধতা বুঝাতে বলা হয় “হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ”। এছাড়া হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ যে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সকল বর্ণনাকারীকে 'নির্ভরযোগ্য' রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁদের বর্ণনা প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের সহীহ হাদীস বলে গণ্য।

দ্বিতীয়ত: 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য হাদীস

প্রদত্ত সাক্ষ্যসমূহ পরীক্ষা করে বিচারক যদি দেখেন যে, সেগুলোর মধ্যে কিছু বৈপরীত্য রয়েছে তাহলে তিনি বৈপরীত্যের মধ্য থেকে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করবেন। যদি তিনি বুঝতে পারেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ঠিকই হত্যার সাথে জড়িত ছিল, তবে সাক্ষীগণ সঠিকভাবে তার সম্পৃক্ততা বুঝাতে পারেনি। তাদের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা অমিল রয়েছে, যাতে তার অপরাধ পরিপূর্ণ প্রমাণিত হয় না, তবে তাঁর সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়। সাক্ষীগণ ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে "সুপরিকল্পিতভাবে হত্যাকারী" বলে দাবি করছেন। তবে তাদের সাক্ষ্যর বৈপরীত্য থেকে বুঝা যায় যে, সে হত্যায় সম্পৃক্ত ছিল বটে, তবে হঠাৎকরে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তিনি তাকে কয়েক বছরের জেল প্রদান করবেন। প্রমাণাদির মিল-অমিলের মাত্রার উপর নির্ভর করে তিনি প্রদত্ত শাস্তির বা মেয়াদের কমবেশি করবেন।

যে পর্যায়ের প্রমাণাদির ভিত্তিতে একজন বিচারক এভাবে মূল সম্পৃক্ততা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হন হাদীসের বিষয়ে সেই পর্যায়ের নিশ্চয়তা অনুভব করার মত বর্ণনা "হাসান" অর্থাৎ "সুন্দর" বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীসরূপে গণ্য। কোনো হাদীসকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করার অর্থ হলো হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বলেই মোটামুটি ধারণা হয়। তবে বর্ণনাকারী যেহেতু কিছুটা বেখেয়াল ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে সেহেতু বর্ণনার মধ্যে কিছু কমবেশি থাকতে পারে।

যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (صدوق، لا بأس به، شيخ، صالح الحديث) সত্যপরায়ণ, অসুবিধা নেই, চলনসই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

তৃতীয়ত: 'যয়ীফ' বা দুর্বল হাদীস

বিচারক যদি প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেখতে পান যে, সেগুলো পরস্পর বিরোধী ও সাক্ষীগণ অনির্ভরযোগ্য এবং সেগুলো দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ মোটেও প্রমাণিত হয় না তাহলে তিনি অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির অনির্ভরযোগ্যতার কারণ দুই প্রকার হতে পারে: ১. ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে অথবা ২. ভুল করে তাকে অপরাধে সম্পৃক্ত মনে করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অভিযুক্তকে অভিযোগমুক্ত বলে রায় দেন।

যে পর্যায়ের সাক্ষ্য-প্রমাণাদিকে একজন বিচারক অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন সেই পর্যায়ের হাদীসকে “যয়ীফ” অর্থাৎ দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। মুহাদ্দিসগণ যখন বর্ণিত হাদীস ও বর্ণনাকারীর বর্ণিত অন্য সকল হাদীস অন্যান্য “রাবী” বা “হাদীস বর্ণনাকারীর” বর্ণনার সাথে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, বর্ণনাকারীর বর্ণিত এ হাদীসটি ভুল, তিনি ইচ্ছায় বা ভুলক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে এ কথ াটি বলেছেন তখন তাঁরা হাদীসটিকে “যয়ীফ” বলে ঘোষণা দেন। কোনো হাদীসকে “যয়ীফ” বলে গণ্য করার অর্থ হলো এ কথাটি বা কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নি বা করেন নি বলেই প্রমাণিত।

দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারীগণের দুর্বলতা বুঝাতে মহাদ্দিসগণ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন: (ضعيف، ليس بشيء، لا يعرف، منكر الحديث، متروك الحديث، كذاب) দুর্বল, কিছুই নয়, মূল্যহীন, অজ্ঞাত পরিচয়, জঘন্য উলটোপাল্টা হাদীস বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী, ইত্যাদি।

উপরে আমরা দেখেছি যে, সহীহ ও হাসান হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাত্রার কমবেশি হতে পারে। অনুরূপভাবে “যয়ীফ” বা দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার তিনটি সুনির্ধারিত পর্যায় রয়েছে:

১. দুর্বলতার প্রথম পর্যায়: কিছুটা দুর্বল

বর্ণনাকারী ভুল বলেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়, কারণ তিনি যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই ভুল। তবে তিনি ইচ্ছা করে ভুল বলতেন না বলেই প্রমাণিত। এরূপ “যয়ীফ” হাদীস যদি অন্য এক বা একাধিক এ পর্যায়ের “কিছুটা” যয়ীফ সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তা “হাসান” বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলে গণ্য হয়।

২. দুর্বলতার দ্বিতীয় পর্যায়: অত্যন্ত দুর্বল

এরূপ হাদীসের বর্ণনাকারীর সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষা করে যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বর্ণিত সকল বা প্রায় সকল হাদীসই অগণিত ভুলে ভরা, যে ধরনের ভুল সাধারণত অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় এর চেয়েও মারাত্মক ভুল। তার ভুল ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও ভুলের মাত্রা খুব বেশি, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস "পরিত্যক্ত", একেবারেই অগ্রহণযোগ্য বা অত্যন্ত দুবল বলে গণ্য করা হবে। এরূপ দুর্বল হাদীস অনুরূপ অন্য দুর্বল সুত্রে বর্ণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

৩. দুর্বলতার তৃতীয় পর্যায়: বানোয়াট হাদীস

যদি প্রমাণিত হয় যে, কোনো রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) এরূপ দুর্বল হাদীস ইচ্ছাকৃতভাবে বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে সমাজে প্রচার করতেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের সূত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করতেন, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে "মাওদূ" বা বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করা হয়। বানোয়াট হাদীস জঘন্যতম দুর্বল হাদীস।[২০] এ সকল বিষয়ে উদাহরণ ও বিবরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি **'হাদীসের নামে জালিয়াতি'** নামক গ্রন্থে।

গ. হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ে মতভেদ

হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই বিষয়ক আলোচনা শেষ করার আগে এবিষয়ক মতভেদের বিষয়ে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন। কারণ মূল আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখতে পাব। উপরে আমরা হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ে মুহাদ্দিসগণের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনা করেছি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ পদ্ধতি এত সুক্ষ্ম হওয়া সত্বেও এ বিষয়ে মতভেদের কারণ কি? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হলো: এ বিষয়ক মতভেদ অনেকটা বিচারের রায়ে জুরি বা বিচারকগণের মতভেদের ন্যায়। বিষয়টি কিছুটা আলোচনা করা

[২০]. বিস্তারিত দেখুন: হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি.), মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৭) পৃ. ১৪-১৭, ৩৬-৪০, ৫২-৬২, ১১২-১৫১, আল-ইরাকী, আব্দুর রাহীম ইবনু হুসাইন, ফাতহুল মুগীস, পৃ. ৭-৫১, ১৩৮-১৭৮, আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ, পৃ. ২৩-৬৩, ১৩৩-১৫৭, ৪২০-৪২১, ড. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩৩-১২৫, ১৪৪-১৫৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দরকার।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, মূলত হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক নিরীক্ষা হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচারের মূল মাপকাঠি। আর এ কারণেই বর্ণনাকারীর বর্ণনা বিচারে কিছু মতভেদ হয়। এদিক থেকে আমরা হাদীস বর্ণনাকারীগণকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম পর্যায়: পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ

যে সকল রাবীর ব্যক্তি-জীবনের সততা ও ধার্মিকতা প্রমাণিত হয়েছে এবং তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের বর্ণিত সকল বা প্রায় সকল হাদীস সন্দেহাতীতভাবেই বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ সকল বর্ণনাকারী সর্বসম্মতভাবে "নির্ভরযোগ্য" বর্ণনাকারী এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীস "সহীহ" বা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বলে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সাধারণভাবে এ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়: পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ

অপর দিকে যে সকল হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখতে পেয়েছেন যে, তাদের বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলে ভরা তাদেরকে মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে "দুর্বল" বা পরিত্যক্ত হাদীস বর্ণনাকারী বলে গণ্য করেছেন।

তৃতীয় পর্যায়: মতভেদীয় হাদীস বর্ণনাকারীগণ

যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তাদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশকিছু উল্টাপাল্টা ও ভুল বর্ণনা রয়েছে আবার অনেক বিশুদ্ধ বর্ণনাও রয়েছে তাদের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো মতভেদ করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শুদ্ধ ও ভুল বর্ণনার হার ও কারণ নির্ধারণের ভিত্তিতে তাঁরা তাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ে মতভেদ করেছেন। এছাড়া অনেক সময় কোনো কোনো মুহাদ্দিস আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে রায় দিয়েছেন, যা অন্য কোনো মুহাদ্দিস সামগ্রিক তথ্যের উপর

AS-SUNNAH TRUST

নির্ভর করে বাতিল করেছেন। যেমন একজন বর্ণনাকারীর কিছু হাদীস বিশুদ্ধ বা ভুল দেখে একজন মুহাদ্দিস তাকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। অন্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্য বিধান প্রদান করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ সকল মতভেদ হাদীসের মান নির্ধারণে তেমন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণের মতামত পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ পর্যালোচনা করেছেন এবং মতামত প্রদানকারীগণের বিভিন্ন মতামতের ভারসাম্য, বিচক্ষণতা, গভীরতা ইত্যাদির ভিত্তিতে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা নির্ণয় করেছেন।[২১]

ঘ. হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ

এ গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্যতা বা অনির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন ইমাম ও আলেমের মতামত আলোচনা করতে হবে। এজন্য এ বিষয়ে কিছু ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাদীস হুবহু মুখস্থ রাখতে ও অন্যদের নিকট প্রচার করতে ও শিক্ষা দিতে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই সাহাবীগণ তাঁর মুখের বাণী লিখে সংকলিত করতে চাইতেন। তবে তিনি সাধারণত কুরআন কারীম লিখতে ও মুখস্থ করতে এবং তাঁর বাণী শুধু মুখস্থ করতে উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে প্রায় ২০/২৫ বছর যাবৎ সাহাবীগণই মূলত হাদীস বলতেন। সাধারণত সাহাবীগণ পরস্পরে বা সাহাবীগণ তাঁদের ছাত্র "তাবিয়ীগণকে" হাদীস শুনাতেন।

তাবিয়ীগণ তা লিখে রাখতেন, মুখস্থ করতেন ও শিক্ষা দান করতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর থেকে পরবর্তী প্রায় ৪০০ বছর মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানচর্চার অন্যতম বিষয় ছিল "হাদীস"। হাজার হাজার মুসলিম শিক্ষার্থী মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র হাদীস শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রদান ও সংকলন করেছেন। উপরের আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে

[২১]. আল-ইরাকী, আব্দুর রাহীম ইবনু হুসাইন, ফাতহুল মুগীস, পৃ. ১৫১-১৭০, আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ, পৃ. ১৩৮, আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আরবাউ রাসাইল ফী উলুমিল হাদীস (হালাব, সিরিয়া, মাকতাবুল মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯০), পৃ. ১৯-৮০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আলোকপাত করেছি।

হাদীস শিক্ষার্থীগণ ছিলেন দুই প্রকারের। অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজ এলাকার বা অন্য কিছু এলাকার হাদীস বর্ণনাকারীগণ থেকে হাদীস শিক্ষা করতেন, লিখে নিতেন, মুখস্থ করতেন এবং সেগুলো অন্যদের শিক্ষা দিতেন। এরা সাধারণভাবে "রাবী" বা "হাদীস বর্ণনাকারী" বলে পরিচিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীগণ ছিলেন বিচারক পণ্ডিত। তাঁরা তাঁদের যুগে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি গ্রাম ও শহর পরিভ্রমণ করে সকল "রাবী" বা হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত সকল হাদীস শুনতেন, লিখতেন, একত্রিত করতেন এবং উপরের পদ্ধতিতে তুলনামূলক নিরীক্ষা (Cross Examine) করে বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্যতা ও বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করতেন। এ সকল তথ্যাদি তাঁরা তৎকালীন শিক্ষার্থীগণকে শেখাতেন ও গ্রন্থাকারে সংকলিত করতেন। এ সকল বিচারক পণ্ডিত বা হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হয় হাদীসের নির্ভরতা যাচাইয়ের জন্য।

প্রথম হিজরী শতকের প্রথমার্ধে, সাহাবীগণের জীবদ্দশায়, যখন অনেক তাবিয়ী হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন, তখন থেকেই অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ক কিছু মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তবে দ্বিতীয় হিজরী শতকে যখন হাদীস শিক্ষার্থী ও বর্ণনাকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় তখন এ বিষয়ে বর্ণনাকারীগণের ভুলভ্রান্তি বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যার পরিমাণও বাড়তে থাকে। সাথে সাথে বিচারক ইমামগণের প্রচেষ্টাও বৃদ্ধি পায়। এখানে আমি এ জাতীয় বিচারক ইমামগণের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। তাঁদের নামের সাথে পরিচয় আমাদেরকে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সাহায্য করবে।

১. শা'বী: আবু আমর আমির ইবনু শারাহীল, কূফী (মৃ. ১০৩ হি.)
২. ইবনু সীরীন: আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, বাসরী (১১০ হি.)
৩. আবু হানীফা: নু'মান ইবনু সাবিত, কূফী (১৫০ হি.)
৪. আউযা'য়ী: আবু আমর আব্দুর রাহমান ইবনু আমর, শামী (১৫৭ হি.)
৫. শু'বা: আবু বিসতাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, ওয়াসিতী, বাসরী (১৬০

হি.)

৬. লাইস ইবনু সা'দ, মিসরী (১৭৫ হি.)
৭. সাওরী: সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী, কূফী (১৬১ হি.)
৮. মালিক ইবনু আনাস, আবু আব্দুল্লাহ, মাদানী (১৭৯ হি.)
৯. ইবনুল মুবারাক: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, মারওয়াযী (১৮১ হি.)
১০. কাত্তান: ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান, আবু সাঈদ, বাসরী (১৯৮ হি.)
১১. ইবনু মাহদী: আবু সাঈদ আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী, বাসরী (১৯৮ হি.)
১২. শাফি'য়ী: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২০৪ হি.)
১৩. আবু মুসহির: আব্দুল আ'লা ইবনু মুসহির, গাসসানী, শামী (২১৮ হি.)
১৪. মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আবু আব্দুল্লাহ, বাসরী, বাগদাদী (২৩০ হি.)
১৫. ইবনু মাঈন: ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবু যাকারিয়া, বাগদাদী (২৩৩ হি.)
১৬. ইবনুল মাদীনী: আলী ইবনু আব্দুল্লাহ মাদীনী, বাসরী (২৩৪ হি.)
১৭. আহমদ ইবনু হাম্বাল, আবু আব্দুল্লাহ, বাগদাদী (২৪১ হি.)
১৮. দুহাইম: আবু সাঈদ আব্দুর রাহমান ইবনু ইবরাহীম দিমাশকী (২৪৫ হি.)
১৯. আহমাদ ইবনু সালিহ তাবারী, আবু জা'ফার, মিসরী (২৪৮ হি.)
২০. ফাল্লাস: আমর ইবনু আলী ইবনু বাহর, আবু হাফস, বাসরী (২৪৯ হি.)
২১. বুখারী: মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ (২৫৬ হি.)
২২. জূযজানী: আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ইয়াকূব, শামী (২৫৯ হি.)
২৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশাইরী নাইসাপূরী (২৬১ হি.)
২৪. ইজলী: আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ আল-ইজলী, কূফী (২৬১ হি.)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

২৫. ইয়াকূব ইবনু শাইবা ইবনুস সালত, বাসরী বাগদাদী (২৬২ হি.)
২৬. আবু যুর'আ রাযী: উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল কারীম (২৬৪ হি.)
২৭. আবু দাউদ: সুলাইমান ইবনুল আশ'আস সিজিসতানী (২৭৫ হি.)
২৮. আবু হাতিম রাযী: মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২৭৭ হি.)
২৯. ইয়াকূব ইবনু সুফিয়ান ইবনু জোয়ান, আবু ইউসূফ ফাসাবী (২৭৭ হি.)
৩০. তিরমিযী: আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি.)
৩১. নাসাঈ: আবু আব্দুর রাহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি.)
৩২. সাজী: যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া, বাসরী (৩০৭ হি.)
৩৩. ইবনু খুযাইমা: আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি.)
৩৪. তাবারী: আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১১ হি.)
৩৫. ইবনু আবী হাতিম: আব্দুর রাহমান ইবনু আবী হাতিম রাযী (৩২৭ হি.)
৩৬. ইবনু ইউনূস: আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু ইউনুস মিসরী (৩৪৭ হি.)
৩৭. ইবনু হিব্বান: আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতী (৩৫৪ হি.)
৩৮. ইবনু আদী: আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আদী জুরজানী (৩৬৫ হি.)
৩৯. হাকিম কাবীর: আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ নিসাপূরী (৩৭৮ হি.)
৪০. দারাকুতনী: আবুল হাসান আলী ইবনু উমার, বাগদাদী (৩৮৫ হি.)
৪১. হাকিম নাইসাপূরী: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি.)
৪২. আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ, আবু মুহাম্মাদ, মিসরী (৪০৯ হি.)
৪৩. ইবনু হাযম: আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬ হি.)
৪৪. বাইহাকী, আবু বাকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি.)
৪৫. ইবনু আব্দিল বার্র: আবু উমার ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ কুরতুবী

AS-SUNNAH TRUST

(৪৬৩ হি.)

৪৬. জূযকানী: আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনু ইবরাহীম (৫৪৩ হি.)

৪৭. ইবনুল জাউযী: আবুল ফারাজ আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৫৯৭ হি.)

৪৮. ইবনুল কাত্তান: আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ মাগরিবী (৬২৮ হি.)

৪৯. যাহাবী: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি.)

৫০. ইবনু হাজার আসকালানী: আবুল ফাদল আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি.)

হাদীস শাস্ত্রের এ সকল ইমাম ও অন্যান্য ইমাম সকল প্রচলিত হাদীস সনদ সহ সংকলিত করে, বর্ণনাকারী সকল "রাবী"-র জীবনী সংগ্রহ করে এবং তাঁদের বর্ণিত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বা দুর্বলতার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন।[২২] আমরা পরবর্তী আলোচনায় তাঁদের বিভিন্ন মতামত দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

আশা করি, উপরের আলোচনা থেকে আমরা হাদীসের পরিচয়, প্রকারভেদ, গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি, গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় ও এ বিষয়ক মতভেদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গ্রহণ করতে পেরেছি। এ ধারণা আমাদেরকে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। এখন আমরা সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীস সমূহ উল্লেখ করব এবং উপরের মূলনীতি সমূহের আলোকে সেগুলোর সনদ ও নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মহান আল্লাহর কাছে সকাতরে তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

[২২]. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আরবাউ রাসাইল ফী উলূমিল হাদীস, পৃ. ১৭১-২২৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সূচিপত্র

দ্বিতীয় পর্ব
সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীস

মহান আল্লাহ রামাদানের সিয়াম পালনের নির্দেশ দানের পর বলেন:

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"আর যেন তোমরা (রামাদানের সিয়ামের) সংখ্যা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর তাকবীর ঘোষণা কর, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং আশা করা যায় যে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।"[২৩]

আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু ঈদের দিনগুলোতে ও ঈদের সালাতে বিশেষভাবে তাকবীর বলতেন। মুসলিম উম্মাহ একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু ঈদের সালাতের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত তাকবীর বলতেন, যা তিনি অন্য কোনো সালাতে বলতেন না। তবে তিনি ঈদের সালাতে কতগুলো অতিরিক্ত তাকবীর প্রদান করতেন এবং কখন সে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতেন তা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের কারণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো বিভিন্ন প্রকারের এবং বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। অনুরূপভাবে সাহাবীগণের কর্মও ছিল বিভিন্ন রকম। তাঁদের থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী (১২৫০ হি.) এ বিষয়ে ১০ টি মতামত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি মত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত:

প্রথম মত: ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১২। প্রথম

[২৩]. সূরা বাকারা ২/১৮৫।

রাক‘আতে সুরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৭ টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৫টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। এ মতটি ইমাম শাফিয়ী ও অন্য কতিপয় ফকীহ গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১১। প্রথম রাক‘আতে সুরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৬ টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৫টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। এ মতটি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ইমাম মালিক ও অন্য কতিপয় ফকীহ গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় মত: ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ৬ টি। প্রথম রাক‘আতে সুরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ৩ টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠের পরে রুকুতে গমনের পূর্বে ৩ টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। এ মতটি ইমাম আবু হানীফা ও অন্য কতিপয় ফকীহ গ্রহণ করেছেন।[২৪]

প্রথম ও দ্বিতীয় মতের অনুসারীগণ একই হাদীস দ্বারা নিজেদের মতের প্রমাণ প্রদান করেন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কোনো কোনো সাহাবী ঈদের নামাযে ১২ তাকবীর প্রদান করেছেন। এ সকল হাদীস দ্বারা তাঁরা নিজেদের মত প্রমাণ করেন। তবে প্রথম মতের অনুসারীগণ উক্ত ১২ টি তাকবীরই অতিরিক্ত বলে মনে করেন। দ্বিতীয় মতের অনুসারীগণ বলেন যে, তাকবীরে তাহরীমা বা সালাতের প্রথম তাকবীরসহ ১২ তাকবীর বুঝানো হয়েছে। তাহলে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ১১ টি।

৩য় মতের অনুসারীগণ তাঁদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে কিছু হাদীস উল্লেখ করেন, যেগুলোতে ৪ তাকবীর, ৮ তাকবীর বা ৯ তাকবীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, ৪ তাঁকবীর বলতে প্রতি রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ ৪ তাকবীর, ৮ তাকবীর বলতে প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে রুকুর তাকবীর ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর বুঝানো হয়েছে। আর ৯ তাকবীর বলতে প্রথম রাক‘আতের রুকুর তাকবীরসহ উক্ত আট

[২৪]. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, নাইলুল আউতার (বৈরুত, লেবানন, দারুল জীল, ১৯৭৩ খ) ৩/৩৬৭-৩৬৮।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাকবীরকে বুঝানো হয়েছে।

বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে ঈদের তাকবীর বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্ক সংঘঠিত হচ্ছে। এমনিক অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মুসলিম সমাজে বিভক্তি, দলাদলি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এজন্য আমি হাদীসের আলোকে বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম। এখানে কোনো বিশেষ মতের সমর্থন বা বিরোধিতা করা আমরা উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ক হাদীসগুলোর সনদ ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সহীহ, হাসান ও যয়ীফ বা নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হাদীস নির্ধারণ করা।

প্রথমত: ১৩ তাকবীরের হাদীসসমূহ

ক. মারফূ' হাদীস

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা শিক্ষা হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে "মারফূ" হাদীস বলা হয়। আর কোনো সাহাবীর কথা, কর্ম বা শিক্ষা হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে মাউকূফ হাদীস বলা হয়। সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে উভয় প্রকারের হাদীসই আমরা আলোচনা করব। ১৩ তাকবীরের বিষয়ে একটি মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর কর্মের কথাও বলা হয়েছে। হাদীসটি তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যমত মুহাদ্দিস আবু বকর আহমদ ইবনু আমর আল-বাযযার (২৯২ হি.) তাঁর "মুসনাদ" গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا زُرَيْقُ بْنُ السَّخْتِ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ الْبَجَلِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ [عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه]، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُخْرَجُ لَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَيْهَا وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَرِضْوَانُهُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ.

"আমাদেরকে যুরাইক ইবনুস সাখত বলেন, আমাদেরকে শাবাবাহ ইবনু সিওয়ার বলেন, আমাদেরকে হাসান বাজালী বলেন, সা'দ ইবন ইবরাহীম বলেন, হুমাইদ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ বলেন, তাঁর

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পিতা আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ ﷺ বলেন: "দু ঈদের সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মাঝারী আকারের বলমাকৃতির লাঠি নিয়ে রাখা হতো। তিনি লাঠিটিকে সামনে (সুতরা বা আড়াল হিসাবে) রেখে সালাত আদায় করতেন। তিনি ১৩ টি তাকবীর প্রদান করতেন। আবু বকর ﷺ ও উমারও ﷺ অনুরূপ করতেন।"

বাযযার হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَالْحَسَنُ الْبَجَلِيُّ هَذَا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ سَكَتَ النَّاسُ عَنْ حَدِيثِهِ ، وَأَحْسَبُهُ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ.

"আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ থেকে এ হাদীসটি আমাদের জানা মতে শুধুমাত্র এ একটি সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয়নি। (এ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী) হাসান বাজালীর হাদীস মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ হাসান বাজালী আমার মতে হাসান ইবনু উমারাহ।"[২৫]

এভাবে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখলেন যে, আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ, তাঁর পুত্র হুমাইদ এবং তাঁর ছাত্র সা'দ ইবনু ইবরাহীম প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এ সকল মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণের অগণিত ছাত্রদের কেউই এ হাদীসটি তাঁদের থেকে বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র "হাসান বাজালী" নামক বর্ণনাকারী দাবি করেছেন যে, তিনি এ হাদীসটি সা'দ ইবনু ইবরাহীমের নিকট থেকে শুনেছেন। হাসান ইবনু উমারাহ (মৃ. ১৫৩ হি.) একজন ফকীহ ও কুফার কাযী ছিলেন। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর বর্ণিত প্রায় সকল হাদীসই ভুল ও উল্টোপাল্টা। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ততা ও ভুলের পরিমাণ ও মাত্রা এত বেশি যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস মনে করেন, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই মিথ্যা ও উল্টোপাল্টা হাদীস বর্ণনা করতেন। সর্বাবস্থায় সকল মুহাদ্দিস একমত যে, যে হাদীস হাসান ইবনু উমারাহ ছাড়া অন্য

[২৫]. বাযযার, আল-মুসনাদ (বৈরুত, লেবানন, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মুআসসাসাতু উলুমিল কুরআন, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.) ৩/২৩৪-২৩৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কোনো মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নি সে হাদীস অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট বলে গণ্য হবে।[২৬] এজন্য মুহাদ্দিসগণ ১৩ তাকবীরের এ হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[২৭]

খ. মাউকূফ হাদীস

মাউকূফ হাদীস বা সাহাবীগণের কর্ম মুসলিম উম্মাহর অন্যতম পাথেয় ও ইসলামের বিধিবিধান বুঝার জন্য অন্যতম মাধ্যম ও প্রমাণ। বিশেষত যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্ম বিষয়ক সুস্পষ্ট বা নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না সে বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ সর্বদা সাহাবীগণের কর্মের ও মতামতের উপর নির্ভর করেন। কারণ সাহাবীগণ সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকেছেন, তাঁর কর্ম, কথা, আচরণ ও মতামতকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এজন্য কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও অস্পষ্টতা দূরীকরণে তাঁদের মতামতই একমাত্র অবলম্বন। এজন্য মুহাদ্দিসগণ সাহাবীগণের কর্ম ও কথাকে হাদীস হিসাবে গণ্য করেছেন এবং হাদীসের গ্রন্থসমূহে সেগুলো সংকলন করেছেন।[২৮]

সালাতুল ঈদের ১৩ তাকবীর বিষয়ে একটি মাউকূফ হাদীস এখানে উল্লেখ করছি। আরো কিছু বর্ণনা আমরা ১২ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীসগুলো আলোচনায় দেখব, ইনশা আল্লাহ। তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনু আবী শাইবা (২৩৫ হি.) তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বলেন:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَسِتًّا فِي الْآخِرَةِ.

[২৬]. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮হি.), মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫) ২/২৬৫-২৬৭।

[২৭]. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২) ২/২০৪, শাওকানী, নাইলুল আউতার ৩/৩৬৭।

[২৮]. সাহাবীগণের কর্ম ও মতামতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ, সাহাবীগণের মতামত ও পরবর্তী ইমাম ও ফকীহগণের মত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: লেখকের অন্য বই: এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২য় সংস্করণ, ২০০৩), পৃ. ৪৬-৪৭, ৬২-৬৫, ৬৮-৭৭।

“আমাদেরকে হুশাইম ও আব্দুল মালেক বলেছেন, আতা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে যে, তিনি (ইবনু আব্বাস) ১৩ টি তাকবীর প্রদান করতেন। ইবনু আবী শাইবা আরো বলেন: আমাদেরকে ওকী’ বলেছেন, ইবনু জুরাইজ থেকে, তিনি আ’তা থেকে, যে ইবনু আব্বাস ঈদের সালাতে ১৩ তাকবীর প্রদান করতেন: প্রথম রাক‘আতে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ৬ তাকবীর।”[২৯]

এ হাদীসটির (মূলত দু’টি হাদীস) সনদ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। অর্থাৎ এ হাদীসটি “মুত্তাফাক আলাইহি” হাদীসের মত সহীহ। কারণ এ হাদীসের বর্ণনাকারী সকল “রাবী”-র হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বা ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন।

আতা ইবনু আবী রাবাহ, আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয় ইবনু জুরাইজ, হুশাইম ইবনু বাশীর এ তিনজনই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁদের বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই গ্রহণ করেছেন। আর আব্দুল মালিক ইবনু আবী সুলাইমান ও হাজ্জাজ ইবনু আরতাআ উভয়েই গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁদের বর্ণনা ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন।[৩০]

আমরা দেখছি, উপরের মারফূ’ দুর্বল ও মাউকূফ হাদীসটি সহীহ। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে তাঁরা সালাতুল ঈদের তাকবীর বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় পঠিত বা উচ্চারিত সকল তাকবীর বুঝাতেন। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈদের তাকবীর বলতে তাকবীরে তাহরীমা ও দু রাক‘আতের রুকুর জন্য দু তাকবীরসহ সংখ্যা গণনা করা হতো। অনেকে একত্রে পঠিত তাকবীরগুলো গণনা করে সংখ্যা বলতেন। এজন্য এ দু’টি হাদীসের ১৩ তাকবীর বলতে তাকবীরে তাহরীমা ও ১ম ও ২য় রাক‘আতের রুকুর তাকবীরসহ ১৩ তাকবীর হতে পারে। আবার তাকবীরে তাহরীমাসহ

[২৯]. ইবনু আবী শাইবা (২৩৫ হি.), আল-মুসান্নাফ (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.) ১/৪৯৪, হারিস ইবনু আবী উসামাহ, আল-মুসনাদ, যাওয়াইদুল হাইসামী (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মারকায খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.) ১/৩২৫।

[৩০]. ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) তাকরীবুত তাহযীব (হালাব, সিরিয়া, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬) পৃ. ৩৯১, ৩৬৩, ১৫২, ৫৭৪, ৫৮১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

১৩ তাকবীর হতে পারে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ১২, ১১ বা ১০ টি। আমরা পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয়ত: ১২ তাকবীরের হাদীসসমূহ

সালাতুল ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা প্রথমে এ বিষয়ক মারফূ' বা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলো এবং এরপর মাউকূফ বা সাহাবীগণের কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলো আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

ক. মারফূ' হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাতে ১২ তাকবীর প্রদান করেছেন এ মর্মে ৬টি সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ১. ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما, ২. আম্মার ইবনু সা'দ, ৩. আমর ইবনু আউফ رضي الله عنه, ৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنهما, ৫. আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে এবং ৬. ইবনু লাহী'য়াহ নামক মিশরীয় মুহাদ্দিস বর্ণিত এ বিষয়ক হাদীস। আমরা পৃথকভাবে সকল হাদীসের সনদ আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর তাওফীকই আমাদের একমাত্র ভরসা।

১. ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০ হি.) তাঁর "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَرْمَطِيُّ ثَنَا عَمِّيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَدَوِيُّ ثَنَا عُمَرُبْنُ حُمَيْدٍ الدِّيْنَوَرِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَم عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ فِيْ الأُوْلَى سَبْعاً وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْساً وَكَانَ يَذْهَبُ فِيْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى.

"আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ কারমাতী বলেন আমার

চাচা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান আদাবী বলেন, আমাদেরকে উমার ইবনু হুমাইদ দিনাওয়ারী বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইবনু আরকাম বলেছেন, তিনি ইবনু শিহাব যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদে ১২ বার তাকবীর প্রদান করতেন। প্রথম রাক'আতে ৭ বার এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ বার। আর তিনি এক পথে গমন করতেন এবং অন্য পথে ফিরে আসতেন।"[৩১]

অষ্টম-নবম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর হাইসামী (৮০৭ হি.) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: "হাদীসের সনদে সুলাইমান ইবনু আরকাম নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি দুর্বল।"[৩২]

সুলাইমান নামক এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণিত সকল হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীগণের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম বুখারী শুধুমাত্র সে ব্যক্তিকেই "পরিত্যক্ত" বলে উল্লেখ করেন যাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে প্রমাণ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: তার থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করবে না। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন: এ ব্যক্তি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু দাউদ ও দারাকুতনী বলেন: পরিত্যক্ত। এভাবে অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে এ ব্যক্তিকে অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ও পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যে হাদীস শুধুমাত্র এরূপ কোনো পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, সে হাদীস একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বলে গণ্য করা হয়। এজন্য এ হাদীসটি আমাদের কোনোই কাজে লাগছে না।[৩৩]

২. সা'দ ইবনু আইয আল-কুরয رضي الله عنه-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ (২৭৫ হি.) বলেন:

[৩১]. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৫০হি.) আল-মু'জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫) ১০/২৯৪।

[৩২]. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২০৪।

[৩৩]. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৩/২৭৯-২৮০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. ورواه الدارمي فقال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا وَفِي الأُخْرَى خَمْسًا

"আমাদেরকে হিশাম ইবনু আম্মার বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু সা'দ ইবনু আম্মার বলেছেন, আমার পিতা (সা'দ) তাঁর পিতা (আম্মার) থেকে তাঁর দাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন সা'দ (ইবনু আইয আল-কুরয) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাক'আতে কিরাআতের (কুরআন পাঠের) পূর্বে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর বলতেন।"

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান দারিমী (২৫৫ হি.) এ হাদীসটি তাঁর সুনান গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন: "আমাদেরকে আহমদ ইবনুল হাজ্জাজ বলেছেন, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু সা'দ ইবনু আম্মার থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু ঈদে প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর বলতেন।" হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ সনদে সংকলিত করেছন।[৩৪]

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু বকর আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮ হি.) হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا <u>عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ</u>

[৩৪]. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ১/৪০৭, দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি.) আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ ১৪০৭ হি.) ১/৪৭৫, দারাকুতনী, আলী ইবনু উমার (৩৮৫ হি.) আস-সুনান (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৬) ২/৪৭।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِبْنِ سَعْدٍ وَعُمَرُبْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r كَبَّرَفِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، وَكَانَ يُكَبِّرُقَبْلَ الْقِرَاءَةِ

"ইবরাহীম ইবনুল মুনযির বলেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু সা'দ আল-মুআযযিন বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার ইবনু সা'দ এবং উমার ইবনু হাফস ইবনু উমার ইবনু সা'দ তাঁদের পিতাগণ থেকে তাঁদের পিতামহগণ থেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর বলতেন। তিনি কিরাআতের পূর্বে তাকবীর বলতেন।"[৩৫]

এ হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় একে "মুদতারিব" অর্থাৎ "অসংলগ্ন" বা "বিক্ষিপ্ত" হাদীস বলা হয়। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আব্দুর রাহমান ইবনু সা'দ। তিনি একেক জনের কাছে একেকভাবে হাদীসটি বলেছেন। একবার তিনি বলছেন যে, তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আরেকবার তিনি বলছেন যে, তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার তাকে হাদীসটি বলেছেন। অন্য ব্যক্তির কাছে তিনি বলছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ও উমার থেকে তাঁদের পিতা-দাদাগণের মাধ্যমে হাদীসটি জেনেছেন। এথেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেননি।

অপরদিকে মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আব্দুর রাহমান ইবনু সা'দ দুর্বল বর্ণনাকারী। তার বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে মারাত্মক ভুল ও বিক্ষিপ্ততা রয়েছে।

প্রথম সূত্রে তিনি হাদীসটি তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী। ইবনু কাত্তান বলেন: তাঁর ও তাঁর পিতার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ থেকে তার পিতা থেকে ও উমার ইবনু হাফস থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এরা সকলেই মুহাদ্দিসগণের বিচারে

[৩৫]. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪) ৩/২৮৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: এরা সকলেই একেবারে অগ্রহণযোগ্য।[৩৬] তাদের পিতা পিতামহগণ তো অজ্ঞাত পরিচয়।

ইমাম ইবনু মাজাহর সুনানে সংকলিত হাদীস সমূহের আলোচনাকারী নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু আবী বকর আল-বুসীরী (৮৪০ হি.) বলেন: এ হাদীসের সনদ দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ দুর্বল। তাঁর পিতার অবস্থা জানা যায় না।[৩৭]

ইমাম বাইহাকী হাদীসটি অন্য একটি সনদে বর্ণনা করেছেন, যে সনদে আব্দুর রাহমান ইবনু সাদের উল্লেখ নেই। তিনি বলেন:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَبْنِ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ أَنَّ أَبَاهُ وَعُمُومَتَهُ أَخْبَرُوهُ عَنْ أَبِيهِمْ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ: أَنَّ السُّنَّةَ فِى صَلاَةِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

"আমাদেরকে আবুল হুসাইন ইবনুল ফাদল আল-কাত্তান বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর বলেন, আমাদেরকে ইয়াকূব ইবনু সুফিয়ান বলেন, আমাকে হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ বলেন, আমাদেরকে বাকিয়্যাহ, যুবাইদী থেকে, তিনি যুহরী থেকে তিনি হাফস ইবনু উমার ইবনু সা'দ ইবনু কুরয থেকে, তিনি বলেছেন যে, তাঁর পিতা ও চাচারা তাঁকে বলেছেন, তাঁদের পিতা সা'দ ইবনু কুরয বলেছেন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সুন্নাত হলো ইমাম প্রথম রাক'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলবেন।"[৩৮]

---

[৩৬]. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু উমার (৩২২ হি.) আদ-দু'আফা আল-কাবীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪) ২/৩০০, যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৪/১৮২-১৮৩, ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩৪১, ২২২, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪) ৬/১৬৬, ৩/৪১৫।

[৩৭]. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি.), যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৯১।

[৩৮]. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৮৭।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ সনদটিও একাধিক কারণে দুর্বল। **প্রথমত:** এ সনদের বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালিদ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তবে তিনি অত্যন্ত মারাত্মক ও আপত্তিজনকভাবে "তাদলিস" করতেন। অর্থাৎ তিনি যদি কোনো হাদীস কোনো দুর্বল বা মিথ্যাবাদী রাবী থেকে শুনতেন তবে সনদে তার নাম উল্লেখ না করে তার উস্তাদের নাম উল্লেখ করতেন। তিনি এক্ষেত্রে বলতেন না যে "আমাকে তিনি বলেছেন" বা "আমি তার থেকে শুনেছি"। বরং তিনি বলতেন: অমুক থেকে। আবু মুসহির বলেন: বাকিয়্যাহর হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও অপবিত্র। কাজেই তার হাদীস থেকে সাবধান! ইবনু হিব্বান বলেন: তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তিনি শু'বা ইবনু হাজ্জাজ, মালিক ইবনু আনাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে কিছু বিশুদ্ধ হাদীস শুনেন ও লিখেন। পরবর্তী সময়ে অনেক মিথ্যাবাদী ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাঁকে এ সকল প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নামে আরো কিছু হাদীস বলেন। তিনি এ সকল মিথ্যাবাদী ব্যক্তিদের বর্ণনাকৃত হাদীস বর্ণনার সময় এদের নাম বলতেন না। বরং শু'বা, মালিক প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামে "তাদলীস" করে চালিয়ে দিতেন। কাজেই তাঁর বর্ণিত কোনো হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

ইবনু হাজার আসকালানী বাকিয়্যাহ সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তবে তিনি খুবই তাদলীস করতেন। অর্থাৎ তার উস্তাদ অনির্ভরযোগ্য বা দুর্বল বর্ণনাকারী হলে তার নাম না উল্লেখ করে তার উস্তাদের নাম বলে "তাদলীস" করতেন।[৩৯]

এ হাদীসটিও তাদলীসের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি বলেন নি যে, আমাকে যুবাইদী বলেছেন। বরং তিনি বলেছেন: যুবাইদী থেকে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুবাইদী ও তাঁর মাঝে অন্য একব্যক্তি রয়েছেন, যিনি দুর্বল বলে তার নাম উল্লেখ করেন না। মুহাদ্দিসগণের বিচারে এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত: হাদীসটির পরবর্তী বর্ণনাকারী হাফস ইবনু উমার ইবনু সা'দ আল-কুরয। তিনি তাঁর পিতা ও "চাচাগণ" থেকে হাদীসটি

[৩৯]. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ২/৪৫-৪৬, ইবনুল জাউযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি.), আদ-দুআফা ওয়াল মাতরূকীন (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.)১/১৪৬, ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১২৬।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- **এখানে**

বলেছেন। “চাচাগণ” অজ্ঞাত। হাফস ও তাঁর পিতা অজ্ঞাত পরিচয়। এদেরকে কোনো মুহাদ্দিস “নির্ভরযোগ্য” বলে উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র পরবর্তী যুগে ইবনু হিব্বান আল-বুসতী (৩৫৪ হি.) অজ্ঞাত পরিচয়দের “নির্ভরযোগ্য” গণ্য করার নিয়মে এদেরকে উল্লেখ করেছেন।[৪০]

৩. আমর ইবনু আউফ আল মুযানী ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী (২৭৯ হি.) বলেন:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

“আমাদেরকে মুসলিম ইবনু আমর আবু আমর আল-হাযযা মাদানী বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি’ আস-সাইগ বলেন, তিনি কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে তাঁর পিতা থেকে তার দাদা (আমর ইবনু আউফ) থেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু ঈদে প্রথম রাক‘আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলেছেন।” ইমাম ইবনু মাজাহও একই সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন।[৪১]

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বলেন:

حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ... سَأَلْتُ مُحَمَّداً يَعْنِيْ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَيْسَ فِيْ هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا، وَبِهِ أَقُوْلُ.

“কাসীরের দাদার হাদীসটি হাসান (গ্রহণযোগ্য)। এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।

[৪০]. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ২/৩৬৪, ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি.), আস-সিকাত (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫ হি.) ৪/১৫৩, যাহাবী, মীযানুল ই‘তিদাল ২/৩২২, ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১৭২, ৪১৩, তাহযীবুত তাহযীব ২/৩৫০, ৭/৩৯৬।

[৪১]. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী) ২/৪১৬, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৪০৭।

AS-SUNNAH TRUST
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তিরমিযী আরো বলেন: আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন: এ বিষয়ে (ঈদের সালাতের তাকবীরের সংখ্যা বর্ণনায়) এর চেয়ে সহীহ কোনো বর্ণনা আর নেই। আমারও এ মত।"[৪২]

এভাবে ইমাম তিরিমিযী এ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এ বিষয়ে এটিই হলো সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হাদীস। ইমাম বুখারীর কথাতেও এ মত বুঝা যায়।

মুহাদ্দিসগণ তিরমিযীর এ মতের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। কারণ, মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহকে অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী বলে গণ্য করেছেন। উপরন্তু অনেকেই তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: সে অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারেই অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: সে দুর্বল। ইমাম আবু দাউদ বলেন: লোকটি জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম শাফিয়ী বলেন: সে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদীদের একজন। ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন: সে পরিত্যক্ত, অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: সে তার পিতা থেকে দাদা থেকে একটি মিথ্যা হাদীসের পুস্তিকা বর্ণনা করেছে। কোনো গ্রন্থে শুধুমাত্র সমালোচনার প্রয়োজন ছাড়া সে সকল হাদীস উল্লেখ করাও জায়েয নয়। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন: এ ব্যক্তি যে দুর্বল সে বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য হয়েছে।[৪৩]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে হাদীস শুধুমাত্র এরূপ দুর্বল ও মিথ্যা হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, সে হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট বানোয়াট ও বাতিল বলে গণ্য। একে গ্রহণযোগ্য বা হাসান বলা একেবারেই অবান্তর। ইমাম তিরমিযী হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ঢিলেমি করেছেন এটি তার একটি উদাহরণ। আবুল খাত্তাব উমার ইবনু হাসান ইবনু দাহিয়া (৬৩৩ হি.) বলেন:

«وَكَمْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ فِيْ كِتَابِهِ مِنْ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةٍ وَأَسَانِيْدَ وَاهِيَةٍ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيْثُ»

[৪২]. তিরমিযী, আস-সুনান ২/৪১৬, আবু তালিব কাযী, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, লেবানন, আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯) পৃ. ৯৩-৯৪।

[৪৩]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩৭৭, তাকরীবুত তাহযীব ৪৬০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

"ইমাম তিরমিযী তাঁর গ্রন্থে কত যে মাউযূ বা বানোয়াট ও অত্যন্ত দুর্বল সনদকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন এর ইয়াত্তা নেই! এ হাদীসটিও সেগুলোর একটি।"[৪৪]

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস

৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আলী ইবনু উমার দারাকুতনী (৩৮৫ হি.) তাঁর সুনান গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ.

"আমাদেরকে উসমান ইবনু আহমদ দাক্কাক বলেছেন, আমাদেরকে আহমদ ইবনু আলী খাযযায বলেছেন, আমাদেরকে সা'দ ইবনু আব্দুল হামীদ বলেছেন, আমাদেরকে ফারাজ ইবনু ফাদালাহ বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি নাফি' থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুই ঈদের তাকবীর হলো প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর।"[৪৫]

এ হাদীসটি তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস হারিস ইবনু আবী উসামা (২৮২ হি.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُفِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ

"আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু আউন বলেছেন, আমাদেরকে ফারাজ ইবনু ফাদালাহ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমির আসলামী থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাতে প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫

[৪৪]. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (৭৬২ হি.), নাসবুর বাইয়াহ (কাইরো, মিশর, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি.) ২/২১৭-২১৮।

[৪৫]. দারাকুতনী, আস-সুনান ২/৪৮।

AS-SUNNAH TRUST
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাকবীর বলতেন।”[৪৬]

এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ফারাজ ইবনু ফাদালাহ (ফুদালাহ) অত্যন্ত দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো মুনকার ও খুবই দুর্বল পর্যায়ের। ইমাম আহমদ বলেন তার হাদীসগুলো মুনকার ও খুবই উল্টাপাল্টা, বিশেষত তিনি যখন ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে হাদীস বলেন তখন সবই ভুল বলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেন: সে অত্যন্ত দুর্বল। এছাড়া সকল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৭]

৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আহমদ ইবনু আলী আবু বকর খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি.) তাঁর তারীখ বাগদাদে এ হাদীসটি অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাতে ফারাজ ইবনু ফাদালাহর উল্লেখ নেই। তিনি বলেন:

أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ الْقَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَزِيْرُ أَبُوْ الْحَسَنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَبْنِ رَبَالٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَرْذَعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدَكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ سَبْعاً فِيْ الأُوْلَى وَخَمْساً فِيْ الآخِرَةِ سِوَى تَكْبِيْرَةِ الاِفْتِتَاحِ

“আমাকে আবুল কাসিম আযহারী ও হাসান ইবনু আলী জাওহারী বলেছেন, আমাদেরকে উযির আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হামদাওয়াইহি বলেছেন, আমাদেরকে হাফস ইবনু উমার ইবনু রিয়াল বলেছেন, আমাকে সাঈদ ইবনু উমার বারযায়ী বলেছেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু আবদাক বলেন, আমাদেরকে আব্দুল হাকীম ইবনু আব্দুল হাকীম মিসরী, তিনি মালিক থেকে, তিনি নাফি’ থেকে তিনি ইবনু উমার থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদে তাকবীর বলতেন প্রথম রাক‘আতে ৭ ও দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ, তাকবীরে তাহরীমা বাদে।”

[৪৬]. হারিস ইবনু আবী উসামা, আল-মুসনাদ, যাওয়াইদুল হাইসামী ১/৩২৫।
[৪৭]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৮/২৩৪-২৩৫।

AS-SUNNAH TRUST

এ সনদের বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য, শুধুমাত্র আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হামদাওয়াইহি। তাঁর বিষয়ে কোনো মুহাদ্দিস কোনো প্রকার মন্তব্য করেন নি বা তাঁর হাদীস গ্রহণ করা যাবে বলে উল্লেখ করেননি।[৪৮]

মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি মূলত নাফি' বর্ণিত আবু হুরাইরার ﵁ হাদীস, যা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব। কতিপয় দুর্বল, বেখেয়াল ও অসতর্ক হাদীস বর্ণনাকারী সনদটি ঠিকভাবে মুখস্ত রাখতে পারেননি। তারা নাফি'র নাম শুনেই ইবনু উমারের নামে হাদীসটি বলেছেন। এর প্রমাণ হলো সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ নাফি' থেকে এবিষয়ে একটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন, তা হলো আবু হুরাইরার ﵁ হাদীস। অথচ ফারাজ ইবনু ফাদালাহ বা উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদের মত দুর্বল বর্ণনাকারীগণ একে ইবনু উমার থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম হিসাবে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

ইমাম বুখারী এ মত পোষণ করতেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِعْلَهُ.

"আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেন: ফারাজ ইবনু ফাদালাহ বর্ণিত হাদীস একেবারেই অনির্ভরযোগ্য। সহীহ হলো যা ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমাম ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, নাফি' থেকে আবু হুরাইরা থেকে তাঁর কর্ম হিসাবে।"[৫০]

৫. আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে

আমর ইবনু শু'আইব ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পৌ-পৌত্র।

[৪৮]. খাতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি.) তারীখ বাগদাদ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) ১০/৩৬৮, খালদূন আল-আহদাব, যাওয়াইদু তারীখ বাগদাদ (দিমাশক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) ৭/৪৪৫।

[৪৯]. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি.), ইলালু ইবনি আবী হাতিম (বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৫ হি.) ১/২০৭।

[৫০]. তিরমিযী, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর, পৃ ৯৪, যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ২/২১৮।

আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পুত্র শু'আইব এবং শুআইবের পুত্র আমর। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন এবং ১১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আমর ইবনু শু'আইবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মুহাদ্দিসগনের মতভেদ রয়েছে। ফলে একটি অদ্ভুত বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যদি আমর ইবনু শু'আইব বর্ণিত কোনো হাদীস কোনো ফকীহ বা আলেমের মতের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মতামত উল্লেখ করেন। অপরদিকে যদি তাঁর বর্ণিত কোনো হাদীস তার পক্ষে যায় তাহলে তিনি তা গ্রহণ করে নেন। অগণিত উদাহরণের একটি দেখুন। ঈদের সালাতের ১২ তাকবীরের বিষয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীস ইমাম তিরমিযীসহ অনেক ইমাম ও ফকীহ "সহীহ" বা "হাসান" হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আবার ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান বিষয়ক তাঁর বর্ণিত হাদীসটিকে তাঁরা দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান জরুরী নয় বলে তাঁরা মত ব্যক্ত করেছেন।[৫১] পরবর্তী হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহর অবস্থাও অবিকল একইরূপ। এ বিষয়টি অনেক পুরাতন এবং নিঃসন্দেহে আপত্তি জনক। আমরা বিষয়টি পরিহার করতে চাই এবং মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করি।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমর-এর গ্রহণযোগ্যতা আলোচনার পূর্বে প্রথমেই যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হলো তাঁর বর্ণিত হাদীসে তিন স্থানে পরস্পর বিরোধী তথ্য রয়েছে। **(ক)** তাকবীরের সংখ্যা কখনো ১১ ও কখনো ১২ বলা হয়েছে। **(খ)** কেউ কেউ একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম এবং কেউ কেউ একে তাঁর নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। **(গ)** কোনো কোনো বর্ণনায় দু ঈদের কথা ও কোনো কোনো বর্ণনায় শুধুমাত্র ঈদুল ফিতরের কথা বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এরূপ বৈপরীত্য অত্যন্ত আপত্তিকর। আর এ বিপরীতমুখী বর্ণনা একই সূত্র থেকে: আমর ইবনু শু'আইব বা তাঁর ছাত্র আব্দুল্লাহ তায়েফী।

<u>১২ তাকবীরের বর্ণনাটি</u> ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। তিনি

[৫১]. ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান ফরয হওয়া বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলির জন্য দেখুন লেখকের অন্য গ্রন্থ: বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৪২-৪৩।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا

“আমাদেরকে আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা’ বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়ালা আত-তায়েফী থেকে, তিনি আমর ইবনু শু‘আইব থেকে, তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাতে ৭ বার ও ৫ বার তাকবীর বলতেন।”[৫২]

এ বর্ণনায় আমরা হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ‘আস (২৭৫ হি.) তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদীসটি আব্দুল্লাহ তায়েফীর মাধ্যমে আমর থেকেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবু দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

“আমাদেরকে মুসাদ্দাদ বলেন, আমাদেরকে মু’তামির বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়ালা তায়েফীকে বলতে শুনেছি, ইবনু শু‘আইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস থেকে, তিনি বলেন: নবীউল্লাহ ﷺ বলেন: ঈদুল ফিতরের তাকবীর প্রথম রাক‘আতে ৭ এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ৫। দু রাক‘আতেই কুরআন পাঠ তাকবীরের পরে।”[৫৩]

১১ তাকবীরের হাদীসটিও আবু দাউদ সংকলন করেছেন। তিনি

[৫২]. ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৪০৭।

[৫৩]. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ‘আস (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ১/২৯৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ

"আমাদেরকে আবু তাওবা রাবী' ইবনু নাফি' বলেছেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইবনু হাইয়ান বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়ালা আত-তায়েফী থেকে, তিনি আমর ইবনু শু'আইব থেকে, তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরে প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর বলতেন। এরপর কুরআন পাঠ করতেন। এরপর তাকবীর বলতেন। এরপর উঠে ৪ তাকবীর বলতেন। এরপর কুরআন পাঠ করতেন। এরপর রুকু করতেন।"[৫৪]

আমর ইবনু শু'আইব বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তিনিটি ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। ১. হাদীস বর্ণনায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, ২. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও ৩. "তাঁর দাদা" বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে।

ক. হাদীস বর্ণনায় আমর ইবনু শু'আইবের গ্রহণযোগ্যতা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচারে মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যদি কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুল বা উল্টোপাল্টা বর্ণনার আধিক্য দেখা যায় তাহলে তাঁরা উক্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসাবে গণ্য করেন।

আমর ইবনু শু'আইব বর্ণিত হাদীস সমূহের মধ্যে অনেক হাদীস অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের বর্ণনার বিপরীত। এজন্য অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে ঢালাওভাবে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অনেকে তাঁকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন, কারণ তুলনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, তিনি অধিকাংশ হাদীস সঠিকভাবেই বর্ণনা

[৫৪]. আবু দাউদ, আস-সুনান ১/২৯৯।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছেন, শুধুমাত্র তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে ভুলের আধিক্য দেখা যায়। এ দ্বিতীয় মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন।

খ. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

কোনো কোনো মুহাদ্দিস পিতার সূত্রে বর্ণিত আমরের হাদীসও গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, আমর ইবনু শু‘আইব মূলত গ্রহণযোগ্য হলেও তিনি তাঁর পিতার সূত্রে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, আমর ইবনু শু‘আইব তাঁর পিতার সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এগুলোর অধিকাংশই অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের বর্ণনার বিপরীত বা তাদের বর্ণনার বাইরে। এরূপ ভুলের আধিক্যের কারণ হলো তিনি সেগুলো সব পিতার নিকট থেকে নিজে শোনেননি। তিনি তাঁর পিতার ভাণ্ডারে একটি পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। এ পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন লিখন পদ্ধতি ছিল কিছুটা অস্পষ্ট। লিখন ও শ্রবণের সমন্বয় না হলে মুহাদ্দিসগণ কখনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। পাণ্ডুলিপির সাথে মৌখিক বর্ণনা ও স্বকর্ণে শ্রবণ একত্রিত না করার ফলে অগণিত ভুলে পরিপূর্ণ হয়েছে আমর ইবনু শু‘আইবের বর্ণনা।

ইমাম আবু দাউদকে প্রশ্ন করা হয়: আমর ইবনু শু‘আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা কি নির্ভরযোগ্য? তিনি বলেন: না, এমনকি অর্ধেক নির্ভরযোগ্যও নয়। ইমাম আহমদ বলেন: আমর ইবনু শু‘আইবের বর্ণনা মারাত্মক ভুলে ভরা। আমরা তার হাদীস লিখি দেখার জন্য, গ্রহণ বা নির্ভর করার জন্য নয়। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: তিনি তার পিতার হাদীস পাণ্ডুলিপি দেখে বর্ণনা করেছেন। এজন্য এক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। অন্যান্য সূত্রের হাদীস বর্ণনায় তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন: আমর যদি তাউস, ইবনুল মুসাইয়িব বা অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে তাঁর পিতার হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তা নির্ভরযোগ্য। আর যখন তিনি সরাসরি তাঁর পিতার সূত্রে দাদার হাদীস বর্ণনা করেন তখন সেগুলো মারাত্মক ভুলে পরিপূর্ণ থাকে। এজন্য তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়।[৫৫]

[৫৫]. যাহাবী, মীযানুল ই‘তিদাল ৫/৩১৯-৩২৩, ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৮/৪৪-৪৭।

গ. "তাঁর দাদা" বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে

মুহাদ্দিসগণের সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, "তাঁর দাদা" বলতে কি আমরের দাদা না শু'আইবের দাদাকে বুঝানো হচ্ছে? আমরা দেখেছি যে, আমর-এর দাদা হচ্ছেন তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর। আর শু'আইবের দাদা হচ্ছেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস। যদি তাঁর দাদা বলতে আমরের দাদা, অর্থাৎ শু'আইবের পিতা মুহাম্মাদকে বুঝানো হয় তাহলে এ সকল হাদীস সবই মুরসাল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ একজন তাবিয়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করছেন, অথচ যার নিকট থেকে তিনি বিষয়টি শুনেছেন সে সাহাবী বা তাবিয়ীর নাম বলছেন না। যেহেতু এ না বলা সূত্রটি কোনো অনির্ভরযোগ্য তাবিয়ীও হতে পারে এজন্য এ ধরণের হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

আর যদি "তাঁর দাদা" বলতে শু'আইবের দাদা আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বুঝানো হয় তাহলে প্রশ্ন হলো শু'আইব তাঁর দাদা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনুল আস থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন কিনা? অনেকের মতে শু'আইব তাঁর দাদা থেকে কোনো হাদীস শুনেননি। এজন্য এ সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস। এ প্রকারের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন যে, শু'আইব তাঁর দাদার নিকট থেকে কিছু হাদীস শুনেছেন, বাকি হাদীস তিনি তাদলীস বা মাধ্যম উহ্য রেখে বা পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করেছেন। সর্বাবস্থায় অধিকাংশ মুহাদ্দিস আমর ইবনু শু'আইব কর্তৃক তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীসকে যয়ীফ বা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। ইমাম তিরমিযী এ সূত্রের হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর মতামতের দুর্বলতা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।[৫৬]

৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ যাহাবী (৭৪৮ হি.) আমর ইবনু শু'আইব বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর হাদীসের ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা ও তাঁর বর্ণিত হাদীসের তুলনামূলক

[৫৬]. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৫/৩১৯-৩২৩, ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৮/৪৪-৪৭, তিরমিযী, আস-সুনান ২/৪১৬, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর, পৃ. ৯৩-৯৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নিরীক্ষার মাধ্যমে মত প্রকাশ করেছেন যে, আমর ইবনু শু'আইব পিতা ও দাদার সূত্রে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ বা নির্ভরযোগ্য না হলেও একেবারে দুর্বল নয়। সেগুলো মোটামুটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের।[৫৭] আমার মতে ইমাম যাহাবীর এ মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। যদি সনদের মধ্যে অন্য কোনো দুর্বলতা না থাকে তাহলে আমরা আমর ইবনু শু'আইবের পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে হাসান বলে গণ্য করতে পারি।

তবে আমাদের আলোচ্য হাদীসটির ক্ষেত্রে আরো দু'টি দুর্বলতা রয়েছে। প্রথম দুর্বলতা হলো আমর ইবনু শু'আইব থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান তায়েফী। আমর ইবনু শু'আইবের অন্য কোনো ছাত্র তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এ আব্দুল্লাহ তায়েফী দুর্বল বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশ বিক্ষিপ্ততা ও ভুল পাওয়া যায়। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বললেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একবার বলেন: তায়েফী দুর্বল। আরেকবার বলেন: কোনো রকম চলনসই। আবু হাতিম বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তাঁর বর্ণিত হাদীস খুবই দুর্বল। নাসাঈ বলেন: কিছুটা দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন: তায়েফী গ্রহণযোগ্য নন, তার বিষয়ে অত্যন্ত আপত্তি রয়েছে। দারাকুতনী বলেন: তায়েফীর হাদীস দুর্বলতা সত্ত্বেও গ্রহণ করা যায়। ইজলী বলেন: তায়েফী নির্ভরযোগ্য। উপরের সকল মতামত ও নিরীক্ষার আলোকে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন: তায়েফী মিথ্যা বলেন না, তবে তার অভ্যাস ভুল করা ও আন্দাজে বলা।[৫৮]

এ হাদীসের দ্বিতীয় দুর্বলতা তা "মুদতারিব" অর্থাৎ "অসংলগ্ন" বা পরস্পর বিরোধী তথ্য সম্বলিত। বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

৬. ইবনু লাহী'য়াহর বর্ণনা সমূহ

২য় হিজরী শতকের মিশরের একজন প্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আবু আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'য়াহ আল-হাদরামী

[৫৭]. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৫/৩২৩।
[৫৮]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৫/২৬১, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩১১।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আল-গাফিকী (১৭৪ হি.)। তাঁর বর্নিত হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত আলোচনার পূর্বে আমরা ঈদের তাকবীরের বিষয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করব। এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় যে ইবনু লাহী'য়াহর বর্ণনা পরস্পর বিরোধিতা ও বিক্ষিপ্ততায় ভরা। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যাকে ইদতিরাব ও মুদতারিব হাদীস বলা হয়। ইবনু লাহী'য়াহ নিজের উস্তাদের নাম ও সাহাবীর নাম একেক সময়ে একেক রকম বলেছেন। কখনো তিনি আয়েশা, কখনো আবু ওয়াকিদ লাইসী এবং কখনো আবু হুরাইরার ﵁ নাম বলেছেন। এছাড়া তিনি হাদীসের ভাষা ও তথ্যের মধ্যে একেক সময় একেক কথা বলেছেন।

ক. ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত আয়েশা ﵄-এর হাদীস

এ হাদীসটি ইবনু লাহী'য়াহ থেকে কুতাইবা ইবনু সাঈদ, আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব ও ইসহাক ইবনু ঈসা: তিনজন মুহাদ্দিস তিনভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম ছাত্রের হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

"আমাদেরকে কুতাইবা বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু লাহী'য়াহ বলেছেন, আকীল থেকে, ইবনু শিহাব থেকে, উরওয়া থেকে, আয়েশা থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় প্রথম রাক'আতে ৭ ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর বলতেন।"[৫৯]

দ্বিতীয় ছাত্রের হাদীসও আবু দাউদ সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ

"আর আমাদেরকে ইবনুস সারহ বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু

[৫৯]. আবু দাউদ, আস-সুনান ১/২৯৯।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ওয়াহ্‌ব বলেছেন, আমাকে ইবনু লাহী‘য়াহ, খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে, ইবনু শিহাব থেকে, উপরের সূত্রে ও অর্থে। এখানে তিনি অতিরিক্ত বলেন: রুকুর দু’টি তাকবীর বাদে। এ দ্বিতীয় সূত্রে হাদীসটি ইবনু মাজাহ সংকলিত করেছেন।”[৬০]

চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০ হি.), আলী ইবনু উমার দারাকুতনী (৩৮৫ হি.) ও ৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি.) এ হাদীসটি ইবনু লাহী‘য়াহর তৃতীয় ছাত্রের মাধ্যমে সংকলিত করেছেন। তাঁরা বলেন:

... عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ... وَفِيْهِ: «اثْنَيْ عَشَرَ تَكْبِيْرَةً سِوَى تَكْبِيْرَةِ الاِسْتِفْتَاحِ.

“... ইসহাক ইবনু ঈসা, ইবনু লাহী‘য়াহ থেকে, খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে, উপরের সূত্রে। এ বর্ণনায় ইবনু লাহী‘য়াহ বলেন: “তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত ১২ তাকবীর বলতেন।”[৬১]

খ. ইবনু লাহী‘য়াহ বর্ণিত আবু হুরাইরা ﵁-এর হাদীস

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.) বলেন:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

“আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু ইসহাক বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু লাহী‘য়াহ বলেছেন, আমাদেরকে আ‘রাজ বলেছেন, আবু হুরাইরা ﵁ থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুই ঈদের তাকবীর: কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ তাকবীর ও কুরআন পাঠের পরে ৫ তাকবীর।”[৬২]

---

[৬০]. আবু দাউদ, আস-সুনান ১/২৯৯, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৪০৭।

[৬১]. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০ হি.), আল-মু‘জামুল আউসাত (কাইরো, মিশর, দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.) ১/২৭০, দারাকুতনী, আস-সুনান ২/৪৬, হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি.), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০) ১/৪৩৮।

[৬২]. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.), আল-মুসনাদ (কাইরো, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ) ২/৩৫৬।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

গ. ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত আবু ওয়াকিদ লাইসী ﷺ-এর হাদীস

ইবনু লাহী'য়াহর এ বর্ণনাটি চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবু জা'ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহাবী (৩২১ হি.), ইমাম সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলিত করেছেন। তাঁদের সনদ অনুসারে হাদীসটি ইবনু লাহী'য়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু 'উফাইর (২২৬ হি.)। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فَكَبَّرَ فِيْ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى سَبْعاً وَقَرَأَ: (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْساً وَقَرَأَ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ).

"আমাদেরকে ইবনু লাহী'য়াহ আসওয়াদ থেকে, উরওয়া ইবনু যুবাইর থেকে আবু ওয়াকিদ লাইসী ও আয়েশা থেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও আযহায় প্রথম রাক'আতে ৭ বার তাকবীর বলেন এবং সূরা ক্বাফ[৬৩] পাঠ করেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ বার তাকবীর বলেন এবং সূরা কামার[৬৪] পাঠ করেন।"[৬৫]

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: "হাদীসটির সনদে ইবনু লাহী'য়াহ রয়েছেন, যার বিষয়ে অনেক কথা রয়েছে।"[৬৬]

ইবনু লাহী'য়াহর বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ অনেক কথা বলেছেন। তাঁরা সকলেই একমত যে, ইবনু লাহী'য়াহ অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় ভুলের পরিমাণও বেশি। তুলনামুলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিস থেকে এমন সব হাদীস বর্ণনা করেন যা সে সকল মুহাদ্দিসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ছাত্রগণ বর্ণনা করেন না। এভাবে তার বর্ণিত হাদীসে বিক্ষিপ্ততা ও মারাত্মক ভুলের পরিমাণ অনেক। এ সকল বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মোটামুটি একমত। তবে তার বর্ণিত সকল

[৬৩]. কুরআন কারীমের ৫০ নং সূরা।

[৬৪]. কুরআন কারীমের ৫৪ নং সূরা।

[৬৫]. তাহাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ, শারহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.) ৪/৩৪৩, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৩/২৪৬।

[৬৬]. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২০৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীসের মধ্যে ভুলের পরিমাপ ও ব্যাখ্যায় তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইবনু লাহী'য়াহর বিষয়ে তাঁদের মতামতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম মত: তার বর্ণনাকে বাছাই করে গ্রহণ করা।

দু একজন মুহাদ্দিস বলেছেন, তাঁর ভুল অনেক হলেও ভুলের তুলনায় সঠিকভাবে বর্ণিত হাদীসের পরিমাণ বেশি। কাজেই তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায়। এদের মধ্যে রয়েছেন আহমদ ইবনু সালিহ। তিনি বলেন: ইবনু লাহী'য়াহ নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি বিক্ষিপ্ত, উল্টোপাল্টা ও ভুল হাদীস যা বর্ণনা করেছেন তা বাতিল করতে হবে।

দ্বিতীয় মত: তার প্রথম জীবনে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, তাঁর ভুলভ্রান্তিগুলো শেষ জীবনের। তাঁর মৃত্যুর ৪/৫ বছর পূর্বে তার পাণ্ডুলিগিগুলি পুড়ে যায়। ফলে তিনি শেষ জীবনে মুখস্ত হাদীস বলতেন। এতে তার ভুল হতো। তদুপরি বার্ধক্যজনিত কারণে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। এজন্য তার শেষজীবনের বর্ণিত হাদীস একেবারেই অনির্ভরযোগ্য। প্রথম জীবনে তাঁর থেকে যারা হাদীস শুনেছেন তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য। হাকিম বলেন: তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলতেন না, তবে তার পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়ে যাওয়ার পরে মুখস্থ হাদীস বলতেন এজন্য তার ভুল হতো। আবু জা'ফর তাবারী বলেন: শেষ জীবনে ইবনু লাহী'য়াহর জ্ঞান ও স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ, যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া আস-সাজী প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আল-মুক্বরী এ 'তিন আব্দুল্লাহ' যে হাদীসগুলো ইবনু লাহী'য়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন সেগুলোই শুধু গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয় মত: তাকে সার্বিকভাবে দুর্বল বলে গণ্য করা।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে সর্বাবস্থায় দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে আজীবনই তিনি অনেক হাদীস বলতেন এবং অনেক ভুল করতেন। যে হাদীস শুধুমাত্র ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণনা করেছেন, অন্য কোনো মুহাদ্দিস ইবনু লাহী'য়াহর উস্তাদদের থেকে বা অন্য কোনো সূত্রে বর্ণনা করেননি, সে সকল হাদীস দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম বুখারী বলেন: ইবনু লাহী'য়াহকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ পরিত্যাগ করেছেন। আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেন: আমি ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত একটি হাদীসও গ্রহণ করতে রাজি নই। আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: ইবনু লাহী'য়াহর বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়, তবে আমি তাঁর হাদীস সংকলিত করি অন্যান্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য। নাসাঈ বলেন: ইবনু লাহী'য়াহ নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: তিনি দুর্বল ছিলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। জূযজানী বলেছেন: তাঁর হাদীস নির্ভরযোগ্য নয় এবং তার হাদীস দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া যাবে না।

ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমি আমার পিতা আবু হাতিম রাযী ও আবু যুর'আ রাযীকে ইবনু লাহী'য়াহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন: তিনি দুর্বল। তার হাদীস বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর বিরোধী তথ্যে ভরা। শুধুমাত্র তুলনা ও নিরীক্ষার জন্য তার হাদীস লেখা যাবে। তিনি আরো বলেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: যদি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের মত কোনো মানুষ ইবনু লাহী'য়াহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে কি সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে? তিনি বলেন: না। ইবনু খুযাইমা বলেন: যে হাদীস শুধুমাত্র ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণনা করেছেন সে হাদীস আমি আমার গ্রন্থে সংকলিত করিনি। বাইহাকী বলেন: ইবনু লাহী'য়াহর বর্ণিত হাদীস যয়ীফ। তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না।

তাঁর একটি বিশেষ দুর্বলতা হলো তাদলীস বা সনদের দোষ গোপন করা। অনেক সময় মুহাদ্দিস তাঁর কোনো প্রসিদ্ধ উস্তাদ থেকে অল্প কিছু হাদীস শোনেন বা লিখেন। এরপর অন্য কোনো দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে উক্ত উস্তাদের নামে আরো কিছু হাদীস বলেন। মুহাদ্দিসগণের নিয়ম হলো যে হাদীসটি তিনি যার নিকট থেকে শুনেছেন তার নাম স্পষ্ট বলা। কিন্ত কোনো কোনো মুহাদ্দিস উপরের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নাম উহ্য করে সরাসরি প্রসিদ্ধ উস্তাদের নামে হাদীস বর্ণনা করেন। এতে বাহ্যত হাদীসটিকে সহীহ মনে হয়, অথচ হাদীসটি মূলত একজন দুর্বল ব্যক্তির বর্ণনা। এ প্রকারের দোষ গোপন করাকে "তাদলীস" বলা হয়।

AS-SUNNAH TRUST
বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেন, ইবনু লাহী'য়াহ আমার কাছে কিছু হাদীস লিখে পাঠান, তিনি হাদীসগুলো আমর ইবনু শু'আইব থেকে বর্ণনা করেছেন বলে লিখেন। আমি হাদীসগুলো আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে পড়ে শুনাই। তিনি তখন ইবনু লাহী'য়াহ থেকে তাঁর নিজের শোনা হাদীসের লিখিত পাণ্ডুলিপি ঘর থেকে বের করে আনেন। দেখা গেল সেখানে ইবনু লাহী'য়াহ হাদীসগুলো অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে আমর ইবনু শু'আইব থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হাদীসগুলো ইবনু লাহী'য়াহ মূলত অন্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে আমর ইবনু শু'আইবের সূত্রে শুনেছেন ও লিখেছেন এবং এভাবেই তিনি তা আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের নিকট বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরে তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদীর কাছে তার উস্তাদদের নাম উহ্য রেখে সরাসরি আমর ইবনু শু'আইবের নামে বর্ণনা করেছেন। উভয়ের বর্ণনা মিলিয়ে তার এ "তাদলীস" বা আংশিক মিথ্যা ধরা পড়েছে। তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের অনেক প্রমাণ মুহাদ্দিসগণ ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পেয়েছেন।

তাঁর দুর্বলতার সবচেয়ে বড় দিক ছিল, যে হাদীস তিনি কোনো উস্তাদ থেকে শোনেন নি বা লিখেন নি সেরূপ কোনো বানোয়াট বা ভুল হাদীস যদি কেউ তাকে পড়ে শুনাতো তিনি সে হাদীস নিজের কোনো উস্তাদ থেকে শোনা হাদীস বলে বর্ণনা করতেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় একে 'তালকীন' বলা হয়। তাঁর তালকীন গ্রহণের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ মত: তাঁর সব হাদীসই দুর্বল, শেষ জীবনের হাদীসে বেশি দুর্বল।

এ মতটি অনেকটা তৃতীয় ও দ্বিতীয় মতের মিশ্রণ। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, ইবনু লাহী'য়াহ আগাগোড়াই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যয়ীফ বা দুর্বল, তবে শেষ জীবনে তিনি বেশি বেখেয়াল, দুর্বল ও স্মৃতিশক্তিহীন অথর্ব হয়ে পড়েন। কাজেই যারা প্রথম জীবনে তাঁর হাদীস শুনেছেন ও লিখেছেন তাদের বর্ণনাগুলো নিরীক্ষা ও বাছাইয়ের জন্য গ্রহণ করা যাবে। আর তিনি শেষ জীবনে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা যাচাই ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য হবে। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ বলেন: ইবনু

AS-SUNNAH TRUST
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

লাহী'য়াহ দুর্বল। তবে প্রথম জীবনে তাঁর নিকট থকে যারা হাদীস শুনেছেন তাদের অবস্থা শেষ জীবনের ছাত্রদের চেয়ে একটু ভাল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি তাদলীস করতেন এবং তালকীন গ্রহণ করতেন। প্রথম জীবনে যারা তার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন ও লিখেছেন তাদের বর্ণনাগুলো বাছাই করতে হবে, কারণ সেগুলোর মধ্যেও অনেক তাদলীস করা হাদীস রয়েছে, যাতে তিনি দুবল ও মিথ্যাবাদী উস্তাদের নাম উহ্য করে পরবর্তী প্রসিদ্ধ উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। আর যারা তার শেষ জীবনে তার নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন তাদের সকল বর্ণনাই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।[৬৭]

এ হলো ইবনু লাহী'য়াহর বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মত। এ সকল মতের আলোকে আমাদেরকে তার বর্ণিত ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ক বর্ণনাগুলোর মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা দেখেছি, কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইবনু লাহী'য়াহর প্রথম জীবনের ছাত্র তিন আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতানুসারে ইবনু লাহী'য়াহ থেকে আয়েশার ﵂ সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য। কারণ এ বর্ণনাটি তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব শুনেছেন। এ বর্ণনায় "দুই রুকুর তাকবীর ছাড়াও ১২ তাকবীরের কথা" বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে তাকবীরে তাহরীমাসহ ১২ তাকবীর বা অতিরিক্ত ১১ তাকবীর। ইমাম বাইহাকী বলেন: এ বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য, কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব ইবনু লাহী'য়াহর প্রথম জীবনের ছাত্র।"[৬৮]

এভাবে এ হাদীসের ক্ষেত্রে বাইহাকী প্রথম ও শেষ জীবনের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তবে অন্যত্র তিনি ইবনু লাহী'য়াহকে সার্বিকভাবে দুর্বল বলে ঘোষণা করেছেন, যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

অপরদিকে অন্য অনেক মুহাদ্দিস ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত এ বিষয়ক সকল হাদীসকে যয়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ইমাম বুখারী এ মত পোষণ করতেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ... رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ... فَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيْثَ. قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيْعَةَ؟ قَالَ: لاَ

[৬৭]. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/১০, ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩২৭-৩৩১।
[৬৮]. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৮৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

أَعْلَمُهُ.

"আমি তাঁকে (ইমাম বুখারীকে) ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ক ইবনু লাহী'য়াহর হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যে হাদীস তিনি আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর কারো কারো বর্ণনায় খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।... তখন তিনি এ হাদীসকে যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য বলে জানালেন। আমি বললাম: ইবনু লাহী'য়াহ ছাড়া অন্য কেউ কি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন: আমার জানা নেই।"[৬৯]

আল্লামা শাওকানী ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করে বলেন:

فِيْ إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

"এর সনদে ইবনু লাহী'য়া রয়েছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।"[৭০]

অষ্টম হিজরী শতকের অন্যতম ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ আয- যাইলায়ী (৭৬২ হি.) লিখেছেন:

وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «عِلَلِهِ» أَنَّ فِيهِ اضْطِرَابًا، فَقِيلَ: عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَالاضْطِرَابُ فِيهِ مِنْ ابْنِ لَهِيعَةَ.

"ইমাম দারাকুতনী তাঁর ইলাল গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ হাদীসটির মধ্যে ইদতিরাব বা বিক্ষিপ্ততা রয়েছে। কখনো বলা হচ্ছে ইবনু লাহী'য়াহ ইয়াযিদ ইবনু আবী হাবীব থেকে। কখনো বলা হচ্ছে: আকীল থেকে। কখনো বলা হচ্ছে: আবুল আসওয়াদ থেকে উরওয়া থেকে আয়েশা থেকে। কখনো বলা হচ্ছে আ'রাজ থেকে আবু হুরাইরা থেকে। দারাকুতনী বলেন: এ বিক্ষিপ্ততা ও বৈপরীত্য সবই ইবনু লাহী'য়াহর নিজের।"[৭১]

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী এসকল বৈপরীত্য ও বিক্ষিপ্ততার উল্লেখ করে বলেন: "একেতো ইবনু লাহী'য়াহ যয়ীফ বা দুর্বল, তদুপরি

[৬৯]. তিরমিযী, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর, পৃ. ৯৪।
[৭০]. শাওকানী, নাইলুল আউতার ৩/৩৬৭।
[৭১]. যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ২/২১৬।

এতে রয়েছে ইদতিরাব বা বিক্ষিপ্ততা ও বৈপরীত্য।"[৭২]

হাম্বালী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী, ইবনুল জাউযী (৫৯৭ হি.) বিভিন্ন মাযহাবের মতবিরোধীয় মাসআলার হাদীস সমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

مَسْأَلَة التَّكْبِيرَات الزَّوَائِد فِي الأولَى سِتّ وَفِي الثَّانِيَة خمس وَقَال أَبُو حنيفَة ثَلَاث فِي الأولَى وَثَلَاث فِي الثَّانِيَة وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الأولَى سبع وَفِي الثَّانِيَة خمس لنا سِتَّة أَحَادِيث

"ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরের মাসআলা: প্রথম রাক'আতে ৬ ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর। আবু হানীফার মতে প্রথম রাক'আতে ৩ ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৩। শাফি'য়ী বলেছেন: প্রথম রাক'আতে ৭ ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫। আমাদের পক্ষে ৬ টি হাদীস রয়েছে।"[৭৩]

এরপর তিনি ১২ তাকবীর বিষয়ক উপরের হাদীসগুলো আলোচনা করেন, যেগুলো হাম্বলী ও শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারীগণ ১১ ও ১২ তাকবীরের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। সকল হাদীস আলোচনার পরে তিনি বলেন:

أصلح هَذِه الأَحَادِيث الأول وَهُوَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب وفِي إِسْنَاده عبد الله بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ الطَّائِفِي وَقد ضعفه يَحْيَى وَقَالَ مرّة لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ مرّة صُوَيْلح وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة ففيهما ابْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف جدا وَأما حَدِيث كثير بن عبد الله فقد قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَقد تَعَجَّبْتُ من قَوْله هَذَا ... وَأما الحَدِيث الْخَامِس فَفِيهِ فرج بن فضَالة قَالَ يَحْيَى ضَعِيف ... وأما السَّادِس فَفِيهِ عبد الله بن مُحَمَّد بن عمار قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء.

"এ সকল হাদীসের মধ্যে কোনো রকমে গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো আমর ইবনু শু'আইবের হাদীস। এ হাদীসের সনদেও আব্দুল্লাহ তায়েফী

[৭২]. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, সাইয়িত হাশিম ইয়ামানী, ১৯৬৪) ২/৮৪-৮৫।

[৭৩]. ইবনুল জাউযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি.), আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১৫ হি.) ১/৫০৭-৫০৮।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রয়েছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন তাকে যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। একবার বলেছেন: অসুবিধা নেই বা মোটামুটি চলনসই। আর আবু হুরাইরা ও আয়েশার হাদীসের সনদে রয়েছেন ইবনু লাহী'য়াহ। তিনি অত্যন্ত দুর্বল। কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহর হাদীস উল্লেখ করে তিরমিযী বলেছেন: এ বিষয়ে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। আমি তাঁর এ কথায় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।... পঞ্চম হাদীসের সনদে রয়েছেন ফারাজ ইবনু ফাদালাহ। তার বিষয়ে ইয়াহইয়া বলেছেন: দুর্বল। আর ষষ্ঠ হাদীসের সনদে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার। ইয়াহইয়া বলেছেন: লোকটি একেবারেই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।"[৭৪]

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ আলী ইবনু আহমাদ ইবনু হাযম যাহিরী (৪৫৬ হি.) এ বিষয়ক হাদীসগুলো উল্লেখ পূর্বক বলেন:

وَهَذَا كُلُّهُ لاَ يَصِحُّ, وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِمَا لاَ يَصِحُّ كَمَنْ يَحْتَجُّ بِابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا وَافَقَا هَوَاهُ ... وَيَرُدُّ رِوَايَتَهُمَا إِذَا خَالَفَا هَوَاهُ!

"এ সকল হাদীসের মধ্যে একটিও সহীহ হাদীস নেই। নাঊযু বিল্লাহ! আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই যে, সহীহ নয় এরূপ হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করব। যেমন অনেকে ইবনু লাহী'য়াহ ও আমর ইবনু শু'আইবের বর্ণিত হাদীস যদি তার মতের পক্ষে হয় তাহলে গ্রহণ করে, আর যদি মতের বিপরীত হয় তাহলে প্রত্যাখ্যান করে।"[৭৫]

এগুলোই ১২ তাকবীর বিষয়ক সকল মারফূ' বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত হাদীস। যয়ীফ-মিথ্যবাদী বর্ণনাকারী ও দুর্বল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এবিষয়ক আরো দু একটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো উল্লেখ করে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

[৭৪]. ইবনুল জাউযী, আত-তাহকীক ১/৫০৮-৫১০।

[৭৫]. ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬ হি.), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) ৩/২৯৬-২৯৭।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কারণ সকল মুহাদ্দিস একমত যে, সেগুলো একেবারেই বাতিল।[৭৬]

ইমাম মালিক, আহমদ ও শাফি'য়ী রহিমাহুমুল্লাহ ও তাঁদের অনুসারীগণ এ সকল হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। তবে ইমাম আহমদ তাকবীরে তাহরীমাকে ১২ তাকবীরের মধ্যে গণ্য করেছেন। এজন্য তাঁর মতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১১। আমরা দেখেছি যে, উপরের হাদীসগুলোর অধিকাংশই সাধারণভাবে ১২ সংখ্যা উল্লেখ করেছে। ইবনু লাহী'য়াহর বর্ণিত দুই একটি হাদীসে "দুই রুকুর দুই তাকবীর বাদে" বা "তাকবীরে তাহরীমা বাদে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনুল জাউযী উল্লেখ করেছেন যে, এ বর্ণনাগুলো একেবারেই দুর্বল, বাতিল ও ভিত্তিহীন। অপরদিকে তিনি দুই একটি বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন যাতে দেখা যায় যে তাকবীরে তাহরীমা ১২ তাকবীরের অন্তর্ভুক্ত।[৭৭]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসই যয়ীফ। এককভাবে একটি সহীহ হাদীসও এ বিষয়ে বর্ণিত হয়নি। আমর ইবনু শু'আইবের বর্ণনাকে হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য করা যেতে পারে, যা আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তার আগে আমরা এ বিষয়ক মাউকূফ বা সাহাবীগণের কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলো আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

খ. মাউকূফ হাদীস

সালাতুল ঈদের ১২ তাকবীর বিষয়ে উপরে বর্ণিত মারফূ হাদীস বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের পাশাপাশি কয়েকজন সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে তাঁরা ঈদের সালাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ বা তাকবীরে তাহরীমা বাদে ১২ তাকবীর প্রদান করেছেন। এগুলো যদিও সাহাবীগণের কর্ম, তবে প্রকৃতপক্ষে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ও নির্দেশনা হিসাবে গণ্য। কারণ, এ কথা তো কল্পনা করা যায় না যে, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা বা নির্দেশনা ছাড়া সালাতের মধ্যে নিজের

[৭৬]. এ জাতীয় কিছু বর্ণনা দেখুন: ইবনু আদী, আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল ২/৪৮, ৬/৫৮, ৭/১৮, যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম প্রকাশ ১৪১৩ হি.) ১০/৬০৬, ইবনু আবী হাতিম, ইলাল ১/২০৭, আদ-দারাকুতনী, আল-ইলাল (রিয়াদ, সৌদি আরব, দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫) ৯/৪৬।

[৭৭]. ইবনুল জাউযী, আত-তাহকীক ১/৫১০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইচ্ছামত কমবেশি তাকবীর প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে আমরা দু'টি সম্ভাবনা কল্পনা করতে পারি।

প্রথম সম্ভাবনা: সংশিষ্ট সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে তাকবীর প্রদান করতে দেখেছেন, তাই তিনি এভাবে তাকবীর বলে সালাত আদায় করেছেন। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন ঈদে বিভিন্নভাবে তাকবীর প্রদান করেছেন এজন্য সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে তা পালন করেছেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ১০ বছরের কর্মের আলোকে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঈদের সালাতের তাকবীর প্রদানের জন্য কোনো বিশেষ সংখ্যা ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করে দেননি। বিষয়টিতে পদ্ধতি ও সংখ্যার ক্ষেত্রে কমবেশি করার সুযোগ রয়েছে। এজন্য তাঁরা এ বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন এবং তাঁদের কর্মের মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে।

আমরা দেখব যে, গবেষক আলিমগণ তাকবীরের সংখ্যা নির্ধারণে ইজতিহাদের সম্ভাবনা বাতিল করেছেন। ফলে সুন্নাতে নববীর ভিন্নতাই জোরালো বলে প্রমাণিত হয়। বিশেষত আমরা দেখব যে, একই সাহাবী থেকে বিভিন্ন সংখ্যা ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ১২ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস অত্যন্ত সহীহ বা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু হাদীস দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১. আবু হুরাইরা رضي الله عنه-এর কর্ম

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি.) তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে বলেন:

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের মাওলা নাফি' থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আবু হুরাইরার সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায় করেছি। তিনি প্রথম রাক'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭

তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলেন।”[৭৮]

আবু হুরাইরা ﵁-এর এ হাদীসটির সনদ সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ। ইমাম মালিক মুসলিম উম্মাহর হাদীস ও ফিকহ বিষয়ক অন্যতম ইমাম ও বিশুদ্ধতম হাদীস-বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। অনুরূপভাবে তাঁর উস্তাদ নাফি তাবিয়ীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ। এজন্যই ইবনু হাযম বলেন: “এ সনদটি সূর্য্যের মতই উজ্জ্বল।”[৭৯]

২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-এর কর্ম

আমরা ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত ১৩ তাকবীরের একটি হাদীস দেখেছি। অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত যে, তিনি ১২ তাকবীর বলতেন। আবার অনেক হাদীসে তাকবীরের সংখ্যা ১৩ বলা হলেও বলা হয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। ফলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হয় ১১ বা ১০। এখানে এ অর্থের হাদীসগুলো উল্লেখ করছি।

ক. প্রথম হাদীস

আবু বকর ইবনু আবী শাইবা বলেন:

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ، وَفِي الآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

“আমাদেরকে ইবনু ইদরীস, ইবনু জুরাইজ থেকে, আতা থেকে ইবনু আব্বাস থেকে বলেন যে, তিনি (ইবনু আব্বাস) ঈদের সালাতে প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে রুকুর তাকবীরসহ ৬ তাকবীর বলতেন। সবই কুরআন পাঠের পূর্বে বলতেন।”[৮০]

এ হাদীসটির সনদ ‘মুত্তাফাক আলাইহি’ অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও

[৭৮]. মালিক ইবনু আনাস, আল-মুআত্তা (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী) ১/১৮০, ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৪।

[৭৯]. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/২৯৫, ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৫৯।

[৮০]. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ। কারণ এ হাদীসের সকল রাবীর (বর্ণনাকারীর) হাদীস তাঁরা উভয়ে গ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস ইবনু ইয়াযিদ, আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু জুরাইজ, আতা ইবনু আবী রাবাহ আসলাম সকলেই প্রসিদ্ধ হাদীসের ইমাম ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁদের সকলের হাদীস ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্য সকল ইমাম ও মুহাদ্দিস একবাক্যে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৮১]

এ হাদীসে তাকবীরের সংখ্যা ১৩ বলা হয়েছে, তবে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রথম রাক‘আতের তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বিতীয় রাক‘আতের রুকুর তাকবীর এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম রাক‘আতের রুকুর তাকবীরের কথা কিছু বলা হয়নি। প্রথম রাক‘আতের রুকুর তাকবীর উল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে না ধরলে এ হাদীস অনুসারে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১১। আর প্রথম রাক‘আতের রুকুর তাকবীরকে প্রথম রাক‘আতের ৭ তাকবীরের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ১০।

খ. দ্বিতীয় হাদীস

৩য় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুর রাযযাক (২১১ হি.) বলেন:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّكْبِيْرُ فِيْ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ. سَبْعَةٌ فِيْ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مِنْهُنَّ تَكْبِيْرَةُ اسْتِفْتَاحِ لِلصَّلاَةِ وَمِنْهُنَّ تَكْبِيْرَةُ الرَّكْعَةِ وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا. وَفِيْ الأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيْرَاتٍ مِنْهُنَّ تَكْبِيْرَةٌ لِلرَّكْعَةِ وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا.

“ইবনু জুরাইজ থেকে, আতা থেকে ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: ঈদুল ফিতরের দিনে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় ১৩ বার তাকবীর বলতে হবে। প্রথম রাক‘আতে ৭ বার। এ সাত তাকবীরের মধ্যে রয়েছে তাকবীরে তাহরীমা, যদ্বারা সালাত শুরু করতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে রুকুর তাকবীর। এ ৭ তাকবীরের ৬টি কুরআন পাঠের পূর্বে এবং একটি কুরআন পাঠের পরে। আর দ্বিতীয় রাক‘আতে ৬ তাকবীর,

[৮১]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ২৯৫, ৩৬৩, ৩৯১।

যেগুলোর মধ্যে রয়েছে রুকুর তাকবীর। এ ৬ তাকবীরের ৫ তাকবীর কুরআন পাঠের পূর্বে এবং ১ তাকবীর কুরআন পাঠের পরে।"[৮২]

এ হাদীসের সনদও পূর্বের হাদীসটির সনদের ন্যায় "মুত্তাফাক আলাইহি" পর্যায়ের সহীহ। আমরা ইতোপূবে দেখেছি যে, ইবনু জুরাইয এবং আতা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মনোনীত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এ হাদীস পূর্বের হাদীসের অর্থের অস্পষ্টতা দূর করছে এবং এর থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারছি যে, ইবনু আব্বাসে কর্ম অনুযায়ী অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ১০। তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর আর রুকুর তাকবীর সহ দ্বিতীয় রাকআতে ৬ তাকবীর। তাহলে উভয় রাক'আতের শুরুতে ৫ বার অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে।

গ. তৃতীয় হাদীস

উপরের দু'টি হাদীস ইবনু আব্বাসের কর্ম। এ বিষয়ে তার একটি বাণীও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: يُكَبِّر وَاحِدَةً يفْتتح بِهَا الصَّلاَةُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرأَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَع، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرأَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ.

"ঈদুল ফিতরের তাকবীর হলো: প্রথমে একটি তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে (তাকবীরে তাহরীমা)। এরপর ৫ বার তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে ৫ বার তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে গমন করবে।"

আল্লামা আহমদ ইবনু আবী বাকর আল-বুসীরী (৮৪০ হি.) বলেন:

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوْفاً وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

"এ হাদীসটি মুসাদ্দাদ ইবনু মুসারহাদ আল-আসাদী আল-বাসরী (২২৮ হি.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সংকলিত করেছেন এবং হাদীসটির সনদের

[৮২]. আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ৩/২৯১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।"[৮৩]

এ হাদীসটিও উপরের হাদীসের মত নিশ্চিত করছে যে, প্রতি রাক'আতে ৫ বার করে মোট ১০ বার অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। এভাবে আমরা উপরের হাদীসগুলো থেকে জানতে পারছি যে, ইবনু আব্বাস ﷺ ঈদের সালাতে ১২ বা ১৩ তাকবীর বলতেন এবং বলতে বলেছেন, যেগুলোর মধ্যে ৩ টি মূলত সালাতের তাকবীর এবং ১০ টি অতিরিক্ত তাকবীর। ইবনু আব্বাস থেকে আরো কতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে ১২ বা ১৩ তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি।[৮৪]

এছাড়া উমার ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফ্‌ফান, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আবু সাঈদ খুদরী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ থেকেও বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা ঈদের সালাতে ১২ তাকবীর বলতেন। এগুলোর অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল বা অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ এগুলো বর্ণনা করেছেন।[৮৫] উপরের সহীহ হাদীসগুলোই যথেষ্ট।

তৃতীয়ত: ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের হাদীসসমূহ

উপরের হাদীসগুলোতে ১৩ ও ১২ তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, সাহাবী ও তাবিয়ীগণ এক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় যে তাকবীরগুলো বলা হয় তা গণনা করতেন। এজন্য তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরকেও এ সংখ্যার মধ্যে গণ্য করতেন। ফলে ১৩ বলতে অনেক সময় অতিরিক্ত ১০ তাকবীর বুঝানো হতো।

অপরদিকে কিছু মারফূ ও মাউকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলোতে তাকবীরের সংখ্যা ৪, ৮ বা ৯ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনায় দেখা যায় যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ এ সংখ্যা গণনা

[৮৩]. বুসীরী, মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারা বি যাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারা (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) ২/১৫-১৬।

[৮৪]. বুসীরী, মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাত ২/১৭, ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৬।

[৮৫]. দেখুন: আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ ১/৭৩, ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৪-৪৯৭, তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ৪/৩৪৫, বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৯২, শাওকানী, নাইলুল আউতার ৩/৩৭, আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৯) ৩/১১০-১১১।

করা হয়েছে। সেগুলো বাদ দিলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা থাকে ৬ টি। এখানে আমরা এ অর্থের হাদীসগুলোর সনদ ভিত্তিক আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

ক. মারফূ' হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ অর্থে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১. প্রথম হাদীস

ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহাবী (৩২১ হি.) বলেন:

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا قَالا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ لا تَنْسَوْا كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ

"আমাদেরকে আলী ইবনু আব্দুর রাহমান ও ইয়াহইয়া ইবনু উসমান বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু হামযা থেকে, তিনি বলেন: আমাকে ওয়াদীন ইবনু আতা বলেছেন, তাঁকে আবু আব্দুর রাহমান কাসেম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে বলেছেন: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিনে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি ৪ বার এবং ৪ বার তাকবীর বললেন। এরপর সালাত শেষে আমাদের দিকে তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা ভুলে যেয়ো না, জানাযার তাকবীরের মত: এ বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো (৪ আঙ্গুল) দিয়ে ইশারা করলেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলো গুটিয়ে রাখলেন।"[৮৬]

ইমাম তাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

[৮৬]. তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ৪/৩৪৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الإِسْنَادِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، وَالْوَضِينُ وَالْقَاسِمُ كُلُّهُمْ أَهْلُ رِوَايَةٍ مَعْرُوفُونَ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ

"এ হাদীসটির সনদ হাসান। আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ইয়াহইয়া ইবনু হামযা, ওয়াদীন, কাসেম সকলেই প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী।"[৮৭]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম তাহাবী হাদীসটিকে হাসান বলে এবং সনদের সকল বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করছেন। আমরা এ বিষয়ে অন্যান্য সকল মুহাদ্দিসের মতামত আলোচনা করতে চাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাহাবীর উল্লেখিত সনদে ৬ ব্যক্তি রয়েছেন।

১. তাহাবীর প্রথম উস্তাদ আলী ইবনু আব্দুর রাহমান। তিনি হলেন আলী ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুগীরাহ ইবনু নাশীত আল-মাখযূমী। তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন এবং পরে মিশরে গমন করেন। তাঁর বিষয়ে ইবনু আবী হাতিম বলেন: সত্যপরায়ণ গ্রহণযোগ্য। ইবনু ইউনূস বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। ইবনু হিব্বানও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[৮৮]

২. তাহাবীর দ্বিতীয় উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনু উসমান। তিনি হলেন ইয়াহইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালিহ ইবনু সাফওয়ান, আবু যাকারিয়া। তিনি সত্যপরায়ন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন, কারণ তিনি নিজে কানে শ্রবণ না করে অন্যের পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বলতেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমি তাঁর হাদীস লিখেছি এবং আমার আব্বাও তার থেকে হাদীস লিখেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর বিষয়ে আপত্তি করেছেন।[৮৯]

৩. উপরে দুই ব্যক্তির উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ আত-তান্নীসী, আবু মুহাম্মাদ আল-কিলা'ঈ। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আবু হাতিম বলেন: নির্ভরযোগ্য। ইজলী বলেন: নির্ভরযোগ্য। বুখারী বলেন: সিরিয়ার সবচেয়ে

[৮৭]. তাহাবী, প্রাগুক্ত ৪/৩৪৫।

[৮৮]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৭/৩১৫, বদরুদ্দীন আইনী, মাহমূদ ইবনু আহমদ (৮৫৫ হি.), মাগানীল আখইয়ার ফী শারহি আসামী রিজালি মা'আনীল আসার (মক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭) ২/৭৪৩।

[৮৯]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১১/২২৫, তাকরীবুত তাহযীব,পৃ. ৫৯৪, আইনী, মাগানীল আখইয়ার ৩/১০৭৫-১০৭৬।

নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইবনু হাজার বলেন: অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী।[৯০]

৪. আব্দুল্লাহর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনু হামযা ইবনু ওয়াক্বিদ আল-হাদরামী, আবু আব্দুর রাহমান। সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের কাযী ছিলেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের একজন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, নাসাঈ, ইজলী, আবু দাউদ, ইবনু হাজার ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী রূপে ঘোষণা দিয়েছেন।[৯১]

৫. ইয়াহইয়ার উস্তাদ ওয়াদীন ইবনু আতা ইবনু কিনানা ইবনু আব্দুল্লাহ খুযায়ী, আবু কিনানাহ। তিনিও দামেশকের অধিবাসী ছিলেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নির্ভরযোগ্যতা বিচারে মুহাদ্দিসগণের মূল মাপকাঠি হলো সকল বর্ণনার তুলনামূলক নিরীক্ষা। ওয়াদীনের বর্ণিত সকল হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও নিরীক্ষা করে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। তবে কিছু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এজন্য প্রায় সকল মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কয়েকজন মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ ও জূযজানী বলেন: তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। আবু হাতিম রাযী বলেন: তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে আবার ভুলও রয়েছে।

অপরদিকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল, ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন ও দুহাইম বলেন: ওয়াদীন পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম আবু দাউদ বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। ইবনু হিব্বান বলেন: সিরিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্যতম হচ্ছেন ওয়াদীন। ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যনির্ভর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, তবে তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল।

যাকারিয়াহ সাজী বলেন: ওয়াদীনের বর্ণিত সকল হাদীস নিরীক্ষা

[৯০]. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী ১ম প্রকাশ ১৯৫২) ৫/২০৫, ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩৩০, তাহযীবুত তাহযীব ৬/৭৯, আইনী, মাগানীল আখইয়ার ২/৫৭১।

[৯১]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১১/১৭৬, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৮৯।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করে একটিমাত্র হাদীস পাওয়া যায় যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ব্যতিক্রম, যা অন্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায় না। তাহলো তিনি মাহফূয ইবনু আলকামা থেকে আব্দুর রাহমান ইবনু আইয থেকে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"দু চোখ হলো মানুষের পশ্চাৎদেশের বাঁধন স্বরূপ, কাজেই যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে তাকে ওযু করতে হবে।"[৯২] সাজী বলেন: আবু দাউদ এ হাদীসটিকেও সহীহ বলে গ্রহণ করে তাঁর সুনানে সংকলিত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে আবু দাউদ ওয়াদীনের সকল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ, যেমন আল্লামা তাকীউদ্দীন উসমান ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি.), আল্লামা আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল কাবী আল-মুনযিরী (৬৫৬ হি.), আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি.), আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী ওয়াদীনের বর্ণিত হাদীসকে "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[৯৩]

৬. ওয়াদীনের উস্তাদ আবু আব্দুর রাহমান কাসেম ইবনু আব্দুর রাহমান। তিনিও দামেশকের অধিবাসী তাবিয়ী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ বলেন: তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৪০ জন বদরী সাহাবীকে দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে।

কাসেম থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যেও কিছু ভুল দেখা যায়। এজন্য ইমাম আহমদ তাকে যয়ীফ বলেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের দুর্বলতার কারণ তাঁর ছাত্ররা। ইমাম বুখারী বলেন: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তাঁর থেকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি তার থেকে কিছু ভুল ও বিক্ষিপ্ততাযুক্ত

[৯২]. আবু দাউদ, আস-সুনান ১/৫২, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/১৬১, শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.) ১/২৩৯।

[৯৩]. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ৯/৫০, ইবনু হিব্বান, মাশাহীরু উলামাইল আমসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৫৯), পৃ. ১৮৪, ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১১/১০৬, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৮১, আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, ইরওয়াউল গালীল ১/১৪৮-১৪৯।

AS-SUNNAH TRUST

হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেন: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তাঁর থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সবই বিশুদ্ধ ও তুলনামূলক বিচারে পরিপূর্ণভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত। শুধুমাত্র দুর্বল ছাত্ররা যখন তার থেকে হাদীস বর্ণনা করে তখন সেগুলোতে ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। তাহলে বুঝা যায় যে, ভুলভ্রান্তিগুলো তার নয় বরং তাঁর দুর্বল ছাত্রদের। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন: কাসেম পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য। ইজলী বলেন: মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান ও তিরমিযী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। ইয়াকুব ইবনু শাইবা বলেন: তিনি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী, তবে অনেক হাদীস এরূপ বলেন যা অন্য সূত্রে জানা যায় না।[৯৪]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, শুধুমাত্র ওয়াদীন ও তাঁর উস্তাদ কাসেমের বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। যারা তাঁদের দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন তাঁরাও শুধুমাত্র স্মরণশক্তিগত কিছু দুর্বলতার কথা বলেছেন। মুহাদ্দিসগণের মানদণ্ড অনুসারে তাদের বর্ণিত হাদীস কোনো অবস্থাতেই "হাসান" পর্যায়ের নিচে নয়। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীসটির "হাসান" হওয়ার বিষয়ে ইমাম তাহাবীর দাবি সঠিক বলেই মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আবু দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ، الْمَعْنَى قَرِيبٌ، قَالا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ

[৯৪]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৮/২৮৯-২৯০, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৪৫০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

"আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' ও ইবনু আবী যিয়াদ বলেন- উভয়ের বর্ণনার অর্থ কাছাকাছি- তাঁরা উভয়ে বলেন: আমাদেরকে যাইদ ইবনু হুবাব, আব্দুর রাহমান ইবনু {সাবিত ইবনু} সাওবান থেকে, তাঁর পিতা থেকে, মাকহুল থেকে, তিনি বলেন: আমাকে আবু আয়েশা নামক আবু হুরাইরা ﵁-এরর মাজলিসের একব্যক্তি বলেন: সাহাবী সা'ঈদ ইবনুল 'আস অপর দুই সাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে ﵁ প্রশ্ন করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কিভাবে তাকবীর বলতেন? আবু মূসা ﵁ বলেন: তিনি ৪ বার তাকবীর বলতেন, জানাযার তাকবীরের মত। তখন হুযাইফা ﵁ বলেন: তিনি সত্য বলেছেন। তখন আবু মূসা ﵁ বলেন: আমি যখন বসরায় গভর্নর ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর প্রদান করতাম।"[৯৫]

আবু দাউদ হাদীসটি সংকলিত করে হাদীসের কোনো দুর্বলতা উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে আল্লামা আব্দুল আযীম মুনযিরীও হাদীসটি উল্লেখ করে এর কোনো দুর্বলতা উল্লেখ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের উভয়ের নিকট হাদীসটি হাসান বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। কারণ তাঁদের রীতি হলো, কোনো হাদীস যয়ীফ বা একেবারে অগ্রহণযোগ্য হলে তা উল্লেখ করা।[৯৬] ইমাম আবু দাউদ বলেছেন:

وَمَا كَانَ فِيْ كِتَابِيْ مِنْ حَدِيْثٍ فِيْهِ وَهْنٌ شَدِيْدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ وَمِنْهُ مَالاَ يَصِحُّ سَنَدُهُ، مَا لَمْ أَذْكُرْ فِيْهِ شَيْئاً فَهُوَ صَالِحٌ وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ.

"আমার গ্রন্থে যদি এমন কোনো হাদীস থাকে যা অত্যন্ত দুর্বল তাহলে আমি তা উল্লেখ করেছি, এর মধ্যে কিছু আছে যার সনদ সহীহ নয়। আর যে সকল হাদীস সংকলিত করে আমি কিছুই বলি নি সেগুলো গ্রহণযোগ্য। এগুলোর মধ্যে কোনোটি থেকে কোনোটি বেশি সহীহ হতে

[৯৫]. আবু দাউদ, আস-সুনান ১/২৯৯।
[৯৬]. ইবনুল হুমাম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৮১ হি.) শারহু ফাতহিল কাদীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫) ২/৭৩, যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ২/২১৫।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পারে।”[৯৭]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবু দাউদ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু অন্য অনেক মুহাদ্দিস তার সাথে একমত হতে পারেননি। ইমাম বাইহাকী দু দিক থেকে হাদীসটির দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন: **(ক)** হাদীসটির সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন এবং **(খ)** হাদীসটির ভাষ্য অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিপরীত। আমরা এ দু'টি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

প্রথম বিষয়: সনদের দুর্বলতা

আমরা দেখছি যে, আবু দাউদ থেকে সাহাবীগণ পর্যন্ত সনদের মাঝে ৬ পর্যায়ে ৭ ব্যক্তি রয়েছেন: ১. মুহাম্মাদ ইবনুল আলা', ২. ইবনু আবী যিয়াদ, ৩. যাইদ ইবনু হুবাব, ৪. আব্দুর রাহমান, ৫. তাঁর পিতা সাবিত ইবনু সাওবান, ৬. মাকহুল ৭. আবু আয়েশা।

১. সর্বপ্রথম ব্যক্তি আবু আয়েশা। এ ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। শুধুমাত্র এটুকু জানা যায় যে, তিনি আবু হুরাইরার একজন সহচর ছিলেন। সিরিয়ার প্রখ্যাত দুই তাবিয়ী মুহাদ্দিস মাকহুল ও খালিদ ইবনু মা'দান এ "আবু আয়েশা" থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। কোনো মুহাদ্দিস তাঁর বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেননি। কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেও ঘোষণা দেননি। আবার তিনি অনির্ভরযোগ্য তাও কেউ বলেননি। এ জন্য ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর বিষয়ে বলেন: "তিনি মাকবূল বা শর্তসাপেক্ষ গ্রহণযোগ্য।"[৯৮] ইবনু হাজারের পরিভাষায় এ হলো সর্বনিম্ন পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা। এ পর্যায়ের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন

مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيْثِ إِلاَّ الْقَلِيْلُ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ مَا يُتْرَكُ حَدِيْثُهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ «مَقْبُوْل» حَيْثُ يُتَابَعُ، وَإِلاَّ فَلَيِّنُ الْحَدِيْثِ.

"যে ব্যক্তি অতি অল্প হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যার বিষয়ে এমন

[৯৭]. আবু দাউদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কা ফী ওয়াসতি সুনানিহী (বৈরুত, লেবানন, দারুল আরাবিয়্যাহ) পৃ. ২৭।

[৯৮]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৬৫৪, তাহযীবুত তাহযীব ১২/১৬২, মুযযী, আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ ইবনুয যাকী (৭৪২ হি.), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮০) ৩৪/১৭।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কিছু প্রমাণিত হয় নি যে, তাঁর বর্ণিত হাদীস পরিত্যাগ করতে হবে। এ প্রকার বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে আমি বলেছি "মাকবূল"। অর্থাৎ যদি অন্য কোনো দুর্বল সূত্রে এ অর্থে হাদীস পাওয়া যায় তাহলে এ ব্যক্তির বর্ণনা সে দুর্বল সূত্রের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করবে। তা নাহলে তাঁকে দুর্বল বলে গণ্য করা হবে।[৯৯]

এভাবে আমরা দেখি যে, কোনো হাদীস যদি শুধুমাত্র আবু আয়েশা বর্ণিত হয় তাহলে তা দুর্বল বলে গণ্য হবে। আর যদি এ মর্মে অন্য কোনো হাদীস পৃথক কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে দ্বিতীয় সূত্র এরূপ দুর্বল হলেও উভয় সূত্রের বর্ণনা একত্রে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে "হাসান লিগাইরিহী" বা "একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য" বলা হয়।

২. আবু আয়েশা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ মাকহূল শামী। তিনি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[১০০]

৩. মাকহুল থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সাবিত ইবনু সাওবান আল-আনাসী। তিনি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হাদীসবর্ণনাকারী ছিলেন।[১০১]

৪. তাঁর পুত্র আব্দুর রাহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবান সিরিয়ার একজন নামকরা আবিদ ও বুযুর্গ ছিলেন। তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধ রয়েছে। কারণ তিনি যদিও অত্যন্ত বড় আবিদ ও বুযুর্গ ছিলেন, কিন্তু তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। ভুলভ্রান্তির পরিমাণ সীমিত হওয়াতে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: তাঁর হাদীস ভুলে ভরা, তিনি হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নন, যদিও তিনি বড় আবেদ ছিলেন। ইজলী, আবু যুর'আ ও নাসাঈও তাঁকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। ইবনু মা'য়ীন

[৯৯]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৭৪।
[১০০]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৪৫।
[১০১]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১৩২।

বলেন: তিনি দুর্বল, তবে (দুর্বলতা কম হওয়াতে) তাঁর হাদীস লেখা যায়। অপরদিকে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন: ইবনু সাওবান সত্যপরায়ণ গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদীস চলনসই। অনুরূপভাবে আমর ইবনু আলী ফাল্লাস, দুহাইম, আবু হাতিম রাযী, আবু দাউদ, ইবুন হিব্বান প্রমুখ ইমাম তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[১০২]

উপরের বক্তব্যগুলোর সারসংক্ষেপে ইবনু হাজার বলেন: "তিনি সত্যপরায়ণ তবে কিছু ভুল করেন, শেষ জীবনে তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে যায়।"[১০৩]

৫. তাঁর ছাত্র যাইদ ইবনু হুবাব, আবুল হুসাইন আল-'উকালী সত্যপরায়ণ গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীসকে সহীহ হিসাবে তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[১০৪]

৬. যাইদ ইবনু হুবাবের দু ছাত্র, ইমাম আবু দাউদের দু উস্তাদ। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' ইবনু কুরাইব অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল হাকাম ইবনু আবী যিয়াদও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন।[১০৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসটি আব্দুর রাহমান উবনু সাবিত ইবনু সাওবান থেকে শুধু যাইদ ইবনু হুবাবই বর্ণনা করেননি। অন্যান্য মুহাদ্দিসও তাঁর থেকে হাদীসটি শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আব্দুর রাহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবান পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ হলেই হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে।[১০৬]

দ্বিতীয় বিষয়: নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত

ইমাম বাইহাকীর মতে এ হাদীসের দুর্বলতার দ্বিতীয় দিক যে, তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর বিপরীত। এ হাদীসে আমরা দেখছি যে, সাঈদ ইবনুল আস আবু মুসা আশআরীকে ﵁ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে,

[১০২]. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, পৃ. ১৩৬।
[১০৩]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩৩৭।
[১০৪]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব পৃ. ২২২, তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩৪৭-৩৪৮।
[১০৫]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫০০, ৩০০।
[১০৬]. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়ীন (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪) ১/১২৩, যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৫/৪০৩।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ৪ তাকবীর বলতেন। বাইহাকী বলেন: এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বিবরণ হলো আবু মুসা (রা.) ও হুযাইফার (রা.) নিকট প্রশ্ন করা হলে তাঁরা ইবনু মাসঊদ (রা.)-কে উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। তখন ইবনু মাসঊদ (রা.) তাঁকে ৪ তাকবীর বলতে নির্দেশ দেন। তিনি বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম বা নির্দেশ বলে উল্লেখ করেননি।[১০৭]

উল্লেখ্য যে, শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী ইমাম বাইহাকীর এসকল অভিযোগ খণ্ডন করেছেন এবং হাদীসটিকে 'হাসান' বলে নিশ্চিত করেছেন। আমরা পরবর্তীতে তাঁর বক্তব্য আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৩. উপরের হাদীসদ্বয়ের পর্যালোচনা

প্রথমত: সনদ ও নির্ভরযোগ্যতা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু দাউদ সংকলিত এ হাদীসের সনদে দু'জন বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে: (১) আবু আয়েশা ও (২) আব্দুর রাহমান। উভয়ের বর্ণনার মধ্যেই কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আবু আয়েশার বিষয়ে ইবনু হাজার উল্লেখ করেছেন যে, অন্য কোনো সূত্রে হাদীস বর্ণিত হলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর আব্দুর রাহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবানকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। যাঁরা তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরাও তাঁকে পরিত্যক্ত বলেননি। শুধুমাত্র হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর কিছু দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রকারের দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসের অর্থে যদি অন্য কোনো দুর্বল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয় তাহলে তা একাধিক সনদের কারণে গ্রহণযোগ্য বা "হাসান লিগাইরিহী" বলে গণ্য হবে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, অনেক মুহাদ্দিসের মতেই এ হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য। কারণ তাঁরা আবু আয়েশা ও আব্দুর রাহমানের হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। আর তাঁরা এদের হাদীস যয়ীফ বা দুর্বল বলে গণ্য করেছেন তাঁদের মতানুসারেও হাদীসটি "হাসান লি গাইরিহী" বা "একাধিক সূত্রের কারণে গ্রহণযোগ্য"। কারণ প্রথম হাদীসটি পৃথক সূত্রে একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য উভয় হাদীস পৃথকভাবে

[১০৭]. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৮৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

গ্রহণযোগ্য বা "হাসান লিযাতিহী" বলে গণ্য না হলেও উভয়ে একত্রে "হাসান লিগাইরিহী" পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য হাদীস বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত: ৪ তাকবীর বনাম ৮ তাকবীর

দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে ঈদের সালাতের তাকবীরের সংখ্যা জানাযার তাকবীরের মত ৪ তাকবীর। এ কথার দু প্রকার অর্থ হতে পারে:

প্রথম সম্ভাবনা: ঈদের দু রাক'আত সালাতে মোট ৪ বার তাকবীর বলতে হবে। এগুলো সবই অতিরিক্ত হতে পারে বা এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ১, ২ বা ৩ তাকবীর। অতিরিক্ত তাকবীরটি বা তাকবীরগুলো এক রাক'আতে হতে পারে বা দু রাক'আতে হতে পারে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা: প্রত্যেক রাক'আতে ৪ তাকবীর বলতে হবে। এতে দু রাক'আতে মোট আট তাকবীর বলা হবে।

প্রথম হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে এ অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়। প্রথম হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক রাক'আতে ৪ তাকবীর বলা হবে। সাথে সাথে "জানাযার মত ৪ তাকবীর" দিতে হবে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক রাক'আত সালাতকে পৃথকভাবে জানাযার সালাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক রাক'আতে ৪ তাকবীরের কথা উল্লেখ করার পরে বলা হয়েছে 'জানাযার মত ৪ তাকবীর' দিতে হবে।

তৃতীয়ত: ৮ তাকবীর বনাম ৬ তাকবীর

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, উপরের দু'টি হাদীস একত্রে হাসান লি গাইরিহী পর্যায়ের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস, যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাতে দু রাক'আতে ৪ তাকবীর হিসাবে মোট আট তাকবীর বলতেন। এখন প্রশ্ন হলো এ ৮ তাকবীর সবই কি অতিরিক্ত? অথবা তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ এ ৮ সংখ্যা গণনা করা হয়েছে? তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ৭, ৬ অথবা ৫।

উপরের দু'টি বর্ণনায় এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে ইমাম

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বাইহাকী এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের যে হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন সে হাদীসে এবং এ বিষয়ক অনেক মাউকূফ (সাহাবীগণের কর্ম বিষয়ক) হাদীসে এ ৮ তাকবীরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আমরা এখন এ সকল মাউকূফ হাদীস আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

খ. মাউকূফ হাদীস

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ১২ তাকবীর বিষয়ে মারফূ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বা কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে প্রায় সবই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা। দুই একটি হাসান পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ক মাউকূফ বা সাহাবীগণের কর্ম বা কথা হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে বেশ কিছু অত্যন্ত বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীস রয়েছে।

৮ বা ৯ তাকবীর বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রেও আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই। আমরা দেখতে পেলাম যে এ বিষয়ে দু'টি মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং দু'টির সনদেন দুর্বলতা রয়েছে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ক মাউকূফ হাদীসগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নের আলোচনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারব, ইনশা আল্লাহ। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে ৮ জন সাহাবীর কর্ম বা কথা আলোচনা করব: ১. ইবনু মাসঊদ, ২. হুযাইফা, ৩. আবু মূসা আশ'আরী, ৪. আবু মাসঊদ আনসারী, ৫. ইবনু আব্বাস, ৬. মুগীরা ইবনু শু'বা, ৭. আনাস ইবনু মালিক ও ৮. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাঈন।

১. ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা, আবু মূসা ও আবু মাসউদ رضي الله عنهم -এর মত ও কর্ম

ক. প্রথম হাদীস

ইবনু আবী শাইবা বলেন:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

مُوسَى، وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ قَالَ سُفْيَانُ أَحَدُهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَقَالَ: الآخَرُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: تُكَبِّرُ تِسْعًا؛ تَكْبِيرَةٍ تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ، ثُمَّ تَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعًا، تَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ.

"আমাদেরকে ওকী' বলেছেন, সুফিয়ান থেকে, তিনি দু'জন উস্তাদ থেকে: ১. আবু ইসহাক সুবাইয়ী থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মূসা থেকে এবং ২. হাম্মাদ থেকে ইবরাহীম থেকে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন কুফার এক গভর্নর- সুফিয়ান বলেন আমার দু'জন উস্তাদের একজন বলেছেন: গভর্নরের নাম সাঈদ ইবনুল আস আর অপরজন বলেছেন: তাঁর নাম ওয়ালীদ ইবনু উকবাহ- তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস- আবু মুসা আশআরী رضي الله عنهم তিনজনের নিকট দূত প্রেরণ করে জানতে চান: ঈদ তো এসে গেল? তাহলে ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনাদের কি মত? তখন তাঁরা সকলে মিলে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদকে দায়িত্ব প্রদান করলেন। তিনি বলেন: ৯ বার তাকবীর বলবে। এক তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে (তাকবীরে তাহরীমা)। এরপর তিনবার তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলে রুকু করবে। এরপর (রুকু-সাজদা থেকে) উঠে দাঁড়াবে। তখন কুরআনের সূরা পাঠ করবে। এরপর ৪ বার তাকবীর বলবে। চার তাকবীরের এক তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।"[১০৮]

এ হাদীসের সনদ সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ওকী'য় ইবনুল জাররাহ অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী। সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। সুফিয়ান সাওরী হাদীসটি দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সূত্রে আবু ইসহাক আব্দুল্লাহ ইবনু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক সাবীয়ী আমর ইবনু আব্দুল্লাহ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মূসা আবুল আসওয়াদও পূর্ণ

[১০৮]. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁদের সকলের হাদীসই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের বর্ণনা সহীহাইনে সংকলিত হয়েছে। শুধুমাত্র সর্বশেষ ব্যক্তি আবু মূসা বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলিত করেননি। তবে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর হাদীস সংকলিত করেছেন। দ্বিতীয় সনদে সুফিয়ান সাওরী হাদীসটি হাম্মাদের মাধ্যমে ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা পরবর্তী হাদীসের আলোচনায় দেখব যে, তাঁরাও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের মানসম্পন্ন।[১০৯]

উপরের হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি:

প্রথমত: এ হাদীস উপরের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করছে। আমরা বুঝতে পারছি যে, সাহাবী যখন বলেন: ৮ তাকবীর বা ৯ তাকবীর তখন তিনি বুঝান, মুসালী সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় কতগুলো তাকবীর বলবেন। এজন্য তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরও সেগুলোর মধ্যে গণনা করেন। আবার কখনো শুধুমাত্র একত্রে পঠিত তাকবীরগুলো গণনা করেন। ফলে তাকবীরের সংখ্যার বর্ণনায় কমবেশি হয়। এ বর্ণনায় আমরা দেখছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ৯ তাকবীর বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা দেখছি যে সেগুলোর মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ৬। বাকী তিনটি তাকবীর সালাতের মূল তাকবীর: তাকবীরে তাহরীমা ও দু রাক'আতে দু রুকুর তাকবীর।

৮ তাকবীর বলতেও একই অর্থ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে প্রথম রাক'আতের রুকুর তাকবীর বাদ দিয়ে গণনা করা হয়, কারণ এ তাকবীরটি পৃথকভাবে বলা হয়। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর একত্রে বলা হয়। আর দ্বিতীয় রাক'আতে তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর ও রুকুর তাকবীর একত্রে বলা হয়। এ দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক সময় বর্ণনাকারী সাহাবী বা তাবিয়ী ৮ তাকবীর বলেন। উভয় সংখ্যার উদ্দেশ্য একই। পরবর্তী হাদীসগুলো থেকে আমরা বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা পাব।

[১০৯]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৮১, ২২৪, ৪২৩, ৩১৮।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দ্বিতীয়ত: আমরা এ হাদীস থেকে বুঝতে পারছি যে, ঈদের তাকবীরের বিষয়টি মুসলিম সমাজে সে সময়ে কিছুটা অস্পষ্ট ছিল। প্রশ্নকারী সাঈদ ইবনুল আস (মৃত্যু ৫৯ হি.) বা ওয়ালীদ ইবনু উকবা (মৃত্যু ৬১ হি.) উভয়েই মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ পর্যায়ের অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তাঁরা উসমান ﵁ ও মু'আবিয়ার ﵁ শাসনামলে কিছু সময় কুফার গভর্ণর ছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্নের সময় ছিল উসমানের শাসনামলে (২৩-৩৫ হি.), কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ উসমানের খেলাফতের শেষ দিকে ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এ সময়ে এ সাহাবী প্রশাসকের প্রশ্ন থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুসলিম সমাজে সুস্পষ্টতই জানা ছিল যে ঈদের সালাতে অতিরিক্ত কিছু তাকবীর বলতে হয়। কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা ও পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা অস্পষ্টতা ছিল। এজন্য এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঠিক শিক্ষা ও নির্দেশনা জানার জন্য তাঁরা এ সকল প্রাচীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে জীবন কাটানো সাহাবীগণকে প্রশ্ন করেছেন।

তৃতীয়ত: এ হাদীসটি যদিও মাউকূফ, অর্থাৎ সাহাবীর কর্ম বা মত হিসাবে বর্ণিত, তবে তাকে মারফূ' বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা উচিত। কারণ, আমরা মনে করতে পারি না যে, প্রশ্নকারী সাহাবী ও কুফার গভর্নর সালাতুল ঈদের বিষয়ে এ সকল সাহাবীর কাছে তাঁদের নিজস্ব মতামত জানার জন্য প্রশ্ন করেছেন। বরং একথা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতি জানার জন্যই প্রশ্ন করেছেন।

অনুরূপভাবে আমরা মনে করতে পারি না যে, এ সকল সাহাবী সমবেতভাবে ঈদের সালাতের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মধ্যে পালনীয় কোনো কর্মের বিষয়ে মনগড়াভাবে কিছু বলবেন। স্বভাবতই আমরা মনে করি যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষার আলোকেই প্রশ্নকারী সাহাবীকে উপরের পদ্ধতি ও সংখ্যা শিক্ষা দান করেছেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট দেখতে পাব।

খ. দ্বিতীয় হাদীস

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইসমাঈল ইবনু ইসহাক আল-কাযী (২৮২ হি.) বলেন:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْماً، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (١) تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاَةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، ثُمَّ تَدْعُو وَ(٢) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ (٣) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ (٤) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ، ثُمَّ (٥) تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ وَتَقْرَأُ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ تَدْعُو، (٦) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ (٧) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ (٨) تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ.

"আমাদেরকে মুসলিম ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, আমাদেরকে হিশাম ইবনু আবু আব্দুল্লাহ দাসতুয়াঈ বলেছেন, আমাদেরকে হাম্মাদ ইবনু আবু সুলাইমান বলেছেন, ইবরাহীম থেকে, আলকামা থেকে, তিনি বলেন: ইবনু মাসউদ, আবু মূসা আশ'আরী, হুযাইফা رضي الله عنهم তিনজনের নিকট ওয়ালীদ ইবনু উকবা ঈদের আগের দিন আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে বলেন: ঈদ তো নিকটে এসে গেল, ঈদের তাকবীর কিভাবে বলতে হবে? তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন: ১. একটি তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে। তোমার প্রভুর হামদ-সানা বলবে এবং নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে। এরপর দোয়া করবে এবং ২. তাকবীর বলবে ও পূর্বের মত (হামদ-সানা, দরুদ ও দোয়া) করবে। এরপর ৩. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর ৪. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর ৫. তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। এরপর উঠে দাঁড়াবে এবং কুরআন পাঠ করবে, তোমার প্রভুর হামদ-প্রশংসা করবে এবং নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে। এরপর দোয়া করবে। ৬. তাকবীর বলবে এবং

অনুরূপ করবে। এরপর ৭. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর ৮. তাকবীর বলবে এবং অনুরূপ করবে। এরপর রুকু করবে। তখন হুযাইফা ও আবু মূসা ﷺ বলেন: ইবনু মাসঊদ সত্য বলেছেন।"[১১০]

এ হাদীসটিও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের পর্যায়ে সহীহ বলে গণ্য। কারণ এর সনদে উল্লেখিত সকল বর্ণনাকারীর হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়েছে, শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু আবু সুলাইমানের হাদীস সহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়েছে, সহীহ বুখারীতে সংকলিত হয়নি।

মুসলিম ইবনু ইবরাহীম আযদী ফারাহীদী, হিশাম ইবনু আবু আব্দুল্লাহ সানবার আবু বাকর দাসতুয়াঈ, উভয়েই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী। বুখারী ও মুসলিমে তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।[১১১]

হাম্মাদ ইবনু আবু সুলাইমান কুফার অন্যতম ফকীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন।[১১২]

তাবিয়ী ইবরাহীম ইবনু ইয়াযিদ আন-নাখয়ী কুফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। আলকামা ইবনু কাইস ইবনু আব্দুল্লাহ প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আবেদ ও হাদীস বর্ণনায় অন্যতম নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। তাঁদের উভয়ের হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[১১৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ মাউকূফ হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী (৯০২ হি.) বলেন: "হাদীসটির সনদ সহীহ।"[১১৪]

উপরের হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারছি:

[১১০]. ইসমাঈল ইবনু ইসহাক (২৮২ হি.), ফাদলুস সালাত আলান নাবী (দাম্মাম, সৌদি আরব, রামাদী লিন-নাশর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) ১৮৬-১৮৭, বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৯১, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি.), জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) পৃ. ৬৬, ২২৯।

[১১১]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫২৯, ৫৭৩, তাহযীবুত তাহযীব ১০/১০৯-১১০।

[১১২]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১৭৮।

[১১৩]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৯৫, ৩৯৭, তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৪৪।

[১১৪]. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি.) আল-কাউলুল বাদী ফিস সালাতি আলাশ শাফী' (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭) পৃ. ২০১-২০২।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রথমত: দ্বিতীয় হাদীসের ঘটনাটি প্রথম হাদীসে বর্ণিত ঘটনা থেকে পৃথক হওয়া সম্ভব। তবে বাহ্যত দুটি হাদীসই একই ঘটনার বর্ণনা। সম্ভবত উপস্থিত তাবিয়ীগণ প্রত্যেকে নিজের পদ্ধতিতে পুরো ঘটনার আংশিক বর্ণনা দিয়েছেন। এজন্য উভয় বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। তবে তাকবীরের সংখ্য ও সময় সর্ম্পকে উভয় হাদীস একই বর্ণনা প্রদান করেছে।

দ্বিতীয়ত: এ বর্ণনা থেকে আমরা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে, ঈদের সালাতের তাকবীর প্রদানের বিষয়ে ইবনু মাসঊদের এ নির্দেশ তাঁর নিজের মত নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষার কথাই তিনি জানিয়েছেন। কারণ, যদি তা ইবনু মাসঊদের নির্দেশ হতো তাহলে অপর দু সাহাবী "ইবনু মাসঊদ সত্য বলেছেন" বলতেন না। কোনো নির্দেশ বা মতামতকে সাধারণত সত্য বা মিথ্যা বলা হয় না। তাঁদের কথা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা বুঝতে পেরেছিনে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য এ ইবাদতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত, কর্ম ও নির্দেশ জানা। আর এ জন্য তাঁরা প্রশ্নকারীর প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এ কথা বলেন। তাঁদের কথার স্বাভাবিক অর্থ: ইবনু মাসঊদ সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছেন, এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের তাকবীর প্রদান করেছেন বা করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

গ. তৃতীয় হাদীস

ইমাম সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا مَسْرُوْقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ كُرْدُوْسٍ قَالَ: أَرْسَلَ الْوَلِيْدُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا عِيْدُ الْمُسْلِمِيْنَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ فَقَالُوْا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ فَتِلْكَ خَمْسٌ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً يَرْكَعُ فِيْ آخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

“আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হাদরামী বলেছেন, আমাদেরকে মাসরূক ইবনুল মারযূবান বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু আবী যায়েদা বলেছেন, আশ‘আস থেকে কুরদূস থেকে, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, হুযাইফা, আবু মাসঊদ ও আবু মূসা আশ‘আরী رضي الله عنهم-এর কাছে ওয়ালীদ সন্ধ্যার পরে দূত প্রেরণ করে। তিনি বলেন: মুসলিমদের ঈদ তো এসে গেল, ঈদের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে? তাঁরা সকলেই বললেন: ইবনু মাসঊদকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বলেন: দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলবে। এরপর সূরা ফাতিহা ও মুফাসসাল সূরাগুলো থেকে একটি সূরা পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। এ হলো ৫ টি তাকবীর। এরপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও মুফাসসাল সূরাগুলোর একটি সূরা পাঠ করবে। এরপর ৪ বার তাকবীর বলবে। শেষ তাকবীরে রুকু করবে। এ হলো ৯ তাকবীর। উপস্থিত সাহাবীগণ কেউ তাঁর এ কথার কোনো প্রতিবাদ বা আপত্তি করলেন না।”[১১৫]

এ হাদীসটির সনদ সহীহ। হাফিজ হাইসামী (৮০৭ হি.) বলেন: رجاله موثوقون “এ সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।”[১১৬]

ঘ. চতুর্থ হাদীস

উপরের হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা অন্য সনদে সংকলন করে বলেন:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْعِيدِ أَرْسَلَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُم: إِنَّ الْعِيدَ غَدًا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَقُومُ فَتُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَتَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا وَلاَ مِنْ قِصَارِهَا ثُمَّ تَرْكَعُ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرْتَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ.

“আমাদেরকে হুশাইম বলেছেন, আশ‘আস থেকে কুরদূস থেকে ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما থেকে: ঈদের রাতে ইবনু মাসঊদ, আবূ মাসঊদ,

[১১৫]. তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর ৯/৩০২-৩০৩।

[১১৬]. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২০৪।

হুযাইফা ও আবু মূসা আশ‘আরীর ﷺ কাছে ওয়ালীদ ইবনু উকবা দূত প্রেরণ করে। তিনি তাঁদেরকে বলেন: আগামী কাল তো ঈদ, তাকবীর কিভাবে বলতে হবে? তখন ইবনু মাসঊদ বলেন: (সালাতে) দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলবে। এরপর সূরা ফাতিহা এবং মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মধ্য থেকে একটি সূরা পাঠ করবে। সূরাটি খুব বেশি বড়ও হবে না আবার ছোটও হবে না। এরপর রুকু করবে। এরপর উঠে দাঁড়াবে এবং কুরআন পাঠ করবে। যখন কুরআন পাঠ শেষ হবে তখন ৪ বার তাকবীর বলবে। এরপর চতুর্থ তাকবীরের সাথে রুকু করবে।”[১১৭]

ঙ. পঞ্চম হাদীস

ইমাম তাবারানী বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ كُرْدُوْسٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُكَبِّرُ فِيْ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ تِسْعاً تِسْعاً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَيَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُوْمُ فِيْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فَيَبْدَأُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ.

“আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনুন নাদর আল-আযদী বলেছেন, আমাদেরকে মু‘আবিয়া ইবনু আমর বলেছেন, আমাদেরকে যায়েদা বলেছেন, আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর থেকে, কুরদাউস থেকে, তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ ঈদুল ফিতরে ও ঈদুল আযহায় ৯ বার ৯ বার করে তাকবীর বলতেন। শুরুতে ৪ বার তাকবীর বলতেন। এরপর কুরআন পাঠ করতেন। এরপর একটি তাকবীর বলে রুকু করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক‘আতে উঠে দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাক‘আত শুরু করে প্রথমে কুরআন পাঠ করতেন। এরপর ৪ বার তাকবীর বলতেন। ৪ তাকবীরের এক তাকবীরের সাথে রুকু করতেন।”[১১৮]

হাদীসটির সনদ সহীহ। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: رجاله ثقات “হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।”[১১৯]

[১১৭]. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৪।
[১১৮]. তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর ৯/৩০২।
[১১৯]. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২০৫।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

চ. ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম তাবারানী বলেন:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: التَّكْبِيْرُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ أَرْبَعاً، كَالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

"আমাদেরকে আলী ইবনু আব্দুল আযীব বলেছেন, আমাদেরকে আবু নু'আইম বলেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বলেছেন, আলী ইবনুল আকমার থেকে আবু আতিয়্যাহ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে, তিনি বলেছেন: দুই ঈদের তাকবীর ৪ বার করে, ঠিক মৃতের উপর (জানাযার) সালাতের মত।"[১২০]

এ হাদীসটির সনদও সহীহ। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: رجاله ثقات "এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।"[১২১]

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে এ অর্থে আরো অনেক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণনা ও সংকলন করেছেন। সেগুলোর কোনোটিতে বলা হয়েছে, ঈদের তাকবীরের সংখ্যা ৮, প্রথম রাক'আতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ৪ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতের শেষে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর। অন্য হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে তাকবীরের সংখ্যা ৯। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর সহ ৫ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর। সকল হাদীসের অর্থ একই। তাহলো ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ৬।[১২২]

২. ইবনু আব্বাস ও মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মত ও কর্ম

ক. প্রথম হাদীস

ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবনু হাম্মাম সান'আনী (২১১ হি.) বলেন:

---

[১২০]. তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৯/৩০৫।

[১২১]. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২০৫।

[১২২]. আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১ হি.), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি.) ৩/২৯৩, ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِيْ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضاً. فَسَأَلْتُ خَالِداً كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِيْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَوَاءً.

"আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনু আবুল ওয়ালীদ বলেছেন, আমাদেরকে খালিদ আল-হাযযা বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি বলেন: আমি বসরায় ইবনু আব্বাসের ﵄ সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ঈদের সালাতে ৯ বার তাকবীর বলেন। তিনি প্রথম রাক'আতের শুরুতে ও দ্বিতীয় রাক'আতের শেষে তাকবীর বলেন। এভাবে দুই রাক'আতের কুরআন পাঠের মাঝে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর থাকে না। আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আরো বলেন: আমি মুগীরা ইবনু শু'বাকেও ﵁ অনুরূপ করতে দেখেছি। ইসমাঈল বলেন: আমি খালিদ আল-হাযযাকে ইবনু আব্বাস ﵄-এর কর্মের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যে ব্যাখ্যা দিলেন তা অবিকল ইবনু মাসঊদের তাকবীর পদ্ধতির সাথে মিলে গেল। আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ী ইবনু মাসঊদের যে তাকবীর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন (ইবনু মাসঊদের প্রথম হাদীস) খালিদের বর্ণনায় ইবনু আব্বাসের তাকবীর পদ্ধতি অবিকল একই।"[১২৩]

এ হাদীসটি ইবনু আবী শাইবাও সংকলিত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: خَمْسًا فِي الْأُولَى وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ

"আমাদেরকে হুশাইম বলেছেন, আমাদেরকে খালিদ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি বলেন: ইবনু আব্বাস ﵄ আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সালাত আদায় করলেন। তিনি ৯ বার তাকবীর বললেন: প্রথম রাক'আতে ৫ বার ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৪ বার। তিনি দুই রাক'আতের কুরআন পাঠের মধ্যে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর বললেন

[১২৩]. আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ৩/২৯৪, শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ ৪/৮, যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ২/২১৫।

AS-SUNNAH TRUST
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

না। অর্থাৎ তিনি প্রথম রাক'আতের প্রথমে ও শেষ রাক'আতের শেষে তাকবীর বললেন।"[১২৪]

ইবনু আব্বাসের এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের পর্যায়ের সহীহ। কারণ এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারীর হাদীস এ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ ও মুগীরা ইবনু শু'বা ﵁ থেকে যিনি বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আবুল ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-আনসারী। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তাবিয়ী মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্য সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে হাদীসটি যিনি বর্ণনা করেছেন, খালিদ ইবনু মিহরান আল-হাযযাও সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহ হিসাবে তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত করেছেন। তাঁর ছাত্র (ইবনু আবী শাইবার উস্তাদ) হুশাইম ইবনু বাশীর ইবনুল কাসিমও অনুরূপভাবে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণিত হাদীসকে সহীহ হিসাবে নিজেদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত করেছেন।[১২৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত যে, তিনিও ঈদের সালাতে ৯ তাকবীর প্রদান করেছেন। ৯ তাকবীরের পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসের রাবী নিশ্চিত করেছেন যে তিনি অবিকল ইবন মাসঊদ ﵁-এর পদ্ধতিতেই তা আদায় করেছেন। অর্থাৎ প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর ও রুকুর তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতের শেষে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর ও রুকুর তাকবীর। ইবনু মাসঊদ ﵁-এর হাদীস ও ইবনু আব্বাস ﵄-এর হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়ে ইবনু হাযম যাহিরী বলেন:

وَهَذَانِ الإِسْنَادَانِ فِيْ غَايَةِ الصِّحَّةِ

"এ দুটি সনদ বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত পর্যায়ে।"[১২৬]

[১২৪]. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৫।

[১২৫]. ইবনু হাজার, তাকবীরুত তাহযীব, পৃ. ২৯৯, ১৯১, ৫৭৪, তাহযীবুত তাহযীব ৫/১৫৮।

[১২৬]. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/২৯৫।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

খ. দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ ثنا رَوْحٌ قَالَ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا، وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا، وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ.

"আমাদেরকে আবু বাকরাহ বলেছেন, আমাদেরকে রূহ বলেছেন, আমাদেরকে সাঈদ বলেছেন, কাতাদাহ থেকে, ইকরিমাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: যে চাইবে ৭ বার তাকবীর বলবে, যে চাইবে ৯ বার তাকবীর বলবে অথবা ১১ বার বা ১৩ বার তাকবীর বলবে।"[১২৭]

এ হাদীসের সনদও সহীহ। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন:

وَعِكْرِمَةُ ثِقَةٌ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ. وَسَائِرُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، فَالإِسْنَادُ صَحِيْحٌ.

"ইকরিমাহ নির্ভরযোগ্য, বুখারী তাঁর বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন। সনদের বাকী বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য। কাজেই এ সনদটি সহীহ।"[১২৮]

৩. আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه-এর কর্ম

ইবনু আবী শাইবা বলেন:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

"আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, আশ'আস থেকে, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে আনাস رضي الله عنه থেকে, তিনি ঈদের সালাতে ৯ বার তাকবীর বলতেন। ইবনু আবী শাইবা বলেন: এরপর তিনি তাকবীরের বর্ণনা দেন ইবনু মাসউদ رضي الله عنه-এর হাদীসের অনুরূপ।"[১২৯]

এ হাদীসটির সনদ "সহীহ" অথবা অন্তত "হাসান"। ইবনু আবী

[১২৭]. তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ৪/৩৪৭।
[১২৮]. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১১-১১২।
[১২৯]. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৯৫।

শাইবার শিক্ষক ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ইবনু ফাররূখ আল-কাত্তান হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম। তিনি শুধু বিশুদ্ধতম হাদীস বর্ণনাকারীই ছিলেন না, উপরন্তু হাদীসের সনদ বিচারের অন্যতম ইমাম ছিলেন। তিনি "আশ'আস" থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আশআসের পিতার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে অস্পষ্টতা এসেছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদের উস্তাদ পর্যায়ে যাদের নাম আশ'আস তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আশ'আস ইবনু আব্দুল মালিক আল-হুমরানী। তিনি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো যে, এখানে আশ'আস বলতে আশ'আস ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির। তিনি সত্যপরায়ণ গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি তাবিয়ীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিদ, ফকীহ ও মুহাদ্দিস।[১৩০]

এভাবে আমরা দেখছি যে, আশ'আস যদি আশ'আস ইবনু আব্দুল মালিক হন, তাহলে হাদীসটির সনদ সহীহ। আর যদি আশ'আস ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির হন তাহলে হাদীসটির সনদ হাসান।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর رضي الله عنه-এর কর্ম

আব্দুর রাযযাক সান'আনী বলেন:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: ... إِنَّ يُوْسُفَ بْنَ مَاهِكٍ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لاَ يُكَبِّرُ إِلاَّ أَرْبَعاً فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءً يُكَبِّرُهُنَّ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ.

"ইবনু জুরাইজ থেকে, তিনি আতাকে বলেছেন: .... ইউসূফ ইবনু মাহিক আমাকে বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর প্রত্যেক রাক'আতে ৪ তাকবীর ছাড়া বলতেন না, তিনি দু রাক'আতেই এভাবে ৪ তাকবীর বলতেন। আমরা তাঁর থেকে তা শুনেছি।"[১৩১]

এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উভয় গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের পর্যায়ের সহীহ হাদীস। ইউসূফ ইবনু মাহিক ইবনু বাহযাদ মাক্কী পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু

[১৩০]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১১৩, ৪৮৩, ৫৯১।
[১৩১]. আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ৩/২৯১, তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ৪/৩৪৮।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

জুরাইজ মাক্কী প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁদের উভয়ের হাদীসই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহ হিসাবে সংকলিত করেছেন।[১৩২]

বাহ্যত ৪ তাকবীর বলতে ইবনু মাসঊদ ﵁ ও অন্যান্য সাহাবীর অনুরূপ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ৪ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর বুঝানো হয়েছে। এখানে আরো দুটি সম্ভাবনা কেউ উল্লেখ করতে পারেন। প্রথম সম্ভাবনা হলো ৪ তাকবীর বলতে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীর সহ ৪ তাকবীর বুঝানো হবে। তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে প্রথম রাক'আতে ২ ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৩ মোট ৫। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো ৪ তাকবীর বলতে প্রত্যেক রাক'আতে অতিরিক্ত ৪ তাকবীর বুঝানো হবে। তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ৮।

হাদীসের বাহ্যিক শব্দ থেকে এরূপ সম্ভাবনার চিন্তা করা গেলেও সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুহাদ্দিস ও ফকীগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে প্রথম সম্ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনা গ্রহণের সুযোগ থাকে না। কারণ ৬ তাকবীরের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ ৪, ৮ ও ৯ তাকবীরের সকল মারফূ ও মাউকূফ হাদীসকে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের দলীল হিসেবে উল্লেখ করে তা গ্রহণ বা খণ্ডন করেছেন। অন্য কোনো সম্ভাবনা তাঁরা বিচার করেননি। তাঁরা সকলেই ৪ বা ৮ তাকবীর বলতে প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তাকবীর ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর বুঝেছেন। ৯ তাকবীর বলতে এগুলোর সাথে তাকবীরে তাহরীমা বুঝেছেন। ৪, ৮ ও ৯ তাকবীরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম কেউ দাবি করেননি। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

[১৩২]. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩৬৩, ৬১১।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তৃতীয় পর্ব
পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

আমরা সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক প্রায় সকল হাদীস আলোচনা করেছি। এ আলোচনা থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো বুঝতে পারছি:

১. কোনো মারফূ হাদীসই পরিপূর্ণ সহীহ নয়

আমরা দেখছি যে, ১৩, ১২, ৯, ৮, ৪ বিভিন্ন সংখ্যার তাকবীরের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বা কর্ম হিসাবে বর্ণিত একটি হাদীসও এককভাবে সহীহ নয়। এ বিষয়ক প্রত্যেকটি মারফূ হাদীসের সনদেন দুর্বলতা রয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস আপেক্ষিকভাবে বা সামষ্টিকভাবে দু-একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তবে নিরপেক্ষ বিচার ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধন্তের আলোকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, এ বিষয়ক কোনো হাদীসকে এককভাবে সহীহ বলা সম্ভব নয়। এজন্যই তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে সাহাবীগণের কর্ম ও মতের উপর নির্ভর করতেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল বলেন:

لَيْسَ يُرْوَى فِيْ التَّكْبِيْرِفِيْ الْعِيْدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ إِنَّمَا أَخَذَ مَالِكٌ فِيْهَا بِفِعْلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁.

“দুই ঈদের তাকবীরের বিষয়ে নবী ﷺ থেকে একটি সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে মালিক আবু হুরাইরার ﵁ কর্ম গ্রহণ করেছেন।”

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাকিম নাইসাপুরী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও অনুরূপ কথা বলেছেন।[১৩৩]

ষষ্ঠ শতকের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুশদ আল-কুরতুবী (৫৯৫ হি.) বলেন:

سَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ (فِيْ التَّكْبِيْرَاتِ فِيْ صَلاَةِ الْعِيْدِ) اخْتِلاَفُ الآثَارِ الْمَنْقُوْلَةِ فِيْ ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ ... وَإِنَّمَا صَارَ الْجَمِيْعُ إِلَى الأَخْذِ بِأَقَاوِيْلِ الصَّحَابَةِ فِيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام شَيْءٌ وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابَةِ فِيْ ذَلِكَ هُوَ تَوْقِيْفٌ إِذْ لاَ مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيْ ذَلِكَ.

"ঈদের সালাতের তাকবীরের বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদের কারণ হলো এ বিষয়ে বর্ণিত সাহাবীগণের কর্মের বিভিন্নতা।... এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো কিছুই সহীহরূপে বর্ণিত হয়নি, সেজন্যই সকল ফকীহকে সাহাবীগণের কথার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। একথা সর্বজনজ্ঞাত যে, এ বিষয়ে সাহাবীগণের মতামতও মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ বলে গণ্য; কারণ এ বিষয়ে কিয়াস করে কিছু বলার কোনো অবকাশ নেই। (কোনো সাহাবী কিয়াস করে কিছু বলেছেন বলে মনে করার কোনো সম্ভাবনা নেই, কাজেই সাহাবীর কথাকেও মারফূ হাদীসের পর্যায়ের মনে করতে হবে।)"[১৩৪]

২. দুটি মারফূ' হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য

মারফূ হাদীসগুলোর প্রত্যেকটির সনদে কমবেশি দুর্বলতা থাকলেও সার্বিক বিচারে দুটি হাদীস "সহীহ লিগাইরিহী" বা "হাসান" বলে বিবেচিত:

প্রথম হাদীস: আমর ইবনু শু'আইব বর্ণিত ১২ বা ১১ তাকবীর বিষয়ক হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসটির সনদ অনেক মুহাদ্দিসের নিকট দুর্বল, তবে ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার প্রমুখ এ সনদকে হাসান বলে গ্রহণ করেছেন। আমর ইবনু শু'আইব থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী

[১৩৩]. ইবনুল জাউযী, আত-তাহকীক ১/৫১১, ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ৫/৮৫, যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ২/২১৮, শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ ৪/১০।

[১৩৪]. ইবনু রুশদ, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৫৯৫ হি.), বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ (বৈরুত, দারুল ফিকর) ১/১৫৮।

AS-SUNNAH TRUST
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

"তায়েফী" কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে দুর্বল, আবার কেউ কেউ তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে ইবনু লাহী'য়াহর হাদীস ও অন্যান্য দুর্বল সনদের হাদীস এ হাদীসের অর্থের সমর্থন করে। কাজেই সার্বিক বিচারে হাদীসটি (সহীহ লিগাইরিহী বা হাসান হিসেবে) গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় হাদীস: ৪ তাকবীর বিষয়ক আবু মুসা আশ'আরীর হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসকে ইমাম আবু দাউদ হাসান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে এ হাদীসের সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে ইমাম তাহাবী বর্ণিত অন্য হাদীসটি এ হাদীসের সমর্থন করে। ফলে উভয় হাদীস একত্রে (সহীহ লিগাইরিহী বা হাসান হিসাবে) গ্রহণযোগ্য।

নিরপেক্ষ সনদভিত্তিক বিচারের ফলাফল এর বাইরে যেতে পারে না বলেই আমরা মনে করি। এখন যদি কেউ দাবি করেন যে, এ বিষয়ে আমর উবনু শু'আইবের হাদীসটি অথবা ইবনু লাহী'য়াহর হাদীসটি সহীহ, কারণ অমুক অমুক একে সহীহ বলেছেন, আর ওয়াদীনের হাদীস বা ইবনু সাওবানের হাদীস বাতিল, কারণ অমুক তাকে বাতিল বলেছেন; অথবা ইবনু লাহী'য়াহকে অমুক দুর্বল বলেছেন ও আমর ইবনু শু'আইবকে অমুক দুর্বল বলেছেন, এজন্য ১২ তাকবীরের সব হাদীস যয়ীফ, আর ওয়াদীনকে বা ইবনু সাওবানকে অমুক নির্ভরযোগ্য বলেছেন কাজেই ৪ বা ৮ তাকবীরের হাদীস সহীহ তাহলে তা গবেষণা নয় বরং প্রবৃত্তি ও মনমর্জির অনুসরণ করায় পরিণত হবে।

৩. ১২, ১১, ১০ ও ৬ তাকবীর সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত

আমরা দেখেছি যে, অতিরিক্ত ১২, ১১ বা ১০ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীস আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ সাহাবীর কর্ম হিসাবে সহীহ সনদে বর্ণিত ও প্রমাণিত। অপরদিকে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরসহ ৮ বা ৯ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আবু মুসা আশ'আরী, মুগীরা ইবনু শু'বা, আবু মাসঊদ আনসারী,

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আনাস ইবনু মালিক প্রমুখ সাহাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত ও প্রমাণিত।

৪. সাহাবীগণের কর্মের বৈপরীত্যের কারণ

সম্ভবত এ বিষয়ে কোনো একক কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে না থাকাই সাহাবীগণের মতভেদের কারণ। এখানে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্যে দীর্ঘদিন থেকেছেন এমন সাহাবীগণও এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যেমন আবু হুরাইরা ؓ একভাবে তাকবীর বলেছেন এবং ইবনু মাসঊদ ؓ অন্যভাবে তাকবীর বলেছেন। মদীনার সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবী প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দু ঈদের সালাত আদায় করতেন। যদি ঈদের সালাতের তাকবীরের বিষয়ে তাঁর কোনো সুনির্ধারিত পদ্ধতি থাকত তাহলে নিশ্চয় তাঁরা তা জানতেন। আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, আবু হুরাইরা ؓ, ইবনু মাসঊদ ؓ বা অন্য কোনো সাহাবী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো শিক্ষা, নির্দেশ, কর্ম বা পদ্ধতি জানবেন অথচ তা পালন করবেন না বা তার বিপরীত কোনো কর্ম করবেন বা শিক্ষা দিবেন। এজন্য আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাঁদের মতভেদের কারণ সুন্নাতের ভিন্নতা বা ইজতিহাদ: (ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে ঈদের সালাতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাকবীর প্রদান করতেন। এজন্য একেক সাহাবী একেক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অথবা (খ) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ﷺ কোনো বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দেননি। তাঁর কর্ম ও শিক্ষার আলোকে তাঁরা বুঝেছেন যে, এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা বিচারের অবকাশ রয়েছে। এ জন্য তাঁরা এ বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতির আলোকে প্রথম সম্ভাবনাই একমাত্র গ্রহণীয় ব্যাখ্যা। বিশেষত, তাকবীরের সংখ্যা ইজতিহাদ বা কিয়াস করে নির্ধারণ করার মত কোনো বিষয় নয়। এজন্য গবেষক আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে সাহাবীগণের কর্ম বা বক্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের ব্যাখ্যা বা মারফূ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, একই সাহাবী বিভিন্নভাবে

তাকবীর বলেছেন। ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বিশুদ্ধ সনদে দু পদ্ধতিতেই তাকবীর প্রমাণিত। এছাড়া তিনি বিভিন্নভাবে তাকবীর প্রদানের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এ সকল হাদীস এ বিষয়ক উদারতা ও প্রশস্ততা প্রমাণ করে।

৫. ফকীহগণের মতভেদ স্বাভাবিক

যেহেতু এ বিষয়ে এককভাবে সহীহ সনদে কোনো হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয় এবং যেহেতু এ বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন এবং বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন প্রকারে তাকবীর প্রদান করেছেন, সেহেতু স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যারা ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখেন তারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ইমাম মালিক, শাফিয়ী প্রমুখ হিজাযবাসী ফকীহ স্বভাবতই আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-এর মত গ্রহণ করেছেন। কারণ এদের মতই হিজাযে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ কুফাবাসী ফকীহ স্বভাবতই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁-এর কর্ম ও মত গ্রহণ করেছেন। কারণ প্রথম হিজরী শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কুফার ফিকহ ও ইলমের জগত মূলত ইবনু মাসউদ ﵁-এর ছাত্রগণ কতৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। কুফায় তাঁর বর্ণিত হাদীস ও তাঁর মতামতই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। এ মতভেদ খুবই স্বাভাবিক এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামী ফিকহ বা ব্যবহার শাস্ত্রের মূলনীতিই হলো, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো বিশুদ্ধ একক বর্ণনা পাওয়া যায় না সে বিষয়ে প্রত্যেক এলাকার মুসলিমগণ তাঁদের এলাকার সুপ্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অনুসরণ করেন।

৬. ইমাম আবু হানীফা ﵀-এর মত

এ স্বাভাবিক মতবিরোধের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ﵀ অত্যন্ত প্রশস্ত মত প্রদান করেছেন। কুফায় অগণিত তাবিয়ী- তাবি-তাবিয়ীর মাধ্যমে ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে প্রমাণিত ও সুপ্রসিদ্ধ মত তিনি গ্রহণ করেছেন। তবে অন্যান্য সাহাবীর অনুসরণ নিষেধ করেননি। বরং সাহাবীগণ থেকে সহীহরূপে বর্ণিত যে কোনো মতের অনুসরণ করা ভাল

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ (১৮৯ হি.) বলেন:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِ تَكْبِيْرَاتٍ أَيَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُكَبِّرُوا مَعَهُ قَالَ نَعَمْ، يَتَّبِعُوْنَهُ إِلاَّ أَنْ يُكَبِّرَ مَا لاَ يُكَبِّرُ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَمَا لَمْ تَجِئْ بِهِ الآثَارُ.

"আমি বললাম: বলুন তো, যদি ইমাম দু ঈদের সালাতে নয় তাকবীরের বেশি তাকবীর প্রদান করে তাহলে মুক্তাদীগণের জন্য কি তাঁর সাথে সাথে তাকবীর বলা উচিত হবে? তিনি বলেন: হাঁ, মুক্তাদীগণ নয় তাকবীরের অধিক তাকবীরগুলোতেও ইমামের অনুসরণ করবেন। তবে যদি ইমাম এরূপভাবে তাকবীর বলে যা কোনো ফকীহ বলেন নি বা যে পদ্ধতি কোনো হাদীস বা সাহাবীগণের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত নয় তাহলে সে তাকবীরের ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে না।"[১৩৫]

ইমাম মুহাম্মাদ অন্যত্র বলেছেন:

اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ التَّكْبِيْرِ فِيْ الْعِيْدَيْنِ، فَمَا أَخَذْتَ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ. وَأَفْضَلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.... وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

"দু ঈদের তাকবীরের বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যে পদ্ধতিই তুমি গ্রহণ কর তা ভাল (সব পদ্ধতিই ভাল কাজেই তুমি যে কোনো পদ্ধতি অনুসারে চলতে পার)। তবে সকল পদ্ধতির মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে উত্তম ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত পদ্ধতি।...এ আবু হানীফার কথা।"[১৩৬]

৭. বিভক্তি, দলাদলি ও বিদ্বেষ

এ বিষয়ে সবচেয়ে আপত্তিকর ও বেদনাদায়ক বিষয় হলো, সালাতুল ঈদের তাকবীরের সংখ্যা কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে বিভেদ, হানাহানি ও দলাদলি সৃষ্টি করা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে এবং সাহাবীগণের যুগ থেকে এ

[১৩৫]. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯ হি.), আল-মাবসূত (করাচী, পাকিস্তান, এদারাতুল কুরআন) ১/৩৮৩-৩৮৪, ১/৩৮০-৩৮১, সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯) ২/৪২, কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭ হি.), বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) ১/২৭৭-২৭৮।

[১৩৬]. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, মুআত্তা ইমাম মালিক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কলম) পৃ. ৮৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু একটি পদ্ধতিকে গায়ের জোরে বা অন্ধভাবে 'অমুক বলেছেন' বলে সহীহ বলে দাবি করা, অন্য সকল পদ্ধতিকে মনগড়াভাবে "যয়ীফ" বলে প্রচার করা, এ সকল পদ্ধতি পালনকারীদেরকে পাপী, অপরাধী, মুর্খ, বিভ্রান্ত ইত্যাদি বলে মনে করা, এভাবে মুসলিম সমাজে বিভক্তি, হিংসা, দলাদলি সৃষ্টি করা এবং ঈদের জামাত ভিন্ন করা যে কত বড় বেদনা ও আপত্তির কথা তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অজ্ঞানতা অপরাধ। তবে অজ্ঞানতাকে জ্ঞান বলে দাবি করা এবং অন্যের জ্ঞানকে অজ্ঞানতা মনে করা সম্ভবত আরো অনেক বড় অপরাধ। অন্ধ অনুকরণ অন্যায়। তবে নিজেদের অন্ধ অনুকরণকে সজ্ঞান গবেষণা বলে চালানো বেশি অন্যায়। আশা করি পাঠক একমত হবেন যে, "১২ তাকবীর"-কে "না-জায়েয", মাযহাব বিরোধী বা ওহাবী মত বলে গণ্য করা অথবা "৬ তাকবীর" ভিত্তিহীন, দলিলবিহীন বা এতে নামায হবে না বলে দাবি করা বা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করা সমান ঘৃণ্য অপরাধ।

মানুষের অন্যতম দুর্বলতা হলো, একবার কোনো মত গ্রহণ করলে তা পরিত্যাগ করাকে ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করা। এজন্য অনেক মানুষই দ্বীনের ক্ষেত্রে দলিল প্রমাণাদি জানার পরেও বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে নিজের মতকেই বিজয়ী করার চেষ্টা করতে থাকেন। তবে সকল সমাজে এমন অনেক মানুষও আছেন, দ্বীনের বিষয়ে যাঁদের কাছে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনাই সবচেয়ে বড় বিষয়। এ সকল মানুষ কখনো কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নিজের মতামতের ভুল বা অসম্পূর্ণতা বুঝতে পারলে তা অকাতরে সংশোধন করতে পারেন। আমরা আশা করি, অন্তত এ সকল মানুষেরা আমাদের এ সামান্য আলোচনা থেকে উপকৃত হবেন।

৮. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত

২০০৩ সালে এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় শাইখ আলবানীর 'ইরওয়াউল গালীল'-সহ সামান্য কয়েকটি গ্রন্থ আমার কাছে ছিল। ফলে তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলো সম্পর্কে তার অনেক বক্তব্য আমার অজানা ছিল। পরবর্তীতে তাঁর বক্তব্য বিস্তারিত জেনেছি। তিনি ১২ তাকবীর এবং ৬ তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলোকে সামগ্রিকভাবে সহীহ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আমরা ৬ তাকবীর প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে ৪ তাকবীরের দুটি মারফূ হাদীস উল্লেখ করেছি। আলবানী প্রথম হাদীসটিকে (তাহাবী সংকলিত) হাসান বলে উল্লেখ করেছেন[১৩৭] এবং দ্বিতীয় হাদীসটিকে (আবূ দাউদ সংকলিত) হাসান সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৮] তিনি ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত ৯ ও ৮ তাকবীরের হাদীসগুলোকে ৪ তাকবীরের হাদীসগুলোর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যারা ১২ তাকবীর বা ৬ তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলোকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন তিনি তাঁদের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর পর্যালোচনা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনারই অনুরূপ। এজন্য আমরা তা উদ্ধৃত করছি না। তবে এ প্রসঙ্গে তাঁর উপসংহারটি প্রণিধানযোগ্য। ৬, ৮ বা ৯ তাকবীর বিষয়ক মারফূ হাদীস ও মাউকূফ হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেন:

فهذه آثار كثيرة قوية تشهد لحديث الترجمة، وهي وإن كانت موقوفة، فهي في حكم المرفوع، لأنه يبعد عادة أن يتفق جماعة منهم على مثله دون توقيف، ولو جاء مثله غير مرفوع لكان حجة، فكيف وقد جاء مرفوعا من وجهين، أحدهما حديث الترجمة، والآخر شاهده المذكور عن أبي عائشة، وأما إعلال البيهقي إياه بمخالفته للذين رووه عن ابن مسعود موقوفا ، فكان يمكن الاعتداد به، لولا الطريق الأولى ، وهي مما فات البيهقي فلم يتعرض لها بذكر... والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة، ... فتضعيف الطحاوي لها مما لا وجه له ، كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه.. والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للتعصب والفرقة، وإن كان السبع و الخمس أحب إلي لأنه أكثر.

[১৩৭]. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৬/৪৯৬, নং ২৯৯৭।
[১৩৮]. সুনান আবী দাউদ, আলবানীর টীকাসহ (শামিলা) ১/৪৪৭, নং ১১৫৫।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

"এগুলো অনেকগুলো শক্তিশালী আসার (মাউকূফ হাদীস), যেগুলো এ অনুচ্ছেদের শিরোনামের মারফূ হাদীসটিকে (ইমাম তাহাবী সংকলিত ৪ তাকবীরের হাদীস) প্রমাণিত করে। এগুলো মাউকূফ (সাহাবীগনের) হাদীস হলেও তা মারফূ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) হাদীসের বিধানের আওতাভূক্ত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা ব্যতিরেকে সাহাবীগণের একটি দলের এভাবে একটি বিষয়ে একমত হওয়া স্বাভাবিক নয়। কোনো মারফূ হাদীস ছাড়া যদি শুধু এতগুলো মাউকূফ হাদীস কোনো বিষয়ে বর্ণিত হয় তবে তা শরীয়তের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। তাহলে দুটি সনদে বর্ণিত মারফূ হাদীসের পাশাপাশি এ সকল মাউকূফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মারফূ হাদীসদুটোর একটি হলো এ অনুচ্ছেদের শিরোণামের হাদীসটি এবং দ্বিতীয়টি আবূ আয়েশার সূত্রে বর্ণিত (আবূ দাউদ সংকলিত) হাদীস)। এ হাদীসটির বিষয়ে বাইহাকী বলেছেন যে, অন্যান্য সনদে হাদীসটি ইবন মাসউদ رضي الله عنه-এর নিজের কর্ম হিসেবে বর্ণিত, কাজেই আবূ আয়েশার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম হিসেবে বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি প্রথম সনদে হাদীসটি বর্ণিত না হতো তবে তাঁর এ আপত্তি গ্রহণ করার সুযোগ থাকত। বাইহাকী প্রথম হাদীসটি উল্লেখ করেননি। ... প্রকৃত সত্য এই যে, সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়টি প্রশস্ত। যার ইচ্ছা চার চার তাকবীর বলবে। উপরের মারফূ হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য এ মতের দলীল। আর যার ইচ্ছা প্রথম রাকআতে ৭ এবং দ্বিতীয় রাকআতে ৫ তাকবীর বলবে। ইমাম বাইহাকী যে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেটি তার দলীল। হাদীসটি কয়েকজন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত এবং সবগুলো বর্ণনা একত্রে সহীহ পর্যায়ে পৌছে যায়। তাহাবী ১২ তাকবীরের হাদীসকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। তাঁর এ কর্মটি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে তাঁর বিরোধীগণের কর্মও গ্রহণযোগ্য নয়; যারা তাঁর মাযহাবের পক্ষে পেশকৃত এ সকল হাদীসকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। সঠিক সত্য এই যে, তাকবীরের এ পদ্ধতিগুলো সবই বৈধ। যে পদ্ধতিতেই তাকবীর আদায় করা হোক তাতে সুন্নাত আদায় হবে। কাজেই বিভক্তি ও বাড়াবাড়ির কোনো কারণ নেই। তবে ৭ ও ৫ তাকবীর যেহেতু সংখ্যায় বেশি সেহেতু তা আমার কাছে অধিক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

প্রিয়।”[১৩৯]

মাযহাবী ও ফিকহী মতভেদের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা ও বাড়াবাড়ির একটি মজার বিষয় নাসখ অর্থাৎ রহিত হওয়া বা ইজমা অর্থাৎ ঐকমত্যের দাবিদাওয়া। প্রত্যেক মতের অনুসারীরা দাবি করেন যে, তাদের মতের পক্ষে মুসলিমদের ইজমা হয়ে গিয়েছে বা বিপরীত হাদীসগুলো রহিত হয়ে গিয়েছে। এ সব দাবিদাওয়ার অর্থ এমন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে যে সকল সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বিপরীত কর্মটি করেছেন তাঁরা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না! অথবা রহিত কর্মটি করে তাঁরা গোনাহগার হয়েছেন।

ঈদের তাকবীরের বিষয়টিও একইরূপ। আমরা দেখলাম, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন যে, হাদীসে বর্ণিত যে কোনো সংখ্যার তাকবীর বলা যাবে। কিন্তু তারপরও পরবর্তী যুগের অনেক হানাফী ফকীহ দাবি করেছেন যে, উমার رضي الله عنه-এর যুগে সালাতুল ঈদে ৪ বার করে তাকবীর বলার বিষয়ে ঐকমত্য বা ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ক মাউকূফ হাদীসটিতে সালাতুল জানাযার তাকবীরের বিষয়ে একমত হওয়ার কথা বলা হয়েছে; সালাতুল ঈদের বিষয়ে ইজমার কথা বলা হয়নি। সর্বোপরি হাদীসটি সনদ বিচ্ছিন্ন বা মুনকাতি।[১৪০]

এর বিপরীতে অনেক ফকীহ দাবি করেছেন যে, ১২ তাকবীরের বিষয়ে মুসলিমদের ইজমা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম বাইহাকী আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত ৯ তাকবীর বিষয়ক মাউকূফ হাদীস উল্লেখ করে বলেন:

وَهَذَا رَأْيٌ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ

“এটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ رضي الله عنه-এর একটি রায় বা কিয়াস মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস এবং মুসলিমগণের কর্ম যে পদ্ধতির উপর সেটিই গ্রহণ করা উত্তম।”[১৪১]

[১৩৯]. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাআরিফ, ১৯৯৬) ৬/১২৫৯ হা ২৯৯৭।
[১৪০]. তাহাবী, শারহ মা'আনীল আসার ১/৪৯৫।
[১৪১]. বাইহাকী,আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৯১।

এখানে ইমাম বাইহাকী চারটি দাবি করেছেন: (১) ৯ তাকবীরের আমলটি ইবন মাসঊদ ﵁-এর কিয়াস বা যুক্তি নির্ভর মত, (২) একমাত্র তিনিই এ মত অনুসরণ করেছেন, (৩) তাঁর মতের পক্ষে কোনো মারফূ হাদীস নেই এবং (৪) 'মুসলিমগণ' বা মুসলিম উম্মাহর সকলেই ১২ তাকবীরের হাদীস গ্রহণ করেছেন, কাজেই উম্মাতের ইজমা গ্রহণ করাই উত্তম।

তাঁর এ দাবিগুলো সবই ভুল: (১) তাকবীরের সংখ্যা ইজতিহাদ বা কিয়াস করে বের করা যায় না, (২) ইবন মাসঊদ ﵁ ছাড়া আরো অনেক সাহাবী তাঁরই মত ৯ তাকবীর দিতেন, (৩) তাঁর এ কর্মটি মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং (৪) ইমাম বাইহাকী বলেছেন: মুসলিমগণের কর্ম ১২ তাকবীর। অথচ অনেক সাহাবী ও তাবিয়ী ইবন মাসঊদ ﵁-এর মতই তাকবীর প্রদান করেছেন। এ সকল সাহাবী-তাবিয়ী কি তাহলে 'মুসলিমগণ'-এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না? এ প্রসঙ্গে ইমাম বাইহাকীর উপরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে শাইখ আলবানী বলেন:

وقد تعقبه ابن التركماني بقوله: «قلت: هذا لا يثبت بالرأي. قال أبو عمر في «التمهيد»: مثل هذا لا يكون رأيا، ولا يكون إلا توقيفا، لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس، وقال ابن رشد في «القواعد»: معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف، إذ لا يدخل القياس في ذلك. وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة و التابعين، أما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم، و أما التابعون فقد ذكرهم ابن أبي شيبة في (مصنفه)». قلت: أفليس هؤلاء من المسلمين؟!

"ইবনুত তুরকমানী বাইহাকীর বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন: এরূপ বিষয় কখনো কিয়াস করে বানানো যায় না। ইবন আব্দুল বার্‌র 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে বলেন: এরূপ কর্ম কখনো কিয়াস বা রায় হতে পারে না; এরূপ কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা ছাড়া হতে পারে না। কারণ কিয়াস-ইজতিহাদ করে ৭ বা তার কম বা বেশি কোনো কিছুর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায় না। ইবন রুশদ তাঁর "আল-কাওয়ায়িদ" গ্রন্থে বলেন: এ কথা সুপরিজ্ঞাত যে, এ বিষয়ে সাহাবীগণের কর্ম ওহীর নির্দেশনা বলে

গণ্য। কারণ এরূপ বিষয়ে কিয়াস করার কোনো সুযোগ নেই। (আলবানী বলেন:) এছাড়া সাহাবীগণ এবং তাবিয়ীগণের একটি জামাআত তাকবীরের বিষয়ে ইবন মাসঊদ ﵁-এর সাথে একমত ছিলেন। আমি উপরে সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করেছি (ইবন আব্বাস, হুযাইফা, আবূ মূসা ﵃ প্রমুখ সাহাবী)। আর তাবিয়ীগণের নাম উল্লেখ করেছেন ইবন আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে। আমার কথা হলো: এ সকল সাহাবী-তাবিয়ী কি মুসলিমগণের অন্তর্ভুক্ত নন?!"[১৪২]

উপসংহার

সালাতুল ঈদের তাকবীর বিষয়ক হাদীসগুলো আমরা অধ্যয়ন করলাম। আমরা দেখলাম যে, হাদীস যে বিষয়টিকে প্রশস্ত বলে প্রমাণ করে আমরা বাড়াবাড়ি করে তাকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছি। ফিকহী মতভেদগুলো অধিকাংশই এরূপ। 'মুসতাহাব' পর্যায়ের ফিকহী ইখতিলাফ নিয়ে আমরা 'হারাম' পর্যায়ের হানাহানি ও বিদ্বেষে লিপ্ত হই। উম্মাতের এ হানাহানি আমাদের ব্যথিত করে। এজন্য সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) দীন অনুধাবনের জন্য আমাদের মূল আদর্শ সাহাবীগণ। মহান আল্লাহ তাঁদের, বিশেষত প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ বলে উল্লেখ করেছেন (সূরা তাওবা: ১০০)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে সাহাবীগণের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া প্রথম তিন ও চার প্রজন্মের মুমিনগণকে উত্তম বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১৪৩]

তাঁদের কর্মধারা থেকে আমরা দেখি যে, দীনের কর্মকাণ্ড দুভাগে বিভক্ত: (ক) উসূল বা মূল বিষয় এবং (খ) ফুরূ বা শাখা-প্রশাখা। ঈমান, আকীদা, সুন্নাত, বিদআত ইত্যাদি বিষয় তাঁরা উসূল হিসেবে গণ্য করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে মতভেদ বা নতুন উদ্ভাবনকে তাঁরা কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। পক্ষান্তরে কর্মগত বিষয়গুলোকে "ফুরূ" হিসেবে গণ্য করেছেন। এ সকল বিষয়ে অনেক মতভেদ তাঁদের মধ্যে ছিল। কখনো

[১৪২]. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৬/১২৬৩-১২৬৪ (হা নং ২৯৯৭ প্রসঙ্গে)
[১৪৩]. বিস্তারিত দেখুন গ্রন্থকার রচিত: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ ৬০-৬২।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তারা এগুলো নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে বলেছেন, তিনিও ফকীহ। কখনো তাঁরা এগুলো নিয়ে দলিলভিত্তিক আলোচনা-বির্তক করেছেন এবং নিজের মতকে অগ্রগণ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা অন্য মত এবং অন্য মতের অনুসারীকে "বাতিল", "খারাপ" বা "বিভ্রান্ত" বলে গণ্য করেননি, বরং কর্মের মতভেদ-সহই তাঁরা একে অপরকে সর্বোচ্চ সম্মান করেছেন ও ভালবেসেছেন।

(২) মতভেদীয় বিষয়গুলো দু প্রকার: (ক) প্রথম যুগগুলোতে ছিল না, পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং (খ) প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলোকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করা জরুরী। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো কখনোই হক্ক-বাতিল পর্যায়ের নয়, বরং উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের। এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি.) বিশদ আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ থেকে একাধিক সুন্নাত বা একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কারো মতে ফরয, কারো মতে সুন্নাত বা নফল হতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ের মূলনীতি হলো যে, উভয় বিষয়ই সুন্নাত নির্দেশিত জায়েয কর্ম। মাগরিবের পূর্বের দু রাকআত নফল সালাত, সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ, রাফউল ইয়াদইন করা বা না করা, সশব্দে বা নিঃশব্দে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ, ইমামের পিছনে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অথবা না করা, সালাতুল জানাযার তাকবীর সংখ্যা, আযানের বাক্যগুলোর সংখ্যা, ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে অথবা দু বার করে বলা, সালাতুল বিতরের প্রথম বৈঠকে সালাম ফেরানো বা না ফেরানো ইত্যাদি অনেক বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন: "এ সকল বিষয়ে যদিও একটি কর্ম বা মতের চেয়ে অন্যটি অধিক উত্তম বা শক্তিশালী তবে যে ব্যক্তি দুর্বল বা অনুত্তম কর্মটি করলেন তিনিও একটি জায়েয কর্মই করলেন। এছাড়া অনুত্তম বা দুর্বল কর্ম অন্য কোনো সুবিধা বা কল্যাণের জন্য উত্তম বা অধিক শক্তিশালী বলে গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে অধিক শক্তিশালী বা উত্তম কর্মটিকে বর্জন করা কখনো কখনো অধিক উত্তম বলে গন্য হতে পারে।"[১৪৪]

যে সকল সুবিধা বা কল্যাণের জন্য শক্তিশালী মত বর্জন করা বা

[১৪৪]. ইবন তাইমিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১) ২৪/১৯৪-১৯৮।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সূচিপত্র

দুর্বল মত গ্রহণ করা উত্তম বলে গণ্য হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অন্যতম হলো উক্ত উত্তম কর্মটির বিপরীত কর্মটি জানানো, উত্তম কর্মটি জরুরী নয় বলে প্রমাণ করা, সাধারণ মানুষদের হৃদয় আকর্ষণ করা, বিতর্ক ও ঝগড়াঝাটি পরিহার করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “অবস্থার কারণে দীনের কর্মগুলোর এভাবে উত্তম বা অনুত্তমে পরিণত হওয়ার মূলনীতি না জানার কারণে অনেকেই কঠিন বিপর্যয়ে নিপতিত হন। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা একটি কর্মকে মুসতাহাব, উত্তম বা অধিক শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করলে তাকে ফরয-ওয়াজিবের চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে ধরেন। ... অনুরূপভাবে তারা যখন কোনো কর্ম বর্জন করা উত্তম বলে গ্রহণ করেন তখন দীনের হারাম কর্মগুলো বর্জন করার চেয়েও অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে থাকেন। এভাবে পালন ও বর্জন উভয় ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রবৃত্তির অনুসরণ, গোড়ামি, জাহিলী জেদ ও দলাদলিতে পরিণত হয়।”[১৪৫]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১১৭৬ হি.) বলেন: “ফকীহদের মধ্যে বিদ্যমান অধিকাংশ মতভেদীয় মাসআলা, বিশেষত যে সকল মাসআলায় সাহাবীগণ থেকে একাধিক মত রয়েছে, যেমন তাকবীরে তাশরীক, সালাতুল ঈদের তাকবীর, বিসমিল্লাহ বা আমীন জোরে বা আস্তে বলা, ইকামত একবার বা দুবার করে বলা ইত্যাদি সকল বিষয়ে ইমামদের মতভেদ ছিল উত্তম নির্ধারণে, সকলের মতেই সব বিষয়গুলোই বৈধ। বিষয়টি ছিল কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে কারীগণের (৭ কারীর) মতভেদের মত। তাদের যুক্তি ছিল, এ সকল বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন এবং তাঁরা সকলেই হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিলেন।... ইমাম ও ফকীহগণ শুধু বলতেন: এটি অধিকতর উত্তম, আমি এটি পছন্দ করি, আমরা এটিই জানতে পেরেছি... ইত্যাদি। ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসার ও মাবসূত গ্রন্থে এর অগণিত উদাহরণ রয়েছে।... সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের ইমাম-ফকীহগণ কেউ ... রক্তপাত হলে, বমি করলে, গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলে, স্ত্রীকে কামনাসহ স্পর্শ করলে, আগুনে রান্না খাবার খেলে, উটের গোশত খেলে ওজু ভেঙ্গে যায় বলে বিশ্বাস করতেন... কেউ তা করতেন না। কিন্তু তারা একে অপরের পিছে সালাত আদায় করতেন। যেমন আবূ হানীফা,

[১৪৫]. ইবন তাইমিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ২৪/১৯৪-১৯৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাঁর ছাত্রগণ, শাফিয়ী ও অন্যান্যরা মদীনায় মালিকী ও অন্যান্য ফকীহদের পিছনে সালাত আদায় করতেন। ... খলীফা হারূন রশীদ রক্তমোক্ষণ করে রক্তপাত করার পরে ওযু না করেই সালাত আদায় করেন। ইমাম আবূ ইউসূফ তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন এবং তিনি এ সালাত পুনরায় পড়েননি।.... ।”[১৪৬]

শাইখ মুহাম্মাদ তাকী উসমানী বলেন: “অনেক এমন মাসাইল আছে যেগুলোতে ইমামগণের মতপার্থক্য হলো উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। জায়েয-নাজায়েয আর হালাল-হারামের বিরোধ নয়। যেমন- নামাযে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা হবে কি হবে না, আমীন উচ্চস্বরে বলা হবে না নিম্নস্বরে? হাত বুকের উপর বাঁধা হবে না নাভীর নিচে? এসব ক্ষেত্রে ইমামগণের মতপার্থক্য আছে। কেউ এটাকে উত্তম বলেছেন কেউ অন্যটাকে উত্তম বলেছেন। কিন্তু এর সবগুলো পন্থাই সকলের নিকটই জায়েয আছে। সুতরাং এগুলোকে হালাল-হারাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর দূরত্ব-সংঘাত ও লড়াই বাঁধানো কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না।”[১৪৭]

(৩) এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা দলিলভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে মাযহাবকে ফরয-ওয়াজিব বা হারাম-বিদআত বলে দাবি করা। মাযহাবকে ফরয-ওয়াজিব বা হারাম-বিদআত বলা আর মাদরাসাকে ফরয-ওয়াজিব বা হারাম-বিদআত বলা একই পর্যায়ের ভুল। নববী যুগে কোনোটিই ছিল না এবং কোনোটিই দীন বা ইবাদত নয়, উভয়ই দীন শিক্ষা বা পালনের উপকরণ। এগুলোকে দীন বানানো অপরাধ। আবার মাদরাসা শিক্ষিতদের অধিকাংশের বা কিছু সংখ্যকের অপরাধের কারণে মাদরাসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা অন্যায়। মাযহাব বা হাদীস অনুসারীদের অধিকাংশের বা কিছুসংখ্যকের অপরাধের কারণে মাযহাব অনুসরণ বা হাদীস অনুসরণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলাও একইরূপ অন্যায়। উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে কথা বলা উচিত।

(৪) মাদরাসার ক্ষেত্রে সুন্নাতের নির্দেশনা হলো, কুরআন-সুন্নাহর ইলম শিক্ষা ইবাদত এবং মাদরাসা তার উপকরণ। এ উপকরণের মাধ্যমে

[১৪৬]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩৩৪-৩৩৬।

[১৪৭]. মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন? পৃ. ১৯০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ ইবাদত পালন সহজ; এজন্যই আমরা এর গুরুত্ব প্রদান করি। কেউ যদি এর বাইরেও ইলম শিক্ষা করেন তিনিও একইরূপ সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবেন। এক্ষেত্রে বিদআত হলো এরূপ মনে করা যে, ইলম শিক্ষা যেমন ইবাদত, তেমনি মাদরাসায় পড়াও ইবাদত। কেউ যদি মাদরাসায় না পড়ে বাড়িতে বা অন্যভাবে ইলম শিক্ষা করে তাহলে তার ইলম যত বেশিই হোক তার দীন, ইবাদত বা সাওয়াব অপূর্ণ থাকবে বা কবুল হবে না। আলিমের বিচার হবে "মাদরাসা" দিয়ে, তার 'ইলম' দিয়ে নয়! এরূপ মানসিকতার অধিকারী অপরাধী ও বিদআতে নিপতিত, তবে এজন্য মাদরাসা ব্যবস্থাকে বিদআত বলা যায় না।

(৫) মাযহাবের ক্ষেত্রে সুন্নাতের নির্দেশনা হলো, কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা মুমিনের দায়িত্ব। নিজে সরাসরি জানতে না পারলে আলিমগণকে প্রশ্ন করবেন বা কোনো আলিমের অনুসরণ করবেন। এরূপ তাকলীদের বৈধ ও অবৈধ পর্যায় সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী বলেন: "দীন বিকৃত হওয়ার একটি কারণ যিনি মা'সূম (নবী) নন তার তাকলীদ করা। এরূপ তাকলীদের হাকীকত হলো, কোনো একজন আলিম ইজতিহাদ করবেন, আর তার অনুসারীগণ ধারণা করবেন যে, তিনি নিশ্চিতরূপে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ফলে তারা এ সিদ্ধান্তের কারণে একটি সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে। মুসলিম উম্মাহ যে তাকলীদের বৈধতার বিষয়ে একমত হয়েছেন তা এরূপ নয়। তাঁরা একমত হয়েছেন যে, মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা বৈধ, সাথে সাথে একথার জ্ঞান রাখতে হবে যে, মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন আবার সঠিক মতও দিতে পারেন এবং সাথে সাথে সে মাসআলায় নবী ﷺ-এর বক্তব্য জানার জন্য আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকবে এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকবে যে, যদি তাকলীদকৃত বিষয়ের খেলাফ কোনো সহীহ হাদীস প্রকাশ পায় তবে তাকলীদ বর্জন করবে এবং হাদীস অনুসরণ করবে।"[১৪৮]

মাযহাবের ক্ষেত্রে বিদআত হলো এরূপ মনে করা যে, কুরআন-সুন্নাহ মান্য করা যেমন ইবাদত, তেমনি মাযহাব মান্য করা অতিরিক্ত একটি ইবাদত। কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহ মান্য করে কিন্তু মাযহাব মান্য না করে

[১৪৮]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩৫২।

AS-SUNNAH TRUST

তবে তার কুরআন-সুন্নাহ মান্য করা যত ভালই হোক, তার ইবাদত অসম্পূর্ণ থাকবে বা কবুল হবে না। কুরআন-সুন্নাহ কতটুকু মান্য করল তা বিবেচ্য নয়, বরং মাযহাব কতটুকু মান্য করল তাই বিবেচ্য! এরূপ ধারণাকারী অপরাধী। তবে তার অপরাধের জন্য ঢালাওভাবে মাযহাব ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। মাযহাব অনুসারী আলিমগণও এর নিন্দা করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী বলেন: “মাযহাব অনুসরণ নিন্দনীয় বা হারাম হবে নিম্নের অবস্থাগুলোতে:

(ক) যে ব্যক্তির মধ্যে ইজতিহাদ করার কোনোরূপ যোগ্যতা বিদ্যমান, এমন কি একটি নির্দিষ্ট মাসআলাতেও অন্তত ইজতিহাদ বা অনুসন্ধান করার সামর্থ্য তার আছে তার ক্ষেত্রে।

(খ) যে ব্যক্তির নিকট পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন এবং বিষয়টি মানসূখ বা রহিত হয়নি। এ মাসআলার সংশিষ্ট হাদীসগুলো এবং এর পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতগুলো অধ্যয়ন করে তিনি এটি রহিত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাননি, অথবা তিনি দেখেছেন যে, অনেক প্রাজ্ঞ আলিম এ হাদীস ভিত্তিক মত গ্রহণ করেছেন আর এর বিপরীতে মত প্রকাশকারী ফকীহ শুধু ইজতিহাদ বা কিয়াসের উপর নির্ভর করেছেন। এরূপ পড়াশোনার মাধ্যমে হাদীসের নির্দেশনা অবগত হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের ব্যতিক্রম বা বিরোধিতা করার জন্য গোপন মুনাফিকী বা প্রকাশ্য আহাম্মকি ছাড়া কোনো কারণ থাকতে পারে না।

(গ) সাধারণ বা অশিক্ষিত মানুষ কোনো নির্ধারিত একজন ফকীহের তাকলীদ করেন এবং মনে করেন যে, উক্ত ফকীহের মত মানুষের ভুল হতে পারে না, তিনি যা বলেন তা অবশ্যই সঠিক। তিনি মনে করেন যে, তাকলীদ-কৃত উক্ত ফকীহের মতের বিপরীতে যদি দলীল প্রকাশ পায় তাহলেও সে তাকলীদ পরিত্যাগ করবেন না। এরূপ নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তাকলীদকেই তিরমিযী সংকলিত হাদীসে আলিমদের রব্ব বানানো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ... আল্লাহ বলেন[১৪৯]: “তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ

[১৪৯]. সূরা তাওবা, ৩১ আয়াত।

AS-SUNNAH TRUST
বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছে...” রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন[১৫০]: ইহূদী-খৃস্টানগণ তাদের (আলিম-দরবেশদের) ইবাদত করত না বটে, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর তারা যখন তাদের উপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত।”

(ঘ) যে ব্যক্তি বলে যে, হানাফীর জন্য কোনো শাফিয়ী ফকীহের কাছে ফাতওয়া চাওয়া জায়েয নয়, হানাফীর জন্য শাফিয়ী ইমামের পিছনে সালাত আদায় জায়েয নয়। অনুরূপ কথা যে ব্যক্তি বলে সে ব্যক্তি প্রথম শতাব্দীগুলির মুসলিমদের ইজমা বা ঐকমত্যের বিরোধিতা করে এবং সাহাবী ও তাবিয়ীগণে মতের সাথে সাংঘর্ষিক মত পোষণ করে।”[১৫১]

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.) বলেন: “জেনে রাখ! ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে, বরং সকল ইমাম থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস তাঁদের মতের বিপরীতে পাওয়া যায় তবে তাঁদের মত বাদ দিতে হবে। মোল্লা আলী কারী বলেন: ‘আমাদের ইমাম আযম বলেছেন: ‘কারো জন্য আমাদের মাযহাব বা মত গ্রহণ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে উক্ত মাসআলাতে আমাদের মতের দলীল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা সুস্পষ্ট কিয়াস থেকে জানতে পারবে।’ ইমাম আযমের এ কথার ভিত্তিতে তোমাকে বুঝতে হবে, যদি কোনো বিষয়ে ইমামের কোনো মত বর্ণিত না থাকে তবে ইমামের অনুসারী মুকাল্লিদ আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলের সুনিশ্চিত দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করা। আর যদি ইমাম থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (তাশাহ্হুদের সময়) ইশারা করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি ইশারা করেছেন, তবে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত মতটিই অগ্রাধিকার লাভ করবে।’... আল্লামা লাখনবী বলেন: উপরের এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আমরা মাযহাবের মাসলা-মাসাইলগুলোকে নিম্নরূপ শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি। মাযহাবের ফিকহী গ্রন্থগুলোতে সংকলিত মাসলাগুলো কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত:

[১৫০]. তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৭৮। তিনি বলেন, “হাদীসটি গরীব।”
[১৫১]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩২৬-৩২৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- **এখানে**

প্রথমত: শরীয়তের মূলভিত্তি কুরআনের আয়াত বা হাদীসে নববীর বক্তব্যের সাথে, অথবা উম্মাতের ইজমা বা ইমামগণের কিয়াসের সাথে সুসমঞ্জস মাসআলা, যার বিপরীতে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট হাদীস বা 'নস্' নেই।

দ্বিতীয়ত: শরীয়তের মূলভিত্তির অন্তর্ভুক্ত মাসাইল, যেগুলোর পক্ষে কুরআনের আয়াত বা হাদীসে নববীর প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু এগুলোর বিপরীতেও কিছু আয়াত বা হাদীস রয়েছে। তবে এ সকল মাসাইলের পক্ষের আয়াত বা হাদীসের নির্দেশনা অধিক সহীহ ও অধিক শক্তিশালী, পক্ষান্তরে এগুলোর বিপরীত আয়াত বা হাদীসের নির্দেশনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অস্পষ্ট। উপরের দু পর্যায়ের মাযহাবী মাসাইলের বিধান হলো, এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ ও বুদ্ধি-বিবেক সবই তা নির্দেশ করে।

তৃতীয়ত: শরীয়তের মূলভিত্তির অন্তর্ভুক্ত মাসাইল। কিন্তু এগুলোর বিপরীত দলীলও সহীহ ও শক্তিশালী সনদে বর্ণিত। এগুলোর বিধান হলো, যার ইলম ও প্রজ্ঞা আছে তিনি বিস্তারিতভাবে এবং গভীরভাবে এগুলো অধ্যয়ন করবেন এবং অধিকতর শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি এরূপ গবেষণায় অক্ষম তার জন্য এ সকল মাসআলা গ্রহণের অনুমোদন রয়েছে।

চতুর্থত: যে মাসাইলগুলো শুধু কিয়াস নির্ভর এবং সেগুলোর বিপরীতে কিয়াসের ঊর্ধ্বের চিরন্তন কোনো দলীল (আয়াত বা হাদীস) বিদ্যমান। এগুলোর বিধান হলো, নিম্নমানের (কিয়াস ভিত্তিক) মত পরিত্যাগ করে উচ্চমানের (হাদীস ভিত্তিক) মত গ্রহণ করা। বিষয়টি বাহ্যত তাকলীদ পরিত্যাগ করা বলে মনে হলেও, তা তাকলীদ পরিত্যাগ নয়, বরং এটিই হলো প্রকৃত তাকলীদ।

পঞ্চমত: কিছু মাসাইল মাযহাবের মধ্যে রয়েছে যেগুলোর পক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা বা কোনো মুজতাহিদের সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো কিয়াস বিদ্যমান নেই, সুস্পষ্টভাবে বা প্রাসঙ্গিভাবে তা শরীয়তের এ সকল দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলো পরবর্তী যুগের মানুষদের আবিষ্কার মাত্র, যারা তাদের পিতাপিতামহ ও শাইখ-মাশাইখদের অন্ধ অনুসরণ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেন। এগুলোর বিধান হলো এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে এবং এগুলোর নিন্দা করতে হবে।

শাইখ লাখনবী বলেন: সুপ্রিয় পাঠক, উপরের বিশেষণটি ভালকরে আয়ত্ব করে রাখুন। কারণ খুব কম মানুষই এটি বুঝেন এবং এ বিষয়টিকে অবহেলা করে অনেকেই বিভ্রান্ত ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।"[১৫২]

আল্লামা লাখনবী অন্যত্র বলেন: "একদল মানুষ হানাফী হওয়ার বিষয়ে প্রচণ্ড গোঁড়ামি করেছেন। সহীহ কোনো হাদীস বা সাহাবী-তাবিয়ীর মত পেলেও তার বিপরীতে ফাতওয়া-মাসাইলে যা পেয়েছেন তা হুবহু অনুসরণ করেছেন। তারা ধারণা করেন যে, এ হাদীস যদি সহীহ হতো তাহলে মাযহাবের ইমাম তা গ্রহণ করতেন এবং এর বিপরীতে মত দিতেন না। ইমামের কথার উপরে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে ইমামের নিজের বক্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তারা এরূপ করেছেন। নির্ভরযোগ্য ছাত্রগণ ইমাম আবূ হানীফা থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সহীহ হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যকে তাঁর বক্তব্যের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য সহীহ হাদীসের বিপরীত সবকিছু পরিত্যাগ করা বিশুদ্ধ মত। আর এভাবে হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করলে তাকলীদ পরিত্যাগ করা হয় না; বরং এরূপ করাই ইমামের প্রকৃত তাকলীদ।"[১৫৩]

শাইখ তাকী উসমানী বলেন: "তাকলীদের বিপরীতে শর‘ঈ মাসাইলের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হওয়া যেমন তিরস্কারযোগ্য অপরাধ তেমনি অন্ধ তাকলীদ ও তাকলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করাও নিন্দনীয় অপরাধ। ... যথা: আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনকে সরাসরি শরীয়তের বিধান প্রণেতা, নিষ্পাপ ও নবীগণের মত ভুলত্রুটির উর্ধ্বে মনে করা। কোনো সহীহ হাদীসের উপর শুধু এ কারণে আমল করতে অস্বীকার করা যে, আমাদের ইমামের এ মর্মে কোনো নির্দেশ নেই।... শুধু স্বীয় ইমামের মাযহাব রক্ষা করার জন্য হাদীস শরীফের ... আকাশ-পাতাল ব্যাখ্যা করা... ।[১৫৪]

---

[১৫২]. লাখনবী, আল-জামিউস সাগীর, আন-নাফিউল কাবীর-সহ, পৃ. ৮-৯।

[১৫৩]. আব্দুল হাই লাখনবী, আল-জামি আস-সাগীর, পৃ. ৩৪।

[১৫৪]. মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন, পৃ ১৮৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৬) কোনো সমাজে যদি এমন কোনো কর্ম প্রচলিত থাকে যা সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে সমাজের প্রচলনের অজুহাতে তা বহাল রাখা ভয়ঙ্কর অন্যায়। কিন্তু যে সকল বিষয়ে একাধিক সুন্নাত বিদ্যমান সেক্ষেত্রে প্রচলনকে গুরুত্ব প্রদান করাই সাহাবী-তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের রীতি। সকল মুসলিম সমাজেই কিছু ফিকহী মত বিদ্যমান যার পক্ষে দলীল থাকলেও তা সকলের বা অধিকাংশের মতেই দুর্বল। এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় তবে বিদ্বেষ করা যায় না। সৌদি গ্রান্ড মুফতি শাইখ ইবন বায রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় বুকে বা পেটে রাখা সুন্নাত বলেছেন। শাইখ আলবানী এ কর্মকে বিদআত বলেছেন। অনুরূপভাবে সূরা ফাতিহা পাঠের পর মুক্তাদীদের জন্য ইমামের কিছু সময় নীরব থাকা, সালাতুল বিতরের কুনুত রুকু থেকে উঠার পর পড়া ইত্যাদি হাদীসের আলোকে দুর্বল মত। কেউ যদি প্রচলিত কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসহ এগুলোর দুর্বলতা প্রকাশ করেন তবে তা নিন্দনীয় নয়। তবে তিনি যদি এগুলোর দুর্বলতা নিয়ে সবাইকে বিদআতী, সুন্নাহ-বিরোধী বা মহাপাপী বানিয়ে সমাজে অস্থিরতা তৈরি করেন তবে তা নিন্দনীয়।

(৭) সহীহ হাদীসের নির্দেশনা সহীহ পদ্ধতিতে পালন করতে হবে। **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন তাকে ততটুকু গুরুত্ব প্রদান করাই সুন্নাত। গুরুত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম করা বিদআত। তিনি যে কর্ম বা পদ্ধতিকে ফরযে গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে নফলের গুরুত্ব প্রদান বা তিনি যাকে নফলের গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে ফরযের গুরুত্ব প্রদান বিদআত।

গুরুত্বের পর্যায় সুন্নাত থেকে জানতে হবে। যেমন **(ক)** তাদীলুল আরকান বা রুকু-সাজদায় স্থিরতা, জামাতে সালাত আদায়, টাখনুর উপরে কাপড় পরে সালাত আদায় যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি **(খ)** রাফউল ইয়াদাইন, ঈদের তাকবীর, সালাতের পরে তাসবীহ-তাহলীল, পাগড়ি, জুব্বা ইত্যাদিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে প্রথমগুলোর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কঠোর আপত্তি প্রমাণিত কিন্তু দ্বিতীয়গুলোর ক্ষেত্রে তা নয়।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কোনো আপত্তি করেন নি সে বিষয়ে আপত্তি ও ঝগড়া করা বিদআত ও পাপ। আরো বড় অপরাধ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়ে আপত্তি করেছেন সে বিষয়ে নীরব থেকে যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন সে বিষয়ে ঝগড়া করা। শিরক, কুফর ও হারাম, বান্দার হক্ক ইত্যাদি বিষয়ে নীরব থেকে বা এগুলোতে লিপ্ত মানুষদেরকে নিজ দলের বলে গণ্য করার পাশাপাশি যে বিষয়ে সুন্নাতে আপত্তি প্রমাণিত নয় সে বিষয়ে আপত্তি ও বিবাদে লিপ্ত হচ্ছি আমরা। মাযহাবের নামে বা হাদীসের নামে যেভাবেই তা করা হোক উভয় ক্ষেত্রেই আমরা মহাপাপে লিপ্ত হচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ বা মাযহাবের ইমামগণ এরূপ করতে নির্দেশ দেননি, বরং বিপরীত নির্দেশ দিয়েছেন। ৬ তাকবীর বলার "অপরাধে"!! হাদীস বিরোধী বলে গালি দেওয়া বা ঈদের জামাত পৃথক করা এবং রাফউল ইয়াদাইন বা জোরে আমীন বলার "অপরাধে"!! ওহাবী বলে গালি দেওয়া বা মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া একই পর্যায়ের হাদীস বিরোধী ও মাযহাব বিরোধী বিদআত ও হারাম পাপ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। সালাত ও সালাম মহান আল্লাহর মহান রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন ও সঙ্গীগণের উপর। আর প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।

AS-SUNNAH TRUST

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে গ্রন্থাকারগণের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। মহান আল্লাহ এসকল ইমাম, আলেম ও গ্রন্থাকারকে অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন, যাঁদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-সমূদ্র থেকে সামান্য কিছু নুড়ি কুড়িয়ে এ গ্রন্থে সাজিয়েছি।

১. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি.), আল-মুআত্তা (কাইরো, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী)

২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯হি.), আল-মাবসূত (করাচী, এদারাতুল কুরআন)

৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯হি.), মুআত্তা ইমাম মালিক (বৈরুত, দারুল কলম)

৪. আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১ হি.), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি.)

৫. ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি.), আল-মুসান্নাফ (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.)

৬. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.), আল-মুসনাদ (কাইরো, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮ খৃ.)

৭. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি.) আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ ১৪০৭ হি.)

৮. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি.), আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)

৯. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি.), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭ খৃ.)

১০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), আস-সহীহ (কাইরো, এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)

১১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), কিতাবুত তাময়ীয (রিয়াদ, কাউসার, ৩য়, ১৯৯০ খৃ.)

১২. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)

১৩. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫ হি.) রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কা ফী ওয়াসতটি সুনানিহী (বৈরুত, দারুল

AS-SUNNAH TRUST

আরাবিয়্যাহ)
১৪. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৫. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী)
১৬. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি.) ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, আলামুল কুতুব, আবু তালিব কাযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯ খৃ.)
১৭. ইসমাঈল ইবনু ইসহাক (২৮২ হি.), ফাদলুস সালাত আলান নাবী (দাম্মাম, সৌদি আরব, রামাদী লিন-নাশর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খৃ.)
১৮. হারিস ইবনু আবী উসামাহ (২৮২ হি.), আল-মুসনাদ, যাওয়াইদুল হাইসামী (মদীনা মুনাওয়ারা, মারকায খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.)
১৯. বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি.) আল-মুসনাদ (বৈরুত, মদীনা মুনাওয়ারা, মুআসসাসাতু উলুমিল কুরআন, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম, ১৪০৯ হি.)
২০. তাহাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি.), শারহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.)
২১. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু উমার (৩২২ হি.) আদ-দু'আফা আল-কাবীর (বৈরুত, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খৃ.)
২২. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি.), ইলালু ইবনি আবী হাতিম (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৫ হি.)
২৩. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি.), আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী ১ম প্রকাশ ১৯৫২ খৃ.)
২৪. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি.), মাশাহীরু উলামাইল আমসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৫৯ খৃ.)
২৫. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি.), আস-সিকাত (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫ হি.)
২৬. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০ হি.) আল-মু'জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫ খৃ.)
২৭. তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত (কাইরো, দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.)
২৮. তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়ীন (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খৃ.)
২৯. ইবনু আদী, আব্দুল্লাহ ইবনু আদী আল-জুরজানী (৩৬৫ হি.) আল-

AS-SUNNAH TRUST

কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)

৩০. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমার (৩৮৫ হি.) আস-সুনান (মদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিত, ১৯৬৬ খৃ.)

৩১. দারাকুতনী, আল-ইলাল (রিয়াদ, সৌদি আরব, দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ খৃ.)

৩২. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি.), মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস (মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খৃ.)

৩৩. হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি.), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ.)

৩৪. ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬ হি.), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৩৫. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪ খৃ.)

৩৬. খতীব বাগদাদী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু সাবিত (৪৬৩ হি.), আল-কিফাইয়াতু ফী ইলমির রিওয়াইয়া (মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ)

৩৭. খাতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি.) তারীখ বাগদাদ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)

৩৮. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯ খৃ.)

৩৯. কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭ হি.) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৪০. ইবনু রুশদ, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৫৯৫ হি.), বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ (বৈরুত, দারুল ফিকর)

৪১. ইবনুল জাউযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি.), আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১৫ হি.)

৪২. ইবনুল জাউযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি.), আদ-দুআফা ওয়াল মাতরূকীন (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.)

৪৩. ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূ'আত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯৫ খৃ.)

AS-SUNNAH TRUST

৪৪. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২হি.)

৪৫. ইবনুল হুমাম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৮১) শারহু ফাতহিল কাদীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫ খৃ.)

৪৬. ইবন তাইমিয়া, তাকীউদ্দীন আহমদ ইবন আব্দুল হালীম (৭২৮ হি.), মাজমূউ ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১)

৪৭. মুযযী, আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ ইবনুয যাকী (৭৪২ হি.), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮০) ৩৪/১৭।

৪৮. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি.), মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫ খৃ.)

৪৯. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম প্রকাশ ১৪১৩ হি.)

৫০. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি.), জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খৃ.)

৫১. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি.), নাসবুর রাইয়াহ (কাইরো, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি.)

৫২. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬ হি.), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ.)

৫৩. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬ হি.), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০ খৃ.)

৫৪. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭ হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২ খৃ.)

৫৫. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি.), যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)

৫৬. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি.), মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারা বি যাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র. ১৯৯৬ খৃ.)

৫৭. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি.), লিসানুল মীযান (বৈরুত, লেবানন, মুআস্সাসাতু আল-আ'লামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬) ৩/২৫৩।

৫৮. ইবনু হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব (হালাব, সিরিয়া, দারুর রাশীদ, ১ম, ১৯৮৬ খৃ.)

৫৯. ইবনু হাজার আসকালানী, তালখীসুল হাবীর (মদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাশিম ইয়ামানী, ১৯৬৪ খৃ.)

৬০. ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম, ১৯৮৪ খৃ.)

৬১. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী (বৈরুত, দারুল ফিকর)

৬২. বদরুদ্দীন আইনী, মাহমূদ ইবনু আহমদ (৮৫৫ হি.), মাগানীল আখইয়ার ফী শারহি আসামী রিজালি মা'আনীল আসার (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম, ১৯৯৭ খৃ.)

৬৩. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি.) আল-কাউলুল বাদী ফিস সালাতি আলাশ শাফী' (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খৃ.)

৬৪. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি.), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ খৃ.)

৬৫. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বকর (৯১১ হি.), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)

৬৬. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১১৭৬ হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু ইহয়ায়িল উলূম, ২য় প্রকাশ ১৯৯২)

৬৭. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.), আল-জামিউস সাগীর: ব্যাখ্যাগ্রন্থ আন-নাফিউল কাবীর-সহ (ভারত, লাখনৌ, আল-মাতবাউল ইউসুফী)

৬৮. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, নাইলুল আউতার (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩ খৃ.)

৬৯. শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.)

৭০. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৪১৭ হি.), আরবাউ রাসাইল ফী উলুমিল হাদীস (হালাব, সিরিয়া, মাকতাবুল মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ.)

৭১. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন (১৪২০ হি.), ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৯ খৃ.)

৭২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৯৯৬)

৭৩. খালদূন আহদাব, যাওয়াইদু তারীখ বাগদাদ (দেমাশক, দারুল কলম, ১ম, ১৯৯৬ খৃ.)

৭৪. ড. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭ খৃ.)

৭৫. ড. মুহাম্মাদ মুসতাফা আ'যামী, মানহাজুন নাকদ ইনদাল মুহাদ্দিসীন

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় প্রকাশ ১৯৯০ খৃ.)।
৭৬. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাযহাব কী ও কেন (ঢাকা, মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪২৬ হি./ ২০০৫ খৃ.)
৭৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৯)।
৭৮. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২য় প্রকাশ, ২০০৩ খৃ.)
৭৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৩)
৮০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭)

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে